উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সুশান্ত সিং রাজপুত মামলায় ইতি সিবিআইয়ের » ৭

নীল আকাশে হলুদ কাস্তে হাতুড়ি

শনিবার সন্ধের পর সিপিএমের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের ডিপি হঠাৎই বদলে যায়। সেখানে লাল রংয়ের কোনও চিহ্ন নেই। বদলে নীল-সাদা রং সেখানে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ৩৩° | ১৯° | ৩৩° | ১৭° | ৩৩° | ১৭° | ৩৪° | ১৮° |

অবসর নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় ধোনির » ১২

১০ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 24 March 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 303

## সময়ের কথা

## গুমরে মরছে দিনাজপুর ও মালদা

**অভিজিৎ সরকার**

উত্তরবঙ্গের নাম উচ্চারিত হওয়ামাত্রই পর্যটন প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে আমাদের মনে চলে আসে। প্রকৃত অর্থেই উত্তরবঙ্গে পর্যটনশিল্পে রয়েছে বিস্তর সম্ভাবনা। গঙ্গা নদীর ওপার অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ মানুষই উত্তরবঙ্গ বলতেই বোঝেন ভ্রমণের জন্য এক উল্লেখযোগ্য ডেস্টিনেশন। আর উত্তরবঙ্গ বলতেই বোঝেন পাহাড়বেষ্টিত দার্জিলিং বা ঘন জঙ্গলে মোড়া ডুয়ার্স অথবা কোচবিহার রাজবাড়ি। এই ভাবনাতেই তৈরি হয়েছে যত সব সমস্যা।

শুধুমাত্র অন্য রাজ্যে নয়, আমাদের রাজ্যের অন্য প্রান্তেও কখনও নিজ জেলার নাম দক্ষিণ দিনাজপুর বললে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায় শ্রোতা বা প্রশ্নকর্তাকে। তখন বোঝাতে হয় আমি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা আর এই উত্তরবঙ্গ মানেই সর্বত্র পাহাড়-পর্বত, জঙ্গলে মোড়া নয়। তবে হ্যাঁ, এ সবের বাইরেও রয়েছে অনেক ভ্রমণের স্থল যা পর্যটনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে। তবে প্রশ্ন, 'হয়নি কেন'? কেন-'হতে পারে' শব্দটি বলতে হচ্ছে? যাঁরা উত্তরবঙ্গ বলতে শুধুমাত্র দার্জিলিং, ডুয়ার্স, কোচবিহারকে বোঝেন এ ক্ষেত্রে তাঁদের কী ত্রুটি? আসলে ত্রুটি পর্যটকদের নয়, ত্রুটি তাঁদের যাঁরা রয়েছেন এগুলোর দায়িত্বে। বিভাগীয় মন্ত্রী, কর্তা, আধিকারিক, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদেরই ত্রুটির দায় নিতে হবে।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যেও মালদা বা দুই দিনাজপুর নিয়ে বড় কিছু পরিকল্পনার কথা শোনা যায় না। তাদের যা উদ্যোগ সেগুলো মূলত পাহাড় ও ডুয়ার্সকেন্দ্রিক। এর বড় কারণ হয়তো, যেভাবে পাহাড়ের ওপর কংক্রিটের নির্মাণ ও জঙ্গল কেটে রিসর্ট তৈরি করে তাঁরা লাভবান হবেন সেভাবে গৌড়বঙ্গের তিন জেলা থেকে খুব একটা অর্থসমাগম হবে না।

যাই হোক যেভাবে উত্তরবঙ্গের আর পাঁচটি জেলাকে পর্যটন মানচিত্রে তোলা গিয়েছে, সমগুরুত্ব দিয়ে প্রচেষ্টা করলে বাকি পাঁচ ভাইবোনের মতো মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরকেও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় ভ্রমণের গন্তব্যস্থল করে তোলা যেত। এমন তো নয় যে পর্যটকরা শুধুমাত্র পাহাড় ও জঙ্গল বেষ্টিত স্থানেই ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যান। রুক্ষ মরুভূমি বা সমতলেও পর্যটক যান যদি সেই জায়গা সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদি প্রদানের দ্বারা পর্যটকগণকে আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে তোলা যায়। এর জন্য অবশ্যই দরকার প্রচার ও প্রসার। আর এই প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমেই যখন জায়গাটির মাহাত্ম্য অর্থাৎ গুরুত্ব তুলে ধরা সম্ভব।

*এরপর দশের পাতায়*

# নালায় নজর জমি মাফিয়াদের

**ভাস্কর শর্মা**

**ফালাকাটা, ২৩ মার্চ :** বালাতোর্ষা নদীর ওপর মাটি ফেলে বুজিয়ে দিয়ে দখল করার অভিযোগ তো আগেই উঠেছিল। এবার অভিযোগ উঠল একটি নালা দখলের। ধূপগুড়ি মোড় থেকে ফালাকাটা কলেজ যাওয়ার মূল রাস্তার পাশে, কলেজপাড়ায় রয়েছে সেই বিশাল নালা। স্থানীয়রা একে বলেন দোলা। সেই দোলার ফালাকাটা ও কলেজপাড়ার দোলা দখল করে বেশ কিছু অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ আমরা পাই। তারপরেই নির্মাণকারীদের নোটিশ ধরানো হয়। কিছু কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে কেউ ফের নির্মাণ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে স্থানীয়রা বলছেন, পুরসভা নোটিশ দেওয়ার পরেও অবৈধ নির্মাণকারীরা দিব্যি সক্রিয় ছিল। এখন কার্গিল মোড় থেকে ফালাকাটা কলেজে যাওয়ার পথে দ্বিতীয় সেতু থেকে দু'দিকে তাকালেই অবৈধ নির্মাণগুলি চোখে পড়বে। পশ্চিম ফালাকাটায় দোলা দখল করে বড় বড় গোডাউন বানানো হয়েছে। কেউ গাড়ির গ্যারাজ তো কেউ আবার বসতবাড়িও বানিয়েছেন। এইসব অবৈধ নির্মাণকারীরা এলাকায় বেশ প্রভাবশালী বলেই পরিচিত। প্রত্যেকেই আবার শাসকদলের সঙ্গে লতায়পাতায় জড়িয়ে। কলেজডাঙ্গা যাওয়ার রাস্তায় দোলার ওপর সেতু আছে। ওই ব্রিজের বাম পাশে কয়েকজন রীতিমতো ট্র্যাক্টর-ট্রলি দিয়ে মাটি এনে ভরাট করেছেন। দোলা। সেখানে এখন বহুতল বানানোর কাজ শুরু হয়েছে।

*পশ্চিম ফালাকাটায় দোলার ওপর অবৈধ নির্মাণ।*

এলাকার বাসিন্দা প্রতাপ সরকার বলেন, 'বর্ষার সময় গোটা কলেজপাড়া, কলেজডাঙ্গার জল এই দোলা দিয়েই বয়ে যায়। ফলে এলাকায় জল জমার হাত থেকে বাঁচি আমরা। কিন্তু গত এক বছর ধরে চোখের সামনে দোলার বিভিন্ন জায়গা দখল হয়ে গেল। সেখানে পাকা বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। এবার বর্ষার জল কোনদিক দিয়ে বের হবে?'

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অনেকেই এই দোলা থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। অনেকে দোলার জল দিয়ে চাষাবাদও করেন। কিন্তু পুরসভা গঠিত হওয়ার পর এলাকায় জমির দাম বেড়েছে। আর তারপরেই এই দোলার ওপর নজর পড়েছে জমি মাফিয়াদের। দোলার বিভিন্ন অংশ দখল করে বিক্রি হচ্ছে। আপাতত সেই দোলাজুড়ে পঞ্চাশটির বেশি অবৈধ নির্মাণ রয়েছে।

এলাকার এক গৃহবধূ বলেন, 'যখন দোলা দখল করে গোডাউন, টাওয়ার বসানোর কাজ চলছিল, আমরা বাধা দিই। কিন্তু ওরা প্রভাবশালী। আমাদের এক প্রকার ভয় দেখিয়ে নির্মাণগুলি করেছে। প্রশাসনও বিষয়টি জানে। পরে আমরা আর কিছু বলার সাহস পাইনি।'

বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছেন, এবার বর্ষার আগেই নির্মাণগুলি ভেঙে দিক পুরসভা। তাঁদের আশঙ্কা, পুরসভা ও প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পশ্চিম ফালাকাটা ও কলেজপাড়া এই বর্ষায় একটু ভারী বৃষ্টি হলেই জলে ভাসবে।

### উদ্বেগের কারণ

- দোলা দখল করে বড় বড় গুদাম বানানো হয়েছে
- কেউ কেউ বসতবাড়িও বানিয়েছেন
- পুরসভা ইতিমধ্যে নোটিশ জারি করলেও কেউ পাত্তা দেয়নি
- দোলা বুজিয়ে ফেলায় জলনিকাশি নিয়ে সমস্যার আশঙ্কা

## জীবনকে পথ দেখাল মৃত্যু

*ভারতীয় প্রেমিক-প্রেমিকার আত্মহত্যার প্রেক্ষাপটে ছয় বছর পর খুলল ভারত-পাক অধিকৃত কাশ্মীর সীমান্তের 'কামান' সেতু। কাশ্মীরে, নাটকীয় পরিস্থিতিতে। বিয়ে নিয়ে পারিবারিক আপত্তিতে হতাশ তরুণ-তরুণী ৫ মার্চ একসঙ্গে ঝাঁপ দেন ঝিলম নদীতে। তাঁদের দেহ পাওয়া যায় সীমান্তের ওপারে। ভারতীয় সেনা পাকিস্তান সেনার সঙ্গে আলোচনা চালায় মৃতদেহ ফেরত আনার ব্যাপারে। শেষপর্যন্ত দু'পক্ষের উদ্যোগে কামান সেতু খোলে। ওখান দিয়েই আনা হয় দুজনের দেহ। (খবর সাতের পাতায়)*

# উড়তা উত্তরবঙ্গ

আন্তর্জাতিক সীমান্ত হোক বা দুই রাজ্যের সীমানা, মদ ও মাদকের কারবার জমিয়ে চলছে উত্তরবঙ্গে। কোটি কোটি টাকার খেলা এখানে জলভাত। পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের সাফল্যের পরেও আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে পাচারের শিকড় কতদূর ছড়িয়েছে, তা নিয়ে।

*নিমতি দোমোহনি থেকে বাজেয়াপ্ত ভিনরাজ্যের মদ ও ধৃত গাড়ির চালক।*

## বাজেয়াপ্ত ৩০ প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট

**বিধান ঘোষ**

**হিলি, ২৩ মার্চ :** ইয়াবা ট্যাবলেট বাংলাদেশে পাচারের ছক বানচাল করল পুলিশ। শনিবার রাতে বালুরঘাট হিলিগামী একটি বাসে হানা দিয়ে ৩০ প্যাকেট ইয়াবা সহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে হিলি থানার পুলিশ। ধৃতরা হল মিঠুন সরকার ও রঞ্জিত দাস। দুজনেই হিলি থানার পূর্ব রায়নগর গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, বাজেয়াপ্ত হওয়া মাদক বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে হিলিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রাথমিক জেরায় তদন্তকারীদের কাছে স্পষ্ট যে এদের পেছনে বড় চক্র রয়েছে। রবিবার ধৃতদের বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস জানিয়েছেন, বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে মাদক আসছে এমন খবরের ভিত্তিতে রাতে বক্সীগঞ্জ এলাকায় হানা দেওয়া হয়। বাসে বাসে তল্লাশি চালানো সময় একটা বাসে দুজনকে ধরা হয়। তাদের কাছে ৭০০ গ্রাম ইয়াবা মিলেছে। ৩০টি প্যাকেটে থাইল্যান্ডে তৈরি প্রায় সাড়ে ছয় হাজার পিস ট্যাবলেট ছিল। ধৃত দুজনের কাছে আরও বেশ কিছু ইয়াবা ছিল, যেগুলো হিলি আসার পথে জায়গায় জায়গায় হস্তান্তর হয়েছে। কীভাবে এই মাদক ভারতে এল এবং ধৃতদের হাতে পৌঁছাল কীভাবে সেটা তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। পেছনে যে বড় চক্র রয়েছে সে ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত। ধৃতদের জেরা করে গোটা চক্রের সন্ধান শুরু করেছে পুলিশ। বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের টাকা কোনও দেশবিরোধী কাজে ব্যবহার হচ্ছে তা তদন্ত করে দেখছে তদন্তকারীরা।

## সিটের নীচে কোটি টাকার মাদক

**সায়নদীপ ভট্টাচার্য ও সঞ্জয় সরকার**

**বক্সিরহাট ও দিনহাটা, ২৩ মার্চ :** এ যেন পুষ্পা সিনেমার পুনর্নির্মাণ! সিনেমায় দেখিয়েছিল, পুষ্পা দুধের কনটেনারের মধ্যে গোপন কুঠুরি বানিয়ে সেখানে চন্দন কাঠ রেখে পাচার করত। অনেকটা সেই কায়দায় লরির চালকের বসার আসনের নীচে তৈরি করা গোপন কুঠুরিতে রাখা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট। যদিও তাতে শেষরক্ষা হয়নি। রবিবার ভোরে বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত জোড়াই মোড়ে অসম-বাংলা সীমানার নাকা চেকিং পয়েন্টে এসটিএফের তৎপরতায় প্রায় কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি লরিও আটক করা হয়েছে। এসটিএফের জালে গ্রেপ্তার হয়েছে তিন মাদক পাচারকারী। অন্যদিকে, দিনহাটাতেও ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। যদিও তার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'তল্লাশি চালিয়ে ২ কেজি ৭০০ গ্রাম ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য কোটি টাকার কাছাকাছি। খাইরুল ইসলাম, রাহিনুল হক এবং আবু আজাদ নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা তিনজনেই কোচবিহারের বাসিন্দা।'

ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরেই মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত। অসমের শিলচর থেকে আনা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ মাদক। পরিকল্পনা ছিল, সেই ইয়াবা ছড়িয়ে দেওয়া হবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। তবে গোপন সূত্র মারফত এই খবর পৌঁছে যায়

*এরপর দশের পাতায়*

## এক ট্রাকে পৌনে দু'কোটির মদ

**সমীর দাস**

**কালচিনি, ২৩ মার্চ :** হোলির আগে থেকেই চা বলয়ে মদের কারবার বেড়েছে। গত মাসখানেকের একটু বেশি সময়ে আবগারি দপ্তর অভিযান চালিয়ে বড় বড় সাফল্যও পেয়েছে। কখনও লাখ দশেক, কখনও বা ৫০ লক্ষ টাকার মদও একদিনে বাজেয়াপ্ত করেছেন আধিকারিকরা। তা বলে প্রায় পৌনে দু'কোটি টাকার মদ! মাসকয়েক তো বাদই দিন, সাম্প্রতিক অতীতে এক জায়গা থেকে এত টাকার মদ আর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কি না, তা মনে করতে পারছেন না জেলার আবগারি দপ্তরের বড় বড় আধিকারিকরাও।

শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলায় এই প্রথম একদিনে এত বিপুল টাকার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করেছে আবগারি দপ্তর। ঘটনায় ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খালাসি গা-ঢাকা দিয়েছে। ধৃত চালকের বাড়ি ত্রিপুরায়। তবে তদন্তের স্বার্থে তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। সম্পূর্ণ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন শেওয়াং ও দপ্তরের বীরপাড়া রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি।

ভুটান সীমান্ত লাগোয়া এলাকা দিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলায় অবাধে প্রবেশ করে ভুটানি মদ। তবে এবার যে মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তা অরুণাচলপ্রদেশ থেকে এসেছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। আর চট করে যাতে কারও চোখে না পড়ে, সেজন্য মদের কার্টনগুলির চারপাশে সিমেন্টের ব্লক দিয়ে রীতিমতো ব্যারিকেড বানানো হয়েছিল।

অভিযানে অংশ নেওয়া আবগারি কর্তা সাহেব বলেন, 'ধৃত গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে এতবড় কনসাইনমেন্টের মাস্টার মাইন্ড কে তা জানার চেষ্টা চলছে।' প্রাথমিকভাবে আবগারি দপ্তর জানতে পেরেছে, ভিনরাজ্য থেকে অবৈধ মদ আনার সঙ্গে কালচিনির ৩ জন জড়িত রয়েছে।

*এরপর দশের পাতায়*

## হাসিনার এই পরিণতি জানতেন জয়শংকর

*জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের সম্মানে ঢাকা সেনানিবাসে ইফতার।*

**নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৩ মার্চ :** বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শেখ হাসিনাবিরোধী ক্ষোভ ভারতের অজানা ছিল না। সব বুঝতে পেরেও তখন নয়াদিল্লি কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে শনিবার দাবি করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

বিদেশমন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, হাসিনার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ভারতের নেই। কিছু পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে মাত্র। হাসিনাবিরোধী বিক্ষোভ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাকে না নামতে রাষ্ট্রসংঘের সতর্কবার্তাও কমিটিকে জানিয়েছেন জয়শংকর। বৈঠকে তিনি বলেন, সেনা নামানো হলে ভবিষ্যতে কোনও শান্তিরক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করত রাষ্ট্রসংঘ।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) রবিবার বেঙ্গালুরুতে শেষ হওয়া তাদের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভায় (এবিপিএস) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব পাস করে।

পরামর্শদাতা কমিটির ওই বৈঠকে কংগ্রেসের কেসি বেণুগোপাল, মণীশ তিওয়ারি,

### বাংলাদেশে নতুন দলে মতভেদ

শিবসেনা (ইউবিটি) প্রিয়াংকা চতুর্বেদী প্রমুখ হাজির ছিলেন। তাঁদের অনেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করে এ ব্যাপারে ভারতের পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে বিদেশমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকারের দাবি, হিন্দুদের ওপর হামলাগুলি রাজনৈতিক। সংখ্যালঘু বলে ওই হামলা ঘটেনি।

*এরপর দশের পাতায়*

# মেরিকো কাঁটায় সংকটে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**বীরপাড়া, ২৩ মার্চ :** তরাই ডুয়ার্সে মেরিকো টি কোম্পানি পরিচালিত চা বাগানগুলিতে অসন্তোষ বাড়ছে। এজন্য 'দায়ী' শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি এবং স্টাফ, সাব-স্টাফদের বকেয়া বেতন। মাঝে মাঝেই কাজ বন্ধ করে শ্রমিকরা থানা ঘেরাও, গেট মিটিং করছেন। ওই কোম্পানির মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের বাগানগুলিতে ৩ থেকে ৫টি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া। বান্দাপানি, ডিমডিমা, বীরপাড়া বাগানে বারবার কাজ বন্ধ করছেন শ্রমিকরা। এতে সবচেয়ে বেশি চাপে পড়েছে তৃণমূল এবং তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। কারণ রুগ্ন ও বন্ধ বাগানগুলির 'মসিহা' হিসেবে মেরিকোকে তুলে ধরার পিছনে তৃণমূলের 'অবদান' মনে রয়েছে চা বলয়ের। আর বিরোধীরা সেকথা, ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের বারবার মনে করিয়ে দেওয়ার কোনও সুযোগও ছাড়ছে না।

তৃণমূলের চা শ্রমিক নেতারা এখন সাফাই দিচ্ছেন, লিজ সংক্রান্ত সমস্যার জন্য ব্যাংক ঋণ না মেলায় বাগান চালাতে হিমসম খাচ্ছে মেরিকো। অবশ্য মেরিকোর ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী ফোন রিসিভ না করায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

ধুমচিপাড়া, হান্টাপাড়া, গ্যারগান্ডা, তুলসীপাড়া, বীরপাড়া, বান্দাপানির মতো বাগানগুলিতে কোথাও ৪টি, কোথাও ৩টি করে পাক্ষিক মজুরি বকেয়া চা শ্রমিকদের। পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা অনুরাধা তলোয়ার বলছেন, 'একটি সংস্থাকে এতগুলি বাগানের দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু সংস্থাটি বাগান ঠিকঠাক পরিচালনা করতে পারছে না। দায়িত্ব দেওয়ার আগে সংস্থাটির ক্ষমতা যাচাই করা উচিত ছিল সরকারের।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় ৬০টিরও বেশি চা বাগান রয়েছে। ভোটে নির্ণায়ক চা শ্রমিকরাই। বারবার বিজেপির কাছে হেরে চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর, জমির পাট্টা, ঘর তৈরির টাকা, ক্রেশ, জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট তৈরি এবং বন্ধ চা বাগানগুলি খুলে শ্রমিকদের একটা বড় অংশকে টানতে সক্ষম হয় তৃণমূল। গত বছরের লোকসভা ভোটেও বিজেপিই জিতেছে, তবে ব্যবধান কমেছে। আর মাদারিহাটের উপনির্বাচনে জিতেছেন তৃণমূলের জয়প্রকাশ টোপ্পো। পরিসংখ্যান বলেছে, চা বাগানের বেশিরভাগ বুথে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। ইতিমধ্যেই বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলো। এরই মধ্যে মেরিকোর বাগানগুলিতে জটিলতা তৃণমূলের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শাসকদলকে কাঠগড়ায় তুলে বিজেপির সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলছেন, 'একটি বাগান কোন সংস্থার হাতে যাবে, তা ঠিক করে রাজ্য সরকার। সেই সংস্থা আদৌ বাগান চালাতে সমর্থ কি না, তা খতিয়ে দেখার দায়িত্বও রাজ্য সরকারের।'

মেরিকো নিয়ে প্রকাশ্য মুখ না খুললেও অন্দরে অস্বস্তিতে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। দ্রুত জট না কাটলে কিংবা বাগান বন্ধ হতে শুরু করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে, মানছেন তাঁরাও।

২০১৫ সালে ডানকানস টি কোম্পানি মুখ থুবড়ে পড়ে। এরপর ডানকানসের বেশিরভাগ বাগান যায় মেরিকোর হাতে। বান্দাপানি চা বাগানটি ডানকানসের ছিল না। পরে সেটিও মেরিকোর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০১৮ সাল থেকে ১৩টি বাগান চালাচ্ছে মেরিকো, জানিয়েছে তৃণমূল চা বাগান ইউনিয়ন। এগুলির মধ্যে ৭টি মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে। এদিকে, মেরিকোর হয়ে সাফাই

*এরপর দশের পাতায়*

শুনসান।। *কর্মতৎপরতা নেই বান্দাপানি চা বাগানে। -সংবাদচিত্র*

## বালির নমুনা ফের পাঠানো হল পরীক্ষাগারে

# রিপোর্ট দেখে ড্রেজিং তিস্তায়

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ :** তিস্তা নদীতে ড্রেজিং করলে কী ধরনের বালি পাওয়া যাবে, তা জানতে ফের নদীবক্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে বালির নমুনা পরীক্ষাগারে পাঠাল সেচ দপ্তর। গজলডোবা ব্যারেজের নীচু এলাকা থেকে ময়নাগুড়ির বাকালি পর্যন্ত ১১টি স্পট থেকে ওই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসার পর নদীর কোন এলাকায় কী ধরনের উন্নত বালি, নুড়ি, মাটি রয়েছে তা বিস্তারিত জানা যাবে। বালির মূল্য নির্ধারণে যা ভূমিকা নেবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ড্রেজিং নিয়ে উদ্যোগী হবে রাজ্য।

তিস্তায় ড্রেজিংয়ের জন্য সেচ দপ্তর ডিপিআর করে বালির নমুনা পরীক্ষা করে রাজ্যকে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল গত বছরই। কিন্তু রাজ্য ড্রেজিং কাজ শুরুর আগে আরও বেশ কিছু এলাকার বালির নমুনা পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে। এদিকে, তিস্তা থেকে ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টন বালি উত্তোলন করার হিসেব কষেছে সেচ দপ্তর। রাজ্য সরকার নিজের খরচে ড্রেজিং না করে মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে বালি উত্তোলনের পারমিট দিয়ে নদীবক্ষ গভীর করার পরিকল্পনার দিকেই এগোচ্ছে।

এবার দ্বিতীয় দফায় ফের গজলডোবার নীচু এলাকা মিলনপল্লি, বীরেনবস্তি, রংধামালি, ধর্মপুর, চ্যাংমারি, টটগাঁও, চুমুকডাঙ্গি এসব এলাকা থেকে তিস্তা নদীবক্ষের বালির নমুনা সংগ্রহ করে কোচবিহারের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। নদীবক্ষের এক ফুট নীচ থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা।



*গজলডোবার কাছে তিস্তা নদীতে জমে থাকা বালি।*

আগামী সপ্তাহেই এই নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট জমা পড়বে রাজ্য সেচ দপ্তরে। তারপরেই রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড অথবা ম্যাকিনটোস বার্ন এই সংস্থাকে দিয়ে তিস্তায় ড্রেজিং করার ব্যাপারে অগ্রসর হবে রাজ্য সেচ দপ্তর। সেচ দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, ২০২৩ সালে সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর তিস্তা নদীখাত বহু জায়গায় উঁচু হয়ে গিয়েছে। নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমেছে। তাই নদীর গভীরতা বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'ডিপিআর করার সময় তিস্তার বালির নমুনার পরীক্ষা করা হয়েছিল। এবার দ্বিতীয় দফায় নমুনা সংগ্রহ করে নিজেদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলেই রাজ্যকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'



*মিঠুনের হাত থেকে গোলাপ নিচ্ছে রিদ্ধি সরকার। রিয়েলিটি শো'তে।*

# উনিশবিশার রিদ্ধির নাচে মুগ্ধ বিচারকরা

**রাকেশ শা**

**ঘোকসাডাঙ্গা, ২৩ মার্চ :** মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গার রিজু ও রাজদীপ এর আগে ডান্স বাংলা ডান্স রিয়েলিটি শোতে সুযোগ পেয়েছিল। এবার ডান্স বাংলা ডান্স রিয়েলিটি শোতে উনিশবিশার রিদ্ধি সরকারের পারফরমেন্সে মুগ্ধ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, যীশু সেনগুপ্ত, অঙ্কুশ হাজরা, কৌশানী মুখোপাধ্যায় সহ সকলে।

রিদ্ধির বাবা দীপঙ্কর সরকার অসমে বিভিন্ন স্থানে মেলায় কাপড়ের দোকান করেন। মা রূপা সরকার গৃহবধূ। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। তারপরেও তাঁরা ছেলের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি এগারো বছরের রিদ্ধিকে জয়গাঁয় দুই বছর রেখে নাচ শেখাচ্ছেন। সেই রিদ্ধি এবার ডান্স বাংলা ডান্সে সুযোগ পেয়েছে। জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো-র মঞ্চে রিদ্ধির প্রথম দিনের পারফরমেন্সে দেখে মুগ্ধ হন বিচারকরা।

রিদ্ধির মা রূপা ছেলের কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'সকলের ভালোবাসা ও আশীর্বাদে আজ ওখানে সুযোগ পেয়েছে। রিদ্ধি প্রথমে সুকান্ত বর্মনের কাছে নাচ শেখে। পরে ঘোকসাডাঙ্গা এবিসিডি ডান্স অ্যাকাডেমিতে নাচ শেখে। পাশাপাশি স্থানীয় ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে।' তাঁর আরও সংযোজন, বর্তমানে দুই বছর থেকে জয়গাঁয় ডেভিড রাইয়ের কাছে নাচ শিখছে রিদ্ধি। এবিসিডি ডান্স অ্যাকাডেমির কর্ণধার সৌরভ পাটোয়ারি বলেন, 'রিদ্ধিকে কোনও কিছু একবার দেখালেই তা শিখে নেয়। ওর সাফল্য কামনা করছি। সেখানে ও ভালো পারফরমেন্স করবে বলে দাবি তাঁর। বর্তমানে এখানে ৬০-৭০ জন ডান্স শেখে। তাদের মধ্যে অনেকেই ভালো ডান্স করে। তারাও সুযোগ পেতে পারে বলে দাবি করেন।

রিদ্ধির ডান্স শিক্ষক ডেভিড রাই-এর কথায় রিদ্ধির ডান্স দেখে গ্র্যান্ডমাস্টার মিঠুন চক্রবর্তী, যীশু সেনগুপ্ত, কৌশানী মুখোপাধ্যায় সহ সকলে মুগ্ধ হন।

রিদ্ধির সাফল্যে খুশি প্রতিবেশী তপন বর্মন, রাজু বিশ্বাস, তনুপ বর্মন, বিধান সরকার, স্বপন রায়, সৌরভ সরকার দে-রা। তাঁরা আশাবাদী, ঘোকসাডাঙ্গায় ফিরবে শিরোপা।

# অসহায় বাবা, ছেলের পাশে প্রশাসন

**কুশমণ্ডি, ২৩ মার্চ :** জীর্ণ শরীর। আলো বিহীন ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে একই খাটে শুয়ে অর্ধাহারে কোনোদিন অনাহারে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবা ও ছেলে। এমন পরিবারের দিকে পঞ্চায়েত ফিরে না তাকালেও শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল। বাবা প্রদীপ সিংহ রায় (৫০), ছেলে রাহুল (২৮) কালিকামরা পঞ্চায়েতের আমিনপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁদের বাড়িটা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে।

থানার আইসির কাছে খবর পেয়ে বিডিও নয়না দে গিয়েছিলেন পরিবারটির কাছে। শোনেন, রাহুল মানসিক অবসাদে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এক সময় প্রদীপ বাবু সামান্য কিছু কাজ করলেও স্ত্রী না থাকায় অসুস্থ ছেলের জন্য কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তাতেই এই দুর্দশা। প্রতিবেশীরা দিলে খাওয়া জোটে নইলে নয়। শেষ পর্যন্ত বিডিওর হস্তক্ষেপে রাহুলকে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।


## অ্যাফিডেভিট

গত 10/03/25 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Amal Paul থেকে Amal Chandra Paul নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি (79AB995311) (C/115268)

## কর্মখালি

রেস্টুরেন্টের জন্য রুটি করতে জানা হেল্পার চাই। বেতন-১২০০০/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। জায়গা-শিলিগুড়ি। 9832543559. (C/115273)

•

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়ার দোকানের জন্য স্থানীয় পুরুষ কর্মচারী চাই। M : 9641618231. (C/115272)

•

CE Foundation invites applications from individual Graduates as Volunteer trainers for schools. Interested candidates may apply online @ www.cefoundation.org.in (C/115684)

•

Required one ITI/Polytechnic qualified individual with 5 years experience (in any stream) for instructor. Vacancy in Gorubathan Mator Training School. Contact-9083090705, 9932192353. (C/115683)

•

Walk-in-Interview will held on 02.04.2025 at 2PM. for guest teacher (Science) of Kokna Jr. High School at S.I office (Itahar North). Willing retired teachers are requested to attend. For details - 8509558209. (M/115320)

•

Applications are invited for the posts of Librarian & Asst. Prof. in English, Life Scienc, Physical Science, Pol. Sc., Maths, Sociology, Health & Physical Instructor, Commerce & foundation for B.Ed Course & Science, Maths & English for D.El.Ed Course in Pragati College of Education, Siliguri, (WB) Qualification & pay scale as per NCTE Norms. Send your resume in the email id. pcoesiliguri recruitment@gmail.com (C/115272)




*মায়ের সঙ্গে রশিদুল ইসলাম। মাদারিহাটে। -সংবাদচিত্র*

# ভিক্ষা করে মায়ের মুখে অন্নের জোগান

## প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে কর্তব্য

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**রাঙ্গালিবাজনা, ২৩ মার্চ :** উচ্চতা টেনেটুনে সাড়ে তিন ফুট। এজন্য পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে পারেন না মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামের রশিদুল ইসলাম। ৪৩ বছর বয়সি রশিদুল দিনভর গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের কাছে হাত পেতে দু'পয়সা জোগাড় করেন। ওতেই মা ও ছেলের অন্ন জোটে। রেজিয়া বেগমের ৩ ছেলে। রশিদুল ছাড়া বাকি দুজন শক্তসামর্থ্য এবং স্বাভাবিক। তবে তাঁরা নিজেদের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। মায়ের ভরসা ছোট্ট চেহারার ছেলেটা। টিনের বেড়ার ছোট্ট একটা ঘরে দিন কাটে মা ও ছেলের। তবে গত বছর প্রকাশিত আবাস যোজনার তালিকায় ঠাঁই পায়নি ওঁদের নাম।

অবশ্য রশিদুল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং রেজিয়া বার্ধক্য ভাতা পান। রেজিয়া বলেন, 'মা ও ছেলে ভাতা হিসেবে মোট হাজার দুই টাকা পাই। ওই টাকায় তো সংসার চলে না। জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। আমার ভরসা ছেলেটা। সারাদিন ঘুরে ঘুরে এর-ওর কাছে হাত পাতে ও।'

একসময় জয়গাঁ পর্যন্ত ভিক্ষে করতে যেতেন রশিদুল। এখন আশপাশের গ্রামগুলিতেই ঘুরে বেড়ান। সম্প্রতি রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে ভিক্ষে করতে এসেছিলেন রশিদুল। লোকে ভালোবেসে পাঁচ-দশ টাকা দেন। কেউ আবার ৫০-১০০ টাকাও দেন। এভাবেই সারাদিনে যে কয়েকটা টাকা পান তাতেই ভাতকাপড় জোটাতে হয়। এলাকার টোটোচালকদের কেউ কেউ ভালোবেসে ভাড়া নেন না রশিদুলের কাছ থেকে। এতে কিছুটা বাড়তি সুবিধা পান তিনি। আগে বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ কিমি দূরে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে হেঁটে যেতে হত তাঁকে। এখন টোটোয় চেপে যান তিনি। অনেক সময় কারও মোটরবাইকে সওয়ার হন।

রশিদুলের জন্য নাকি পাত্রীও পাওয়া গিয়েছিল, বলছেন খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য সাজু হোসেন। তাঁর কথায়, 'প্রায় একই উচ্চতার পাত্রী পাওয়া গিয়েছিল। পাত্রীপক্ষ রশিদুলকে পছন্দও করেছিল। কিন্তু শাশুড়ি-বৌমায় ঝগড়াঝাঁটি হতে পারে ভেবে শেষমুহূর্তে বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন রশিদুল। আকারে ছোট হলে কী হবে, তিনি বর্তমান সামাজিক অবস্থায় একটি দৃষ্টান্ত। অনেক শক্তসামর্থ্য ছেলে বাবা-মায়ের প্রতি ন্যূনতম কর্তব্যটুকু পালন করে না। এরকম নালিশ প্রায়ই পাই। কিন্তু রশিদুল তার ব্যতিক্রম।'

> প্রায় একই উচ্চতার পাত্রী পাওয়া গিয়েছিল। পাত্রীপক্ষ রশিদুলকে পছন্দও করেছিল। কিন্তু শাশুড়ি-বৌমায় ঝগড়াঝাঁটি হতে পারে ভেবে শেষমুহূর্তে বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন রশিদুল। আকারে ছোট হলে কী হবে, তিনি বর্তমান সামাজিক অবস্থায় একটি দৃষ্টান্ত। অনেক শক্তসামর্থ্য ছেলে বাবা-মায়ের প্রতি ন্যূনতম কর্তব্যটুকু পালন করে না।
>
> **-সাজু হোসেন** *সদস্য খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

রাঙ্গালিবাজনা চৌপথির ব্যবসায়ী বুদ্ধদেব সূত্রধরও রশিদুলের প্রশংসা করে বলেন, 'বর্তমান সমাজে রশিদুল একটি দৃষ্টান্ত। কারণ, অনেক সচ্ছল, শিক্ষিত ছেলে বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করেন না। কিন্তু শারীরিক খামতি থাকলেও কর্তব্যে অবিচল রশিদুল।' অনেক সচ্ছল পরিবার আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর পেলেও রশিদুল না পাওয়ায় প্রশ্ন এলাকায়। এজন্য সাজু অবশ্য দোষ চাপিয়েছেন সমীক্ষকদের ওপর। পাশাপাশি তিনি জানান, 'দিদিকে বলো'র নির্দিষ্ট নম্বরে রশিদুলের বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার পর আলাদাভাবে সমীক্ষা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই ঘর পাবেন রশিদুল।

আবাস নিয়ে রশিদুল বলেন, 'আমি বামফ্রন্ট আমলে সুনীল সূত্রধর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য থাকাকালীন ঘর পেয়েছিলাম।'

# অন্যকে সাহায্য বিশেষভাবে সক্ষমের

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ২৩ মার্চ :** কথায় আছে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। কথাটি যে একশো শতাংশ সঠিক তা বছরভর নিজের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্পষ্ট করলেন কোচবিহার শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীবাড়ির বাসিন্দা বিশেষভাবে সক্ষম আসিফ ইকবাল। রবিবার রমজান ও ইদ উপলক্ষ্যে নিজ চেষ্টায় বিবেক স্মৃতির নামে তিনি কয়েকজন গরিব মানুষের হাতে খাবার ও নতুন জামাকাপড় তুলে দেন। এছাড়া বিশেষভাবে সক্ষম একজনের হাতে ক্রাচ তুলে দেওয়া হয়।

আসিফ ইকবালের একা উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। বছরভর তিনি হুইলচেয়ার ব্যবহার করেন। পারিবারিক আর্থিক পরিস্থিতিও তেমন নয়। কিন্তু ছোট থেকেই তিনি গরিব ও বিশেষভাবে সক্ষমদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন। তাঁদের সাহায্য করার বিষয়ে সবসময় ব্যাকুল হয়ে থাকেন। গরিবদের সাহায্য করার জন্য বাবা-মায়ের থেকে নানা সময় পাওয়া টাকা জমিয়ে রাখতেন। সে টাকায় তিনি তাঁদের সাহায্য করতেন। তাঁর এমন উদ্যোগের কথা জানতে পেরে সমাজের নানা ক্ষেত্রের বহু মানুষ তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে একাজ চালাতে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। সেইসব সহায়তা জমিয়ে ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন থেকে শুরু করে ইদ সহ বছরের নানা সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নিজের বাড়ির সামনে বিবেক স্মৃতি কর্মসূচি পালন করেন। সেখানে গরিবদের জমাকাপড় দেওয়া থেকে খাবার সহ নানাভাবে সাহায্য করেন। বিশেষভাবে সক্ষম বেশ কয়েকজনকে কখনও হুইলচেয়ার, কখনও ক্রাচ, কানে শোনার যন্ত্র সহ নানা কিছু তুলে দেন। একজন বিশেষভাবে সক্ষম একক প্রচেষ্টায় বছরের পর বছর কোচবিহারে যেভাবে গরিবদের সহযোগিতা করছেন তা একেবারেই নজিরবিহীন।

রবিবারও তিনি দেবীবাড়িতে নিজের বাড়ির সামনে বিবেক স্মৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম ও বহু গরিব মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করেন। এদিন তাঁর হাত থেকে ক্রাচ পেয়ে আপ্লুত কোচবিহারের রেলগুমটির বাসিন্দা মামণি খাতুন। তার কথায়, 'ক্রাচের অভাবে আমার হাঁটতে খুবই সমস্যা হচ্ছিল। ক্রাচ পাওয়ায় খুবই সুবিধা হল। দীর্ঘদিনের সমস্যাও দূর হল।' এজন্য তিনি আসিফকে ধন্যবাদ জানান।

এদিন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল এমন কর্মকাণ্ডে অভিভূত। তিনি বললেন, 'আসিফ একক প্রচেষ্টায় যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তা সবার কাছে শিক্ষণীয়।' এমন কার্মকাণ্ডের জন্য কোচবিহারবাসীর কাছে আসিফ বিশেষভাবে সুপরিচিত। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানেও তাঁকে প্রশাসন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে লাজুক আসিফ বলেন, 'আমি আমার সামর্থ্যের মধ্যে যতটা সম্ভব গরিবদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।'

# সভাপতিদের বাড়ি ঘেরাওয়ের হুমকি

**সুবীর মহন্ত ও বিপ্লব হালদার**

**গঙ্গারামপুর, ২৩ মার্চ :** আগামী নির্বাচনেও ভরাডুবি হলে বালুরঘাট ও হিলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও ব্লক সভাপতিদের বাড়ি ঘেরাও করে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করা হবে। গঙ্গারামপুরে অনুষ্ঠিত তৃণমূলের জেলাস্তরের এক বৈঠক থেকে এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

গত লোকসভা নির্বাচনে বিপ্লব সামান্য ব্যবধানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কাছে হেরেছেন। তিনি ও তাঁর অনুগামীরা এই হারের জন্য বারবার দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ তুলে আসছেন। এনিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে বারবার রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনপর্ব মিটে যাওয়ার পর থেকে, আজ পর্যন্ত দলের কোনও স্তরেই কোনও পরিবর্তন করানো যায়নি। আর তাই কি ক্ষোভে ফুঁসছেন মন্ত্রীমশাই? সামনের বছরেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভূতুড়ে ভোটার চিহ্নিতকরণের কাজে কমিটি গড়তে শনিবার বিকালে তৃণমূলের বৈঠক বসে। ওই বৈঠকেই বক্তব্য দিতে উঠে নিজের হারের প্রসঙ্গ তোলেন মন্ত্রী। সেখানেই তিনি ফল খারাপ হওয়া নিয়ে গ্রামাঞ্চলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের দিকে কাজ না করার অভিযোগ তুলেছেন। বালুরঘাট, হিলির ব্লকের দলের সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের পাশাপাশি মন্ত্রী বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতাদেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলে অভিযোগ। আর মন্ত্রীর এমন বেছে বেছে হুঁশিয়ারিতেই সরব হয়েছেন দলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতারা। বৈঠকে নেতারা সরাসরি মুখ খুলতে না চাইলেও, বর্তমান জেলা পরিষদের সদস্য মৃণাল সরকার ফেসবুকে লেখেন, 'ধমকি, হুমকি, স্বভাব পরিবর্তন করুন, না হলে পায়ের নীচের মাটি খুঁজে পাবেন না!'

# ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত

**ইটাহার, ২৩ মার্চ :** নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিবেশী এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার একটি গ্রামে। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, শনিবার বাড়ির সদস্যরা কীর্তনের আসরে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে রাত ৮টা নাগাদ গ্রামেরই এক তরুণ বাড়িতে ঢুকে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে পালায়। পরে বাড়ি ফিরে মেয়ের কাছে সব শুনে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার অভিভাবক। পুলিশ পকসো আইনে মামলা রুজু করে ও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়।


SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara
Siliguri-734001
NOTICE INVITING BID No.21 of 2024-25 of Siliguri Mahakuma Parishad (3rd Call)

Sealed bids for lease/rent of "01 Stall situated at ground floor of Naxalbari Market Complex, Panighata More, Naxalbari" are hereby invited by the Siliguri Mahakuma Parishad from the intending bonafide bidders
Start date of submission of bid-24.03.2025
Last date of submission of bid - 04.04.2025
All other details will be available in SMP Notice Board & in the website, namely-www.smp.org.in for further details.

Sd/-
DE
SMP



## পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।


## আজ টিভিতে



**ফ্রোজেন প্ল্যানেট** বিকেল ৩.১৭ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৭.০০ ভাই আমার ভাই, ১০.০০ মধুর মিলন, দুপুর ১.০০ সূর্য, বিকেল ৪.০০ জন্মদাতা, সন্ধে ৭.৩০ তুলকালাম, রাত ১০.৩০ মান মর্যাদা, ১.০০ নিশাচর
**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ স্বামীর ঘর, বিকেল ৪.৩০ অরুন্ধতী, সন্ধে ৭.১৫ চ্যাম্প, রাত ১০.১০ অন্যায় অবিচার
**জি বাংলা সিনেমা :** বেলা ১১.৩০ অনুতাপ, দুপুর ২.৩০ দেয়া নেয়া, বিকেল ৫.০০ বাবা কেন চাকর, রাত ১০.০০ মানুষ কেন বেইমান, ১২.৪৫ শিবপুর
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ জননী
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ খোকাবাবু
**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.১৫ এন্টারটেইনমেন্ট, দুপুর ১.৫৪ মঙ্গলবার, বিকেল ৪.৪২ খলনায়ক, রাত ৮.০০ জওয়ান, ১১.৩৭ ১৯২০ লন্ডন
**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** দুপুর ১.৫৩ রাঞ্ঝনা, বিকেল ৪.১৪ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.৩৪ বার বার দেখো, রাত ৯.০০ সত্য প্রেম কি কথা, ১১.২৮ গুড বাই
**স্টার গোল্ড সিলেক্ট :** দুপুর ২.০০ কলঙ্ক, বিকেল ৪.৪৫ ভাগ জনি, সন্ধে ৬.৪৫ পঙ্গা, রাত ৯.০০ গুড লাক জেরি, ১১.০০ সুপার সে উপর
**জি সিনেমা :** দুপুর ১২.৩৭ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.৩৫ মেই, ৫.৪৩ ছত্রপতি, রাত ৮.০০ হিম্মতওর, ১০.৫৫ পুলিশ পাওয়ার
**কালার্স সিনেপ্লেক্স :** দুপুর ১২.৪৫ সাইরেন, বিকেল ৩.৫৮ অ্যাঞ্জেল, রাত ৮.৩২ গট্টা কুস্তি, ১১.৪২ মিশন ১১৮



**দেয়া নেয়া** দুপুর ২.৩০
**জি বাংলা সিনেমা**



**খলনায়ক** বিকেল ৪.৪২
**অ্যান্ড পিকচার্স**



**অ্যালভিন অ্যান্ড দ্য চিপমাঙ্কস : দ্য রোড চিপ** বিকেল ৫.৫৪ **রমেডি নাউ**



**গুড লাক জেরি** রাত ৯.০০ **স্টার গোল্ড সিলেক্ট**

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
**৯৪৩৪৩১৭৩৯১**

মেষ : রাজনীতির জন্যে সমস্যা হতে পারে। শারীরিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। বৃষ : বহুদিন আগের কোনও ফেলে রাখা কাজ শুরু করে সাফল্য পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। মিথুন : কেউ আপনাকে প্রায় অকারণেই অপমান করতে পারে। ছেলের চাকরির সংবাদে আনন্দ। কর্কট : দীর্ঘদিনের ইচ্ছাপূরণ। চুরি যেতে পারে মূল্যবান কিছু। পিঠের ব্যথা ভোগাবে। সিংহ : কোনও ব্যাপারে মানসিক কষ্ট। বাবার কথা শুনে সংসারের সমস্যা মিটিয়ে নিন। কন্যা : ভোগবিলাসে অহেতুক খরচ করে অনুশোচনা। ছেলের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। তুলা : বাড়ির কোনও সদস্যের জন্যে বেশি টাকা খরচ হবে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন। বৃশ্চিক : কোনও কারণে মানসিক আঘাত পাবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। ধনু : কোনও রাজনীতির আলোচনায় যাবেন না। আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মকর : স্ত্রীর সহযোগিতায় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি। বোনের চাকরির সংবাদে আনন্দ। কুম্ভ : শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে ব্যয় বাড়বে। মীন : নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ চৈত্র ১৪৩১, ভা ৩ চৈত্র, ২৪ মার্চ, ২০২৫, ১০ চ'ত, সংবৎ ১০ চৈত্র বদি, ২৩ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৩, অঃ ৫।৪৬। সোমবার, দশমী রাত্রি ১২।৩৬। উত্তরাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১২।২৯। পরিঘযোগ দিবা ১।৮। বণিজকরণ দিবা ১২।৪৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১২।২৬ গতে ববকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৬।১৪ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১২।২৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১২।২৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১২।৩৬ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।১৩ গতে ৮।৪৪ মধ্যে ও ২।৪৫ গতে ৪।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৫ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১২।২৯ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে, উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।৩৬ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২।৪৫ মধ্যে নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১১।১৫ গতে ২।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে।





জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আস্থার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ


সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইদের আগে সেমাই তৈরির ব্যস্ততা। রবিবার জংশন এলাকায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

# তৃণমূল ‘ভুলে’ সিপিএমে

**আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ :** ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের কাজের ফলে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের গত বছর তৃণমূল কংগ্রেস নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের ব্যানারে মিছিল করতে দেখা গিয়েছিল। এক বছর না যেতেই তাঁদের আন্দোলনে সিপিএম নেতারা শামিল হলেন। রবিবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকো এলাকায়। এদিন আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক ব্যবসায়ী সংগ্রাম কমিটির পথসভায় আইনজীবী ও রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, সিপিএমের জেলা সম্পাদক কিশোর দাস ও শহরের আইনজীবী অনুজ মিত্র অংশ নেন। রাজ্যসভার সাংসদকে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার বার্তা দিতে শোনা যায়। স্বাভাবিকভাবে তাঁদের আন্দোলনের রাশ এবার যে সিপিএমের হাতে তা একপ্রকার স্পষ্ট। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক ব্যবসায়ী সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক রানা পাল বলেন, ‘ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের আন্দোলন নিয়ে অনেক মামলা হয়েছে। সেসব মামলার ক্ষেত্রে সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও আইনজীবী অনুজ মিত্রের সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁরা আগে থেকে আমাদের আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ ছিলেন। এতদিন বিভিন্ন দল আশ্বাস দিলেও সমস্যা মেটেনি।’

ব্যবসায়ীদের তৃণমূল কংগ্রেস নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল ছাড়ার কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে, শাসকদলের নেতারা সঙ্গে থাকলেও একের পর এক উচ্ছেদ অভিযান চলছিল। সম্প্রতি চাপরেরপার এলাকার একাধিক বাড়ি ও দোকান তৃণমূলের নেতাদের সহযোগিতায় উচ্ছেদ হয় বলে অভিযোগ ওঠে। তারপর ব্যবসায়ীদের ভুল ভাঙে। এবার তাই সিপিএমের পতাকার নীচে ব্যবসায়ীরা নিজেদের দাবি আদায় করতে চাইছে বলে অনেকে মনে করছেন।

## উচ্ছেদে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা

চাপরেরপারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাংসদ বিকাশ। রবিবার।

> ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের আন্দোলন নিয়ে অনেক মামলা হয়েছে। সেসব মামলার ক্ষেত্রে সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও আইনজীবী অনুজ মিত্রের সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁরা আগে থেকে আমাদের আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ ছিলেন। এতদিন বিভিন্ন দল আশ্বাস দিলেও সমস্যা মেটেনি।
>
> **রানা পাল** *সম্পাদক ব্যবসায়ী সংগ্রাম কমিটি*

সিপিএমের জেলা সম্পাদক কিশোর দাস বলেন, ‘রাজনৈতিক পরিচয়ে যাইনি। ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি যাতে পূরণ হয় সেজন্য তাঁদের পাশে আছি।’

এদিন বিকাশ আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ব্যবসায়ীদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন। উচ্ছেদ হওয়া পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। বিকাশের কথায়, ‘ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের রাস্তা হোক। তবে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে দুই রকম কথা রয়েছে। ফলে তাঁদের উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। আইনগতভাবে তাঁদের সহযোগিতা করব। তাঁদের আন্দোলন ন্যায়সংগত।’

রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, ‘উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমরা ব্যবসায়ীদের পাশে আছি। তাঁদের দাবি পূরণের জন্য জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি।’

অন্যদিকে, এদিন বিকাশ সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের (ইউসিআরসি) ৭৫তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে শহরের পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি আরএসএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানান। পাশাপাশি বিজেপি ও তৃণমূল রাজ্যে যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তৈরির চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার বার্তা দেন। এছাড়া সেখানে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের জেলা সভাপতি দিলীপ চৌধুরী, সম্পাদক মৃণাল সেনগুপ্ত সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

## ভাঙন রোধে বাঁধের দাবি

**রাজু সাহা**

**শামুকতলা, ২৩ মার্চ :** ধারসি নদীর ভাঙনের জেরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পশ্চিম চেপানি ১০/১৩৩ নম্বর মৌজায়। ভাঙনের ফলে গত কয়েক বছরে প্রচুর কৃষিজমি নষ্ট হয়েছে। এবার নদী বসতবাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। বর্ষার আগে ভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণ না হলে ওই গ্রামের অন্তত ৩০টি বাড়ি নদীগর্ভে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে রবিবার কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ ওই এলাকা পরিদর্শনে আসেন। তিনি ভাঙনকবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন। গ্রামবাসীর কাছে সমস্ত সমস্যার কথা শোনেন। মনোজ বলেন, ‘ধারসি নদীতে বাঁধ নির্মাণ না হলে পশ্চিম চেপানি গ্রামের একটি অংশ নদীগর্ভে চলে যেতে পারে। খুব শীঘ্রই বিষয়টি সেচমন্ত্রীকে জানানো হবে। দ্রুত যাতে ওই গ্রামে বাঁধ নির্মিত হয় সেই দাবি করব।’

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। তাঁদের একমাত্র জীবিকা চাষাবাদ। কিন্তু সেই জমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। ভিটেমাটি নদীগর্ভে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে এখনই পদক্ষেপ করা দরকার। বর্ষার আগে বাঁধ না দিলে বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য চিন্ময় ভৌমিকের কথায়, ‘ধারসি নদীর ভাঙনে আমরা রীতিমতো আতঙ্কিত। প্রতিবছর কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। এবার বসতবাড়ির দিকে নদী এগিয়ে আসছে। ভাঙনরোধে ধারসি নদীতে দ্রুত বাঁধ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সমস্যা সমাধানে আমরা জেলা প্রশাসন, সেচ দপ্তরকে বারবার জানিয়েছি। কিন্তু এখনও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।’

গত পাঁচ বছরে অন্তত ২০ বিঘা জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দা বিনয় দেবনাথ জানান, এখন আমাদের ভিটেমাটি রক্ষা করা বড় চিন্তার বিষয়। অবিলম্বে বাঁধ নির্মাণ না হলে আমাদের বাড়িঘর সব নদীগর্ভে চলে যাবে।

## দোকানে আগুন

**পলাশবাড়ি, ২৩ মার্চ :** শনিবার রাতে মেজবিলের রণজিৎ বর্মনের পানের দোকানের টেবিল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ উঠল। মাঝরাতে দোকানের সামনে থেকে কাঠের ওই টেবিলটি কিছুটা দূরে সরিয়ে কেউ বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয়। রাতে খবর পেয়ে বাড়ি থেকে এসে টেবিলটিতে আগুন জ্বলতে দেখেন রণজিৎ। রবিবার তিনি সোনাপুর পুলিশ ফাঁড়িতে বিষয়টি জানান। পরে মেজবিলে এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুলিশ। কোনও শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

# উৎপাদন বাড়ায় চাপে চা চাষিরা

**অসীম দত্ত**

**আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ :** ডুয়ার্সের চা শিল্পে অশনিসংকেত। একদিকে, কমদামে খোলাবাজারে নেপালের চা থাবা বসিয়েছে। অন্যদিকে, গত বছরের তুলনায় জেলার সচল বাগানগুলিতে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা বাগানগুলি কম খরচে চা উৎপাদন করায় উত্তরের অন্যতম অর্থকরী শিল্পের ভবিষ্যৎ চরম সংকটে। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, ‘বিদেশ থেকে যে পরিমাণে নিম্নমানের কমদামি চা এদিকে আসছে, তাতে চা শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রশ্নচিহ্নের মুখে। অবিলম্বে টি বোর্ডকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। না হলে ডুয়ার্সের চা শিল্প সহ গোটা উত্তরবঙ্গের চা বলয় সমস্যায় পড়বে।’

শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে উৎপাদিত চায়ের সঠিক মূল্য না পেয়ে বিপাকে চা বাগান কর্তৃপক্ষ। আলিপুরদুয়ার জেলায় ৬৪টি চা বাগান আছে। তারমধ্যে কয়েকটি বাগান অচল অবস্থায় রয়েছে। বাকি বাগানগুলিতে যে পরিমাণ চা উৎপাদন হয়েছে তাতে চায়ের বাজারদর অনেকটা নিম্নমুখী। এর জেরে চা বাগান মালিক, কর্তৃপক্ষের মাথায় হাত পড়েছে। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) চেয়ারম্যান চিন্ময় ধরের বক্তব্য, ‘আগামী ২৫ ও ২৭ মার্চ চা নিলাম রয়েছে। চায়ের উৎপাদন গত বারের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। ফলে বড় চা বাগানগুলি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।’

বিভিন্ন চা বাগান সূত্রে খবর, ভালো মানের প্রতি কেজি চা উৎপাদনে ২৫০-২৬০ টাকা খরচ হয়। অথচ ফেব্রুয়ারি মাসে শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রের ১২ নম্বর সেলে বেশিরভাগ চা প্রতি কেজি ২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতি কেজিতে ৫০-৬০ টাকা লোকসান হয়েছে। চা বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মার কথায়, ‘খোলাবাজারে নেপালের চা ১৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। সেই চায়ের গুণগতমান খারাপ হলেও মানুষ কম দামের নেপালের চায়ের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ফলে চা বাগানগুলিকে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। যা চা শিল্পের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগজনক।’

এদিকে জেলার মাঝেরডাবরি, নিউল্যান্ডস, রায়ডাক, কার্তিকা ও সংকোশের মতো বড় চা বাগানগুলি ভালো মানের চা উৎপাদনে বছরে ২৭-৩০ রাউন্ড পাতা তোলার কাজ করে। কিন্তু ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিতে ১৫-২০ রাউন্ড পাতা তোলা হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ অনেক কম লাগে। ফলে নেপালের চা ও কম খরচে উৎপাদিত ক্ষুদ্র চা বাগানগুলির সঙ্গে বড় বাগানগুলি পাল্লা দিতে পারছে না। এই দুইয়ের জাঁতাকলে সংকটে চা শিল্প।

**ফের ঘটল**

- জেলার বড় চা বাগানগুলি ভালো মানের চা উৎপাদনে বছরে ২৭-৩০ রাউন্ড পাতা তোলার কাজ করে
- ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিতে ১৫-২০ রাউন্ড পাতা তোলা হয়
- এক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ অনেক কম লাগে
- নেপালের চা ও কম খরচে উৎপাদিত ক্ষুদ্র চা বাগানগুলির সঙ্গে বড় বাগানগুলি পাল্লা দিতে পারছে না

## দুর্ঘটনায় মৃত দুই, জখম এক

**কালচিনি, ২৩ মার্চ :** রবিবার সন্ধ্যায় ৩১ সি জাতীয় সড়কের পোরো চৌপথি এলাকায় দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হল। মৃতদের মধ্যে একজন মহিলা। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও এক তরুণ। মৃত তরুণের নাম বিবেক রাই (২৯)। তবে এদিন রাত পর্যন্ত বছর পঁয়ত্রিশের মৃত মহিলার নাম জানা যায়নি। জখম তরুণের নাম অনুপ ছেত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণ ও জখম তরুণ দুজনেই বক্সা পাহাড়ের সান্তালাবাড়ির বাসিন্দা। দুই বন্ধু মিলে পোরো এলাকায় দুপুরে ঘুরতে এসেছিলেন। অন্যদিকে, ওই মহিলা পোরো চৌপথিতে বাসের অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় অসমগামী একটি ট্রাক প্রথমে বিবেকের বাইকে ধাক্কা মারে। এরপর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাকে ট্রাকটি পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছায় কালচিনি থানা ও নিমতি ফাঁড়ির পুলিশ। দুজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল। মৃতদের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। অন্যদিকে, গুরুতর জখম তরুণকে উদ্ধার করে পুলিশ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা জানিয়েছেন, সেই ট্রাকটির খোঁজ চলছে। এছাড়াও মৃত মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ৩১ সি জাতীয় সড়ক কতটা বিপজ্জনক আকার নিয়েছে, তা এদিনের ঘটনায় আরও একবার প্রমাণিত হল। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই সড়কপথে ট্রাকগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলাচল করে। পোরো এলাকায় মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় স্কুটার, বাইক ও ছোট গাড়ির চালকদের। যদিও পুলিশের দাবি, ট্রাকচালকদের সবসময় গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সচেতন করা হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি উদ্ধার করেছে। সোমবার মৃত দুজনের দেহের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হবে।

## ওলটাল ট্রাক

**হাসিমারা, ২৩ মার্চ :** রবিবার দুপুরে ৩১ সি জাতীয় সড়কের বস্তি বাজার সংলগ্ন এলাকায় অসমগামী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায়। ওই ট্রাকটিতে ডিমবোঝাই করা ছিল। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। খবর পেয়ে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। রাতে ট্রাকটি টেনে তোলার চেষ্টা চালায় পুলিশ।

# পুনর্বাসনের আশায় ভাঙা হল দোকান

**সুভাষ বর্মন**

**পলাশবাড়ি, ২৩ মার্চ :** পলাশবাড়িতে জেলা পরিষদের জায়গা ভরাট করা শুরু হয়েছে। তা দেখেই পুনর্বাসনের আশায় ব্যবসায়ীরা। তবে এতদিন প্রশাসন বা সড়ক কর্তৃপক্ষ বারবার চেষ্টা করে কারও দোকান ভাঙতে পারেনি। এখন অবশ্য নিজে থেকে দোকানঘর ভাঙা শুরু করলেন ব্যবসায়ীরা। রবিবার সকালে নিউ পলাশবাড়িতে দীর্ঘদিনের পুরোনো একটি কাঠের দোকান মালিক নিজেই মিস্ত্রি লাগিয়ে দোকান ভাঙার কাজ করেন।

নিউ পলাশবাড়িতে রাস্তার ধারেই ফার্নিচারের দোকান পরিতোষ রায়প্রধানের। পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে পরিতোষ শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃত্বে আন্দোলনে শামিল হন। নিউ পলাশবাড়িতে পরিতোষের দোকানের প্রায় চার পাশেই মাটি ফেলানো হয়। মাটির স্তূপে ঢেকে যায় দোকান। তবু সেই ঘর এতদিন ভাঙা হয়নি। তবে সম্প্রতি পলাশবাড়িতে জেলা পরিষদের নীচু জায়গায় মাটি দিয়ে ভরাট শুরু হয়। সেই কাজ এখনও চলছে।

জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে’র কথায়, ‘আগে মাটি ভরাটের কাজ করা হবে। তারপর সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসে পুনর্বাসনের বিষয়টি ঠিক করা হবে।’

দোকান ভাঙছেন ব্যবসায়ী। রবিবার নিউ পলাশবাড়িতে।

প্রশাসনের এমন তৎপরতা দেখেই এদিন দোকান ভাঙা শুরু করেন পরিতোষ। তাঁর কথায়, ‘এই দোকান ভাঙা পড়লে বিকল্প ব্যবস্থা না পেলে সংসার চলবে না। তবে এখন পুনর্বাসনের জন্য জেলা পরিষদ মাটি দিয়ে জায়গা ভরাট করছে। সেটা দেখেই ব্যবসায়ী সমিতিকে জানিয়ে দোকান ভাঙা শুরু করি।’

এদিন অবশ্য অন্য ব্যবসায়ীদের সেভাবে ঘর ভাঙতে দেখা যায়নি। তবে এখন যে নিজেদেরই ঘর ভেঙে নিতে হবে, তা না হলে আগামীতে প্রশাসন ভেঙে দেবে। এজন্য দোকান ভাঙার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অন্য ব্যবসায়ীরাও।

শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দারের কথায়, ‘শালকুমার মোড়ে ব্যবসায়ীদের একাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তাই সেখানে ইদের পর দোকান ভাঙা শুরু হবে। এখানকার ১২৯ জন ব্যবসায়ীকে আশা করছি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা জেলা পরিষদ করে দেবে।’ মহাসড়কের সংশ্লিষ্ট এলাকার সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তা বলেন, ‘ব্যবসায়ীরা নিজে থেকেই দোকান ভেঙে ফেললে রাস্তার কাজে সুবিধা।’

## বিধায়কের দাবি

**মাদারিহাট, ২৩ মার্চ :** গত শুক্রবার শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত মাইল ১৩/১০৫ পার্টে একটি সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের জঙ্গলের ভেতর থেকে পাওয়া গিয়েছিল শুক্রা ওরাওঁয়ের দেহ। পরিবারের দাবি, হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে শুক্রার। রবিবার শুক্রার বাড়িতে যান ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন। সেখানে গিয়ে ওই মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি তোলেন দীপক।

যদিও সেই মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসার পর বন দপ্তরের কর্তাদের যা বক্তব্য, তাতে ক্ষতিপূরণের কথা ওঠেনি। বরং বন দপ্তরের আধিকারিকরা সেই ঘটনা ঘিরে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন। বৃদ্ধের গতিবিধি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বন দপ্তর। রবিবার ওই বাড়িতে গিয়ে দীপক দাবি করেন, শুক্রা বুধবার বিকেলে বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার সময় হাতির আক্রমণে মারা গিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বনমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন ওই পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হোক এবং ক্ষতিপূরণের পুরো পাঁচ লক্ষ টাকা শোকার্ত পরিবারটিকে দ্রুত দিতে হবে।’ এদিন বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ তুলে দীপক আরও বলেন, ‘ক্ষতিপূরণের টাকা এবং চাকরি দেওয়া নিয়ে বন দপ্তর নানারকম টালবাহানা করছে। অথচ ওই জঙ্গলের ভেতর হাতির প্রচুর পায়ের ছাপ রয়েছে।’ অপরদিকে মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পেলে তাঁরা কিছুই বলতে পারছেন না।

## শক্তি-স্মরণে

**শামুকতলা, ২৩ মার্চ :** আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা সিধো-কানহো মহাবিদ্যালয় এবং কলকাতার একটি সংগঠনের উদ্যোগে বাংলা ভাষার প্রখ্যাত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস পালন করা হল রবিবার। কলেজের আমলকীর গাছের ছায়ায় সেই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কবির স্মরণে এদিন কলেজ চত্বর এবং কলেজ সংলগ্ন গ্রামগুলিতে প্রায় ১০০টি গাছের চারা রোপণ করা হয়। সেইসঙ্গে কবিস্মরণে গান, কবিতা, আলোচনা সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন শক্তির কবিতা পাঠ করা হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, ‘বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম কবি, ঔপন্যাসিক, লেখক ও অনুবাদক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে কবির স্মরণে আমরা বৃক্ষরোপণ এবং মনোজ্ঞ সাহিত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম।’

# শ্রমিকদের সমস্যা শুনতে ‘খেলব মাইয়া’

**সমীর দাস**

**কালচিনি, ২৩ মার্চ :** চা বাগানের সহজ-সরল শ্রমিকরা নিজেদের সমস্যার কথা খুলে বলতে ইতস্তত বোধ করেন। ফলে অনেক সমস্যার কথা প্রশাসনের কাছে পৌঁছায় না। সেজন্য আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের তরফে গত বছর চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশে ‘খেলব মাইয়া’ কর্মসূচি শুরু হয়। চলতি বছরে জেলার মাঝেরডাবরি চা বাগানে ওই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। রবিবার কালচিনি ব্লকের প্রত্যন্ত সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে ওই কর্মসূচি হয়। এদিন সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সহ কালচিনি ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সহজ কয়েকটি খেলার মাধ্যমে জেলা শাসক শ্রমিকদের কাছে তাঁদের সমস্যার বিষয়ে জানতে চান। শ্রমিকরা নিজেদের সমস্যার কথা জেলা শাসকের সামনে তুলে ধরেন। জেলা শাসকের কথায়, ‘চা বাগানের শ্রমিকরা যাতে সরাসরি জেলা প্রশাসনকে নিজেদের সমস্যার বিষয়ে মন খুলে বলতে পারেন সেজন্য এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তাঁদের কাজের ব্যাঘাত যাতে না হয় সেজন্য ছুটির দিনে কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’

> চা বাগানের শ্রমিকরা যাতে সরাসরি জেলা প্রশাসনকে নিজেদের সমস্যার বিষয়ে মন খুলে বলতে পারে সেজন্য এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তাঁদের কাজের ব্যাঘাত যাতে না হয় সেজন্য ছুটির দিনে কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
>
> **আর বিমলা** *জেলা শাসক*

সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানের সবচেয়ে বড় সমস্যা পানীয় জল। প্রশাসনের তরফে সেখানে গভীর নলকূপ বসানোর কাজ আগে করা হয়েছিল। তবে এই বাগানে মাটির অনেক নীচে জলস্তর থাকায় টিউবওয়েল বসিয়েও জলসমস্যার সমাধান হয়নি। এদিন কয়েকজন মহিলা শ্রমিক বাগানের রাস্তাঘাটের বেহাল দশার অভিযোগ তুলে ধরেন। জেলা শাসক আর বিমলা তাঁদের জানান, ওই বাগানে পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। রাস্তা দ্রুত সংস্কারে পদক্ষেপ করা হবে। এছাড়া প্রতিটি দপ্তরের আধিকারিকদের তিনি চটজলদি সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন। সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানের শ্রমিক গীতা লামার কথায়, ‘আমাদের বাগানের বেশ কয়েকটি সমস্যার কথা জেলা শাসককে খুলে বলেছি। তাঁর আশ্বাসে আমরা খুশি।’

সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে ‘খেলব মাইয়া’ কর্মসূচি। রবিবার।

এদিন ওই চা বাগানে একটি নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়। বেশ কয়েকজন মহিলা শ্রমিককে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিলি করা হয়। জেলার প্রতিটি চা বাগানে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে জেলা শাসক কথা বলেন। রূপশ্রী, কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্পগুলির সুবিধা শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা পাচ্ছেন কি না তার খোঁজ নেন। জেলা শাসক জানিয়েছেন, ওই এলাকা থেকে কিছুটা দূরে বনছায়াবস্তিতে গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়াবস্তির বাসিন্দাদের রাজ্য সরকারের তরফে কয়েক বছর আগে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে জেলা পরিষদের তরফে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। সৌরবাতি বসানো হয়েছে। এছাড়া উন্নয়নের জন্য এক কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

# ল্যাজেগোবরে বিজেপি

## আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে আন্দোলন

অভিজিৎ ঘোষ

**আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ :** পরিকল্পনা হয়, রূপরেখা ঠিক হয়। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা তৈরি হয়। বিভিন্ন সময় আন্দোলন করতে গিয়ে এই সমস্যার মুখে পড়েছে বিজেপি। রবিবারও তেমনই দৃশ্য দেখা গেল আলিপুরদুয়ারে। জেলা হাসপাতালে আন্দোলন করতে এসে গেরুয়া শিবিরের নেতাদের বাধা হয়ে দাঁড়াল পরিকল্পনার সমস্যা ও সাংগঠনিক দুর্বলতা।

জেলা হাসপাতালের অব্যবস্থাকে ইস্যু করে আন্দোলন করতে আজকাল বেজায় 'আগ্রহী' বিরোধীরা। কখনও কংগ্রেস, কখনও বামেরা আন্দোলনে নামছে। বিজেপিও সেই পথেই হেঁটেছে। আগে থেকেই জানানো হয়েছিল, রবিবার বিজেপির এই আন্দোলনে জেলার প্রত্যেক বিধায়ক থাকবেন। তবে শেষপর্যন্ত শহরের বুকে ওই আন্দোলনে শহরের নেতাদের কয়েকজনের মুখ দেখা গেল। আর দেখা গেল দুজন বিধায়ককে। সব মিলিয়ে শ-খানেক লোকও ছিল না এদিনের কর্মসূচিতে।

দলের অন্দরেই এই নিয়ে চর্চা চলছে। জেলায় রাজনৈতিক জমি হারাতে হারাতে একেবারে কোণঠাসা কংগ্রেসও কয়েকদিন আগেই জেলা হাসপাতালে আন্দোলনে নেমেছিল। তাদের কর্মসূচিতেও যা ভিড় হয়েছিল, এদিন বিজেপির আন্দোলনে প্রায় ততটাই ভিড় হয়েছে। বলছেন স্থানীয়রাই। অথচ জেলায় বিজেপির ৩ জন বিধায়কের পাশাপাশি একজন সাংসদও রয়েছেন। তা সত্ত্বেও সংগঠনের এমন দশা কেন? আগে থেকে ঘোষণা করা কর্মসূচিতেও লোক আসছে না কেন?

এদিন বিজেপির যুব মোর্চার ডাকে জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আন্দোলনে নামেন নেতারা। আলিপুরদুয়ার শহরের চৌপথি এলাকা থেকে মিছিল করে তাঁরা হাসপাতালে যান। রাস্তায় স্লোগান দিলেও হাসপাতালের ভিতরে এসে স্লোগান দিতে দেখা যায়নি তাঁদের। হাসপাতালে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভের পর ৭ দফা দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেন। বিজেপি আন্দোলন করতে এলেও জেলা হাসপাতালের সুপারের দেখা পায়নি। রবিবার তো সুপারের অফিস বন্ধ থাকে। হাসপাতালে দাঁড়িয়েই বিজেপির নেতারা প্রশ্ন করতে থাকেন, কেন এমন ছুটির দিনে এই কর্মসূচি নেওয়া হল। যদিও আয়োজরা দাবি করেন, রবিবার হাসপাতালের আউটডোর বন্ধ থাকে। সেজন্যই এদিন এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। অন্যদিন কর্মসূচি নিলে রোগীদের সমস্যা হতে পারত।

*বিজেপির যুব মোর্চার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল অভিযান। রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

**ব্যাকফুটে**

- কর্মসূচিতে ভিড় ছিল না বললেই চলে
- ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন আসেননি
- সুপারের অফিস বন্ধ থাকায় দেখা হয়নি
- পরে ফের আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন নেতারা

> হাসপাতালের বিভিন্ন দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা নিয়ে আমাদের আগেই আন্দোলন করার কথা ছিল। তবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সেটা পিছিয়ে যায়। একদিনের নোটিশে এই আন্দোলন হয়েছে। পরে আমরা আবার বড় আকারে আন্দোলন করব।
>
> **রূপন দাস** জেলা সভাপতি, বিজেপির যুব মোর্চা

এদিন আন্দোলনের মাঝে হাসপাতালের জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ পরিদর্শন করেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ এবং কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। এছাড়া বিজেপির যুব মোর্চার এই কর্মসূচিতে ছিলেন জেলা বিজেপির দুই সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস, শুভজিৎ ধরও। তবে ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনেরও থাকার কথা থাকলেও তিনি আসেননি অন্য কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকায়।

বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রূপন দাস বলেন, 'হাসপাতালের বিভিন্ন দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা নিয়ে আমাদের আগেই আন্দোলন করার কথা ছিল। তবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সেটা পিছিয়ে যায়। একদিনের নোটিশে এই আন্দোলন হয়েছে। পরে আমরা আবার বড় আকারে আন্দোলন করব।'

হাসপাতালের অবস্থার জন্য রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল নেতাদের দায়ী করেন বিধায়ক মনোজ। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল নেতারা জেলা হাসপাতালকে ভাগাড়ে পরিণত করেছে। এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা ভালো নেই, অপারেশন থিয়েটার থেকে যন্ত্র চুরি হয়ে যায়। তাহলে ভাবতে হবে আমরা কোন জায়গায় বাস করছি!' অন্যদিকে, জেলা হাসপাতালের অব্যবস্থার এই ইস্যু আগামী বিধানসভায় বড় ইস্যু হবে বলে দাবি করেছেন বিধায়ক বিশাল লামা।

তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী পালটা আক্রমণ করে বলেন, 'হাসপাতালের কিছু সমস্যা রয়েছে। সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা চলছে। তবে বিজেপি এটা নিয়ে রাজনীতি করছে।'

## মহাসড়কে ফের দুর্ঘটনা, আহত ৩

# যান নিয়ন্ত্রণে হিমসিম অবস্থা প্রশাসনের

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

**বীরপাড়া, ২৩ মার্চ :** মাদারিহাট ও বীরপাড়া থানা এলাকায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে প্রায়ই দুর্ঘটনায় পড়ছে টোটো। হতাহতের ঘটনাও ঘটছে। তবুও লাগাম নেই টোটোয়। রবিবার দুপুরবেলা বীরপাড়ার অদূরে ডিমডিমা ফাতেমা হিন্দি হাইস্কুল মোড়ে ছোট রাস্তা থেকে হাইওয়েতে উঠছিল একটি বাইক। হাইওয়ে ধরে বীরপাড়ার দিকে যাচ্ছিল একটি টোটো। বাইকটির সঙ্গে সংঘর্ষে উলটে যায় টোটোটি। আহত হন আশরাফুল মিয়াঁ, সালমা খাতুন ও গুলবদন খাতুন নামে টোটোর ৩ যাত্রী। আশরাফুলকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বাকি দুজন বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মহাসড়কে মাদারিহাট, বীরপাড়া ও ফালাকাটা থানা এলাকায় এখন টোটোর অবাধ বিচরণ। দুর্ঘটনায় প্রাণও যাচ্ছে বারবার। ২০২৪ সালের ৪ অক্টোবর রাতে হলংয়ে মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় আহত হন বীরপাড়ার টোটোচালক লালবাহাদুর মাহাতো। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। ২০২৩ সালের ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় রাঙ্গালিবাজনায় টোটোর ধাক্কায় গুরুতর আহত এক বৃদ্ধ ৩১ অক্টোবর মারা যান। গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর মাসেও এথেলবাড়িতে একটি ছোট গাড়ির ধাক্কায় টোটোর ছাদ উড়ে যায়। চালকের মাথা ফেটে যায়। রবিবার ফের দুর্ঘটনায় পড়ল টোটো। এরপরও হাইওয়েতে টোটোয় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উদাসীন পুলিশ।

বীরপাড়া টোটোকর্মী সংঘের সম্পাদক শম্ভু বাসফোর বলেন, 'বীরপাড়ায় প্রায় দেড় হাজারেরও বেশি টোটো চলে। অথচ এগুলির মধ্যে বড়জোর ৫০০টি বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত। চার বছরে পথে নামা টোটোগুলি আমাদের সংগঠনে নেই।'

পুলিশও মেনে নিয়েছে, মহাসড়কে টোটো চলাচল বিধিবিরুদ্ধ। কারণ, টোটো কোনও অটোমোবাইল সংস্থা স্বীকৃত যান নয়। চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে না। টোটোর বিমাও হয় না। ফলে টোটোর ধাক্কায় কারও মৃত্যু হলে মৃতের পরিবার আর্থিক ক্ষতিপূরণও পাবে না। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'নিয়মিত সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি চলছে। টোটোচালকদের সতর্ক করা হচ্ছে। পণ্য পরিবহণ করলে টোটো আটকও করা হচ্ছে।' এদিকে, টোটোয় পণ্য পরিবহণ করার ফলে সংকটে পড়ছেন ছোট গাড়ির চালক।

*বাড়ছে দুর্ঘটনা ।। ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। রবিবার সকালে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে নেমে যায় লোহার রডবোঝাই একটি ট্রেলার। ছবি ও তথ্য : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন*

# আলু পরিবহণে রমরমা টোটোর

## চালকদের দৈনিক আয় ৪ হাজার টাকা

দামিনী সাহা

**আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ :** আলিপুরদুয়ার জেলায় এবার আলুর ব্যাপক ফলন হয়েছে। মাঠ থেকে আলু তোলার কাজ শেষের পথে। এখন সেটি সংরক্ষণের পালা। কৃষকরা তাঁদের পরিশ্রমের ফসল হিমঘরে পাঠাতে ব্যস্ত। আর এই পণ্য পরিবহণে যাত্রী পরিবহণের চেয়ে কয়েকগুণ রোজগার করছেন টোটোচালকরা।

বর্তমানে গ্রামের বহু ঘরেই দু-একটি করে টোটো থাকায় এটাই হয়ে উঠেছে আলু পরিবহণের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাহন। শিবু রায় নামে এক কৃষক বলেন, 'আগে ট্র্যাক্টর কিংবা পিকআপ ভ্যান ভাড়া করে আলু পাঠাতাম, কিন্তু তাতে খরচ অনেক বেশি পড়ত। তাছাড়া বস্তা তোলা ও নামানোর ঝামেলাও ছিল। এখন টোটোতে আলু পাঠাচ্ছি। এতে খরচ, ঝামেলা কমেছে, সময়ও বাঁচছে। স্থানীয় কারও না কারও টোটো পাওয়া যাচ্ছে। বড় গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে না।'

আলুচাষিরা জানাচ্ছেন, গত বছর পর্যন্তও তাঁরা ট্রাক, ট্র্যাক্টর, পিকআপ ভ্যানে করে হিমঘরে আলু পাঠিয়েছেন। এবছর থেকেই টোটোর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। কারণ, এটির সহজলভ্যতা এবং কম ভাড়া। তাছাড়া ছোট রাস্তা বা গ্রামের কাঁচা পথ দিয়েও টোটো অনায়াসে চলতে পারে। যেখানে বড় গাড়ির অসুবিধা হয়। টোটোচালকরাও নির্দ্বিধায় আলু পরিবহণে সম্মত হচ্ছেন বেশি মুনাফার আশায়।

তপসিখাতার বাসিন্দা

> আগে ট্র্যাক্টর কিংবা পিকআপ ভ্যান ভাড়া করে আলু পাঠাতাম, কিন্তু তাতে খরচ অনেক বেশি পড়ত। তাছাড়া বস্তা তোলা ও নামানোর ঝামেলাও ছিল। এখন টোটোতে আলু পাঠাচ্ছি। এতে খরচ, ঝামেলা কমেছে, সময়ও বাঁচছে। স্থানীয় কারও না কারও টোটো পাওয়া যাচ্ছে। বড় গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে না।
>
> - **শিবু রায়**, কৃষক

টোটোচালক জয়দীপ বর্মন বলেন, 'অন্যান্য সময় শহরে টোটো চালিয়ে দিনে ১০০০-১৫০০ টাকা আয় হত। এখন আলুর বস্তা হিমঘরে নিয়ে যাই। এতে দিনে ৩৫০০-৪০০০ টাকা পর্যন্ত আয় হচ্ছে।'

আরেক টোটোচালক অসিত রায়ের মন্তব্য, 'প্রতি বস্তায় ৪০ টাকা করে পরিবহণ খরচ পড়ে। একবারে ১৫-২০ বস্তা আলু নেওয়া সম্ভব হয়। দিনে চার-পাঁচবার হিমঘরে আলু পৌঁছে দেওয়া যায়। ফলে দৈনিক ৩০০০ থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত রোজগার হচ্ছে, যা আগের তুলনায় দ্বিগুণ, তিনগুণ বেশি।'

অন্যদিকে, এই আলু পরিবহণের কাজে 'ব্যস্ত' হয়ে পড়ায় আলিপুরদুয়ার শহরের রাস্তা থেকে টোটোর সংখ্যা অনেকটাই কমেছে বলে জানালেন জেলা টোটো ইউনিয়নের আহ্বায়ক সুশান্ত হালদার। তিনি বলেন, 'সাধারণত প্রতিদিন শহরের রাস্তায় ১ হাজারের মতো টোটো চলে। কিন্তু আলু তোলার এই সময়ে সেই সংখ্যা বেশ খানিকটা কমেছে। এখন গড়ে ৭০০-৮০০ টোটো শহরে চলাচল করছে। বিশেষ করে তপসিখাতা, সোনাপুর ও আশপাশের গ্রামাঞ্চলে টোটো দিয়ে আলু পরিবহণের প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে।' এ বছর আলুর মরশুম যেমন কৃষকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে, তেমনই গ্রামের টোটোচালকদের সুযোগ দিয়েছে বেশি আয়ের। এমন প্রবণতা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে টোটোর ব্যবহার আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

# অল্প বৃষ্টিতে হাঁটুজল, বেহাল হাট নিয়ে ক্ষোভ

সমীর দাস

**হাসিমারা, ২৩ মার্চ :** অল্প বৃষ্টিতেই হাঁটুজল জমে শতাব্দীপ্রাচীন নিউ হাসিমারার সাপ্তাহিক হাটে। শনিবার রাতে সামান্য বৃষ্টি হয়। আর তাতেই রবিবার হাটের মূল প্রবেশপথে প্রায় হাঁটুসমান জল জমে গিয়েছে। হাটের অনেক জায়গাতেও জল জমে থাকতে দেখা যায় রবিবার দুপুর পর্যন্ত। বেহাল হাটের সংস্কারের দাবিতে রবিবার সকাল থেকে হাটের কয়েকজন বিক্রেতা পসরা না সাজিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। বিক্রেতাদের অভিযোগ, হাটের নিকাশি ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। হাটে শৌচাগার পর্যন্ত নেই। দ্রুত হাট সংস্কার না করা হলে বিক্রেতারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ারের বিক্রেতা সুরেশ দাসের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে হাটে দোকান বসাই। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে হাটটি বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। বৃষ্টি হলেই দোকানের সামনে জল জমে যায়। সেজন্য শনিবার বৃষ্টিতে রবিবার আমরা দোকান বসাতে পারিনি।' একই অভিযোগ, আরেক ব্যবসায়ী নন্দদুলাল সাহারও। তাঁর বক্তব্য, 'নিকাশিনালায় আবর্জনা জমে থাকায় জল বের হতে পারছে না।'

ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শংকরী ঘোষ মজুমদার। তিনি ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দেন বিষয়টি দ্রুত কালচিনি ব্লক প্রশাসনকে ও কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতিকে জানাবেন।

কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাধো লোহার বলেন, 'বছর শেষের হিসেবনিকেশের কাজ চলছে। তাই এপ্রিল মাসের শুরুতে বিডিও ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষকে নিয়ে নিউ হাসিমারা হাট পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

**বাড়ছে ক্ষোভ**

- হাসিমারা বায়ুসেনা থেকে শুরু করে হাসিমারার কয়েক হাজার বাসিন্দা হাটটির ওপর নির্ভরশীল
- আলিপুরদুয়ার, মাদারিহাট,ফালাকাটা সহ বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৬০০ বিক্রেতা হাটে দোকান বসান
- শনিবার রাতে সামান্য বৃষ্টিতে রবিবার হাটের মূল প্রবেশপথে প্রায় হাঁটুসমান জল জমে গিয়েছে
- হাটের নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল, শৌচাগার না থাকায় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই সমস্যা হচ্ছে

নিউ হাসিমারা হাটে সাতালি, বিচ, ভানোবাড়ি, সুভাষিণী চা বাগান সহ কয়েকটি চা বাগানের শ্রমিক সাপ্তাহিক বাজার করেন। হাসিমারা বায়ুসেনা থেকে শুরু হাসিমারার কয়েক হাজার বাসিন্দা হাটটির ওপর নির্ভরশীল। হাটে আলিপুরদুয়ার, মাদারিহাট, ফালাকাটা সহ বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৬০০ বিক্রেতা দোকান বসান।

ব্যবসায়ী অলোক বিশ্বাসের অভিযোগ, 'হাটে একটা শৌচাগার পর্যন্ত নেই। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই সমস্যা হচ্ছে। শৌচকর্ম করতে দোকান ছেড়ে চা বাগানে ছুটতে হয়।' এদিন বিচ চা বাগান থেকে বাজার করতে আসা মহম্মদ জুলফানও হাটের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

যদিও পঞ্চায়েত সমিতির তরফে জানানো হয়েছে, হাটে শৌচাগার তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিছুটা কাজও হয়েছে। তবে স্থানীয়দের একাংশের বাধায় কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।হাট ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি কৈলাস শা বললেন, 'বহুবার অভিযোগ জানানোর পরেও প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দ্রুত হাট সংস্কার না করা হলে ইজারাদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেব।'

হাটটির ইজারাদার ইন্দ্রবাহাদুর ছেত্রী বলছেন, 'জল জমায় অনেকে দোকান বসাতে পারছেন না। তাঁদের কাছ থেকে খাজনা চাইব কোন মুখে। কিন্তু খাজনা আদায় না হলে আমাদের আর্থিক ক্ষতি হবে।'

# শিবির

**ফালাকাটা, ২৩ মার্চ :** স্মাইল এবং ফালাকাটা প্রয়াস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় রবিবার ঠোঁট ও তালু কাটা রোগীদের অপারেশনের জন্য একটি শিবির অনুষ্ঠিত হল। ফালাকাটা সুভাষপল্লির একটি বেসরকারি স্কুলে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১২ জন রোগী এদিন শিবিরে আসেন। ৮ জনকে বিনামূল্যে অপারেশনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

# পরিদর্শন

**শালকুমারহাট, ২৩ মার্চ :** শালকুমারহাটের সিধাবাড়িতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থবরাদ্দে তিন কিমি পেভার্স ব্লকের রাস্তার কাজ চলছে। রবিবার সেই কাজ পরিদর্শন করেন প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। সৌরভ বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে বারবার আবেদন করাতেই এই রাস্তার কাজ শুরু হয়। তাই এদিন কাজ দেখার পাশাপাশি এলাকাবাসীর সঙ্গেও কথা বলি।'

*একরাশ মুগ্ধতা।। জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন হীরক চক্রবর্তী।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে মোদকপাড়ায় পুলিশ

রাজু সাহা

**শামুকতলা, ২৩ মার্চ :** আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চেপানি মোদকপাড়া গ্রামে পরপর খড়ের গাদায় আগুন লাগায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ পাওয়ার পর রবিবার ওই গ্রামে যান শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় এবং শামুকতলা রোড বাড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব। তাঁরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং প্রতি রাতেই পুলিশের টহলদারির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে।

অভিযোগ, গত দুই মাসে ওই গ্রামে ৯টি বাড়িতে খড়ের গাদায় আগুন লেগেছে। এরপরে গ্রামবাসীরা রাতপাহারা শুরু করেন। তা সত্ত্বেও গত ১৯ মার্চ ওই গ্রামে সাধন ওরাওঁ নামে এক গ্রামবাসীর খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সাধনের রান্নাঘর, দুটি গোরু, দুটি ছাগল, একটি সাইকেল সহ অনেক কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এরপর গ্রামবাসীরা শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে ১৯ তারিখের পর আর কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। তবুও আতঙ্ক কমেনি সেই গ্রামে।

গত শনিবার ওই গ্রামে গিয়েছিলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। তিনি দ্রুত এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার এবং গ্রামে পুলিশি টহলের দাবি তুলেছিলেন।

ওই গ্রামের বাসিন্দা হেমেন্দ্র মোদক বলেন, 'এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় দুষ্কৃতীরাই জড়িত। কিন্তু তারা এমনভাবে কাজ করছে যাতে কেউ বুঝতে না পারে।' কেন এভাবে পরপর খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে রীতিমতো ধন্দে পড়েছেন সেখানকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় রতিয়া ওরাওঁ বলেন, 'কীভাবে কারা কেন অগ্নিসংযোগ ঘটাচ্ছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। পুলিশ ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক।'

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ জানিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই গ্রামে নিয়মিত পুলিশ টহল দিচ্ছে। তিনি বলেন, 'গ্রামবাসীদের মধ্যে যাতে আতঙ্ক না ছড়ায়, সেজন্য আমরা এদিন গ্রামবাসীদের নিয়ে বৈঠক করে তাঁদের সচেতন করেছি।'

## টুকরো খবর

### কমিটি গঠন

**সোনাপুর, ২৩ মার্চ :** জঙ্গল সুরক্ষিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি। বন দপ্তর বিভিন্ন রেঞ্জের অধীনে এই কমিটিগুলো তৈরি করে। রবিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা রেঞ্জ অফিসে ওই গ্রামের ২০ বাসিন্দাকে নিয়ে পাতলাখাওয়া পশ্চিম শিমলাবাড়ি পাতলাখাওয়া জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি তৈরি হল। উপস্থিত ছিলেন চিলাপাতার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ্ত ঘোষ, আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ ভোলানাথ রায়।

### চোখ পরীক্ষা

**শালকুমারহাট, ২৩ মার্চ :** কোচবিহার মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাবের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার লায়ন্স আই হাসপাতালের সহযোগিতায় রবিবার বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা শিবির হয় জলদাপাড়ায়। শিবিরে ১৩০ এলাকাবাসীর চোখ পরীক্ষা করা হয় বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। এদিন জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জ অফিসে শিবিরটি হয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজিৎ বিশোই উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'এই শিবিরে আমরাও সবরকমভাবে সহযোগিতা করি।'

### বুনোর আতঙ্ক

**পলাশবাড়ি, ২৩ মার্চ :** আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়াপুল এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল। রবিবার এলাকায় চাষের জমিতে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখেন স্থানীয়রা। তারপর খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরকে। জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের বনকর্মীরা এলাকায় যান। সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী বলেন, 'এলাকার আশপাশে নজরদারি জারি থাকবে বনকর্মীদের।'

### রহস্যমৃত্যু

**কুমারগ্রাম, ২৩ মার্চ :** আচমকা গাছ থেকে মাটিতে পড়ে যান সমীর খড়িয়া (৪৬)। গুরুতর জখম ওই ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য নিউল্যান্ডস চা বাগান থেকে দ্রুত কুমারগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশে খবর দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য দেহ জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে কামাখ্যাগুড়ি থানার পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# তরুণদের মাঠমুখো করার বার্তা পশু চিকিৎসকদের

## দুই জেলায় প্রথম উদ্যোগ

সুভাষ বর্মন

**ফালাকাটা, ২৩ মার্চ :** ঘুম থেকে উঠেই গোরু বা ছাগলের চিকিৎসায় ছোটেন ফালাকাটার বছর পঁয়তাল্লিশের বিমলকুমার বর্মন, সলসলাবাড়ির অমিয়প্রসাদ ধর-রা। কিন্তু রবিবারের দিনটি কাটল অন্যভাবে। তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ খেলাধুলোর প্রতি উদাসীন। তরুণরা খেলায় শামিল হোক। এমন বার্তা দিতেই এদিন শিশাগোড়ে ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের প্রাণীসম্পদ শাখার আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটি।

আলিপুরদুয়ার জেলার পশু চিকিৎসকদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেন কোচবিহার জেলার পশু চিকিৎসকরা। দুই জেলা মিলে এরকম উদ্যোগ এটাই প্রথম। এলাকার মানুষ ও অতিথিদের দুশো ফলমূলের চারাও বিলি করা হয়। শেষে হয় বসন্ত উৎসব। তবে পশু চিকিৎসকরা কেউই খেলোয়াড় নন। তবু খেলা দেখতে ভিড় হয় মাঠে।

প্রাণীসম্পদ শাখার আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি অমিত দেবের কথায়, 'কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাই খেলাধুলোর চর্চা বাড়াতেই এই উদ্যোগ।'

রবিবার শিশাগোড়ের চরতোর্ষা রাজ্য পরিকল্পিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সকাল থেকেই সাজোসাজো রব। কারণ, পশু চিকিৎসকদের ক্রিকেট ম্যাচ ও বসন্ত উৎসবের প্রচার কয়েকদিন থেকেই চলছিল। তাই খেলা দেখতে ভিড় করেন আট থেকে আশি, সবাই। ষাটোর্ধ্ব সুজিত সরকারের কথায়, 'চিকিৎসকদের খেলা দেখে ভালোই লাগে। এখানে বসন্ত উৎসবও ভালো হয়।' এরকম উদ্যোগ আগে কখনও দেখেননি বলে দীপক তরফদার, রণজিৎ সরকার, বাপ্পা সরকারদের মতো বাসিন্দারা জানান।

*পশু চিকিৎসকদের মাঠে ক্রিকেট খেলা। রবিবার শিশাগোড়ে।*

তবে নিয়মিত কোনও অনুশীলন নেই। কেউ ছোটবেলায় হয়তো খেলেছেন। কুড়ি-পঁচিশ বছর পর এদিন মাঠে ব্যাট হাতে নামেন। ফালাকাটা বিডিও অফিসের প্রাণীসম্পদ বিভাগে পশু চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত বিমলকুমার বর্মন আলিপুরদুয়ার জেলা দলের অধিনায়ক হন। তিনি মাঠে নেমে তিনটি বল খেলেন। একটি ছক্কা ও চার মেরেই মাঠ থেকে বিদায় নেন।

বিমলের কথায়, 'সেই ছোটবেলায় খেলেছি। মাঝে দীর্ঘদিন মাঠমুখী হতে পারিনি। ভালো খেলতে না পারলেও এদিন মাঠে নেমে সেই অতীতের কথাই মনে পড়েছিল।'

আবার পলাশবাড়িতে কর্মরত আরেক পশু চিকিৎসক অমল মাঝির বক্তব্য, 'আমি ২৫ রান করি। ছোটবেলায় মাঠমুখী ছিলাম। নিয়মিত খেলতাম। পরে কর্মজীবনের ব্যস্ততায় খেলতে পারিনি। তবু এদিন মাঠ কাঁপিয়েছি।' সলসলাবাড়িতে কর্মরত অমিয়প্রসাদ ধরও একই কথা বলেন।

এদিন অবশ্য প্রথমে ব্যাট করে কোচবিহার দল। ১৪ ওভারের খেলা। আট উইকেটে কোচবিহার ২১০ রান করে। পরে আলিপুরদুয়ার জেলার টিম একই ওভারে ১৯০ রান করে। চ্যাম্পিয়ন হয় কোচবিহার। কোচবিহার জেলার পশু চিকিৎসক সত্যজিৎ রায় সিনহা, অতনু দে-রা জানান, এদিন মাঠে নেমে ছোটবেলার কথাই বারবার মনে পড়ে। এই খেলার পরেই মাঠে শুরু হয় বসন্ত উৎসব। সেখানে পশু চিকিৎসকদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারাও শামিল হন।

### জল স্বাভাবিক

টানা চারদিন পর রবিবার বিকালে উত্তর হাওড়ায় পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হল। এদিনই পাইপলাইন জোড়ার কাজ হয়।

### ধৃত ২

ঋণের টাকা শোধ করতে না পারায় এক ব্যক্তিকে কিডনি বিক্রির প্ররোচনার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল অশোকনগর থানার পুলিশ।

### তাপমাত্রা কমল

শুক্র ও শনিবার বৃষ্টির পর রবিবার সকাল থেকেই শীতের অনুভূতি পেলেন কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গবাসী। তাপমাত্রা একধাক্কায় নেমেছে ৯ ডিগ্রি।

### কোহলির ফ্যান

ইডেনে খেলা দেখতে এসে গ্রেপ্তার হন বর্ধমানের ঋতুপর্ণ পাখিরা। নিজেকে কোহলির ফ্যান বলে অকপটে স্বীকার করতেই বিচারক জানালেন, ভবিষ্যতে তাঁর মতো হওয়ার চেষ্টা করতে।

## আজ তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক

**কলকাতা, ২৩ মার্চ :** বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বুধ ও বৃহস্পতিবার দলের সব বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে হুইপ জারি করেছিলেন তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। কিন্তু এই দু'দিন ধরে প্রায় ৫০ জন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতির ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের অনুপস্থিতির কারণ জানতে তিনি পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নির্দেশ দেন। সেই মতো প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন শোভনদেববাবু। এরপরই তাঁদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সোমবার দলের বিধানসভার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি বৈঠকে বসছে। বৈঠকে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত থাকবেন। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে তাঁদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ করা না হলেও চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দেওয়া হবে। অনুপস্থিত থাকা বিধায়কদের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাওয়া অনিশ্চিত বলেও মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা তাঁদের দিয়ে দেবেন শোভনদেববাবুরা।

শোভনদেববাবু বলেন, 'বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন বিধায়কদের উপস্থিত থাকতে বারবার সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তা সত্ত্বেও অনেক বিধায়কের উপস্থিতির হার অত্যন্ত খারাপ। তাই তাঁদের সতর্ক করা হবে। যেসব বিধায়ক অধ্যক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ছুটি নিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অবশ্য কোনও পদক্ষেপ হবে না।' তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা আক্রমণের ঝাঁঝ যেভাবে বাড়াচ্ছেন তাতে সব বিধায়কের উপস্থিত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিধানসভার আগামী বাদল অধিবেশনে বিজেপি বিধায়করা আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়াবেন। তাই বাদল অধিবেশনে শাসকদলের বিধায়করা যাতে উপস্থিত থেকে ওই আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারেন তাই চাইছে দল।

## আদালতের দ্বারস্থ মেয়ে

**কলকাতা, ২৩ মার্চ :** নবতিপর মাকে দেখতে চান মেয়ে। দু'বছর পেরিয়েছে, অথচ মাকে দেখতে দেননি মুর্শিদাবাদের রহড়া থানা এলাকার বাসিন্দা তাঁর বড় দিদি। তাই পুলিশি সহযোগিতায় মাকে দেখার আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ছোট মেয়ে। আবেদনকারীর অভিযোগ, ২০২৩ সাল থেকে মাকে আটকে রেখেছেন তাঁর দিদি ও দিদির পরিবার। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, আবেদনকারী পুলিশের সহযোগিতায় মাকে দেখতে পারবেন। পুলিশ সেই ব্যবস্থা করে দেবে। তবে তার আগে বৃদ্ধার সম্মতির প্রয়োজন।

*জমজমাট ইদের বাজার। রবিবার নাখোদা মসজিদের সামনে। ছবি : আবির চৌধুরী*

### প্রথা ভাঙছে সিপিএম, ডিপিতে উধাও লাল

# নীল আকাশে হলুদ কাস্তে হাতুড়ি

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ২৩ মার্চ :** চিরাচরিত প্রথা ভাঙছে সিপিএম। লাল রং ও সিপিএমকে সমার্থক হিসেবে মনে করেন আমজনতা। কিন্তু সেই দলেরই সমাজমাধ্যমের ডিপি থেকে উধাও লাল রং। তার বদলে নীল-সাদা শরতের আকাশে জ্বলজ্বল করছে হলুদ রঙের কাস্তে-হাতুড়ি। আর এই বিষয়টি নিয়েই সমাজমাধ্যমে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। এমনকি কভার ফোটোতেও ২০ এপ্রিল ব্রিগেড কর্মসূচির বিষয়টি উল্লেখ রেখে নীল-সাদা রং ব্যবহার করা হয়েছে। বিরোধীরা কটাক্ষ করতেও ছাড়েনি। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় রং নীল-সাদা। মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের রং নীল-সাদাকে রাজ্য সরকার কার্যত এই রাজ্যের থিম রং করেছে। বিভিন্ন কর্মসূচিতে, সরকারি বাড়ি ও সম্পত্তিতে নীল-সাদা রং করা হয়। ফলে হঠাৎ করে আদর্শ ও নীতিগত দিক থেকে কঠোর সিপিএম রং বিন্যাসের ক্ষেত্রেও বদলের পথে হাঁটতে চলেছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শনিবার সন্ধের পর হঠাৎই বদলে যায় সিপিএমের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের ডিপি। কভার ফোটোতেও লাল রঙের চিহ্নমাত্র নেই। এর আগে যে কোনও ডিপিতেই লাল রঙের স্পর্শ থাকত। কিন্তু এবার ভোল বদলের ফলে চর্চা শুরু হয়েছে। সাত বছর আগে সিপিএমের ফেসবুক ডিপি ছিল লাল রংবিহীন। তখন একটি কাঠের আসবাবের ওপর কাস্তে ও হাতুড়ি ছবি ছিল। কিন্তু তাতে অন্য কোনও রং ছিল না। কিন্তু এবার যেন প্রথা ভেঙে সিপিএমের পদক্ষেপ। যা নিয়ে নেট মাধ্যমেও কটাক্ষের শিকার হয়েছে আলিমুদ্দিন। বিরূপ মন্তব্যে ভরে উঠেছে কমেন্ট বক্স। কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল নেতারাও। তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে প্রশ্ন করেছেন, 'নীল-সাদায় মিশে গেল সিপিএম, রূপমের গান ধার করে আজ নীল রঙে মিশে গেছে লাল। মহাশূন্যে ভাসমান সিপিএম আজ তার অফিশিয়াল ডিসপ্লে পিকচার রিলিজ করল।' তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও কটাক্ষ করে জানান, নীল রং আনলে কি রায়গঞ্জে, চণ্ডীতলায় জামানত জব্দ হবে না? সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'কোনও রং কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাই এটা নিয়ে কিছু বলার নেই।' সিপিএম ডিজিটালের দায়িত্বে থাকা এক প্রধান সদস্যের কথায়, 'নীল-সাদা রং কারও সম্পত্তি নয়। আসলে লাল রং মানে ধরে নেওয়া হত সিপিএমের রং। এই ধারণাটাই বদল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কোনও রং কোনও দলের একচ্ছত্র অধিকার নয়।' শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'রং পরিবর্তনের মাধ্যমে সিপিএম নিজেদের আসন সংখ্যারই প্রতিফলন দেখিয়েছে।' তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, দীর্ঘদিন ধরে প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করে চলার থেকে ব্যতিক্রমী পথে চলতে চাইছে সিপিএম। সম্প্রতি তাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ সেই ইঙ্গিতই দিয়েছে। বিশেষ করে দলের তরুণ সদস্য বা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ যাঁরা কঠোরভাবে দলীয় নিয়মকানুন মেনে চলার সপক্ষে নন, তাঁদের ধরে রাখাই মূল উদ্দেশ্য সিপিএমের।

**রং বদল**

- সাত বছর আগে সিপিএমের ফেসবুক ডিপি ছিল লাল রংবিহীন
- তখন একটি কাঠের আসবাবের ওপর কাস্তে ও হাতুড়ির ছবি ছিল, অন্য কোনও রং ছিল না
- শনিবার সন্ধের পর হঠাৎই বদলে যায় সিপিএমের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের ডিপি
- কভার ফোটোতেও লাল রংয়ের চিহ্নমাত্র নেই

# মেরুকরণেই জোর শুভেন্দুর

### হলদিয়ায় দলত্যাগী তাপসীকে হারানোর চ্যালেঞ্জ

**কলকাতা, ২৩ মার্চ :** '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ফের জিতলে এরাজ্য বাংলাদেশ-২ হবে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে হলদিয়ার সভা থেকে এদিন ফের হিন্দু ভোট মেরুকরণের সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডলকে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে হারানোর চ্যালেঞ্জ জানান তিনি।

তবে প্রার্থী হিসেবে তাপসীকে আলাদা করে কোনও গুরুত্ব দিতে চাননি তিনি। তা বোঝাতেই এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'ওঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় কোনও কার্যকর্তা বা ভূমিপুত্র বা ভূমিকন্যা হলেই যথেষ্ট। ওঁকে কাউন্সিলার নির্বাচনে হারিয়েছি। বিধানসভায় প্রার্থী করলে আবারও হারাব।' এই প্রসঙ্গেই স্থানীয় মানুষের সহানুভূতি উসকে দিতে কলকাতা ও জেলার সম্পর্কে তুলনা টেনে শুভেন্দু বলেন, 'কেন দক্ষিণ কলকাতার লোকেরা আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে? হলদিয়ায় কলকাতা রাজ না জেলা রাজ?' '২৪-এর লোকসভা ভোটে '২১-এর বিধানসভার ফলের চেয়েও এগিয়ে শুভেন্দুর জেলা। দুই লোকসভা আসন সহ ১৬টি বিধানসভার মধ্যে ১৫টিতেই এগিয়ে বিজেপি। সেই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে হলদিয়ার মঞ্চ থেকে '২৬-এর ভোটে রাজ্য থেকে তৃণমূলের সরকারকে উৎখাৎ করার জন্য ফের ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, '২৬-এ রিগিং করে ছাপ্পা দিয়ে মুসলিম ভোটকে এক করে আমাদের ভোট এদিক-ওদিক করে যদি কোনওভাবে তৃণমূল আবার জিততে পারে, তাহলে জেনে রাখবেন এরাজ্যও বাংলাদেশ-২ হবে।' আর সেই প্রশ্নেই শুভেন্দুর

> পিসি-ভাইপোকে উপড়ে ফেলতে হবে, এই কাজে পূর্ব মেদিনীপুর অনেক এগিয়ে গিয়েছে। বাকিটা ভোটের সময় পাঁচ শতাংশ অতিরিক্ত হিন্দু ভোট জোগাড় করতে পারলেই সম্ভব হবে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

দাবি, তৃণমূলকে উৎখাত করতে হলে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এদিন হলদিয়ার ক্ষুদিরাম স্কোয়ার থেকে নিউটাউন পর্যন্ত মিছিল করে হেঁটে আসেন শুভেন্দু। 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, ২৬-এ বিজেপিকে চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড এদিনও ছিল তাঁর মিছিলে। সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'পিসি-ভাইপোকে উপড়ে ফেলতে হবে, এই কাজে পূর্ব মেদিনীপুর অনেক এগিয়ে গিয়েছে। বাকিটা ভোটের সময় পাঁচ শতাংশ অতিরিক্ত হিন্দু ভোট জোগাড় করতে পারলেই সম্ভব হবে।' শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যের হিন্দু জনসংখ্যা যেভাবে কমছে, তাতে এখন আর টিকে থাকা নয়, অস্তিত্বের লড়াই। অথচ রাজ্যের সরকার একটি সম্প্রদায়কে তুষ্ট করতে হিন্দুদের ধর্মাচরণের অধিকারকে কেড়ে নিচ্ছে। শুভেন্দু বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, দিল্লি, প্রতিবেশী ওড়িশা যদি পারে তাহলে বাংলা পারবে না কেন?' আসন্ন রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে হিন্দুত্বের হাওয়া তুলতে এদিনও সভা থেকে সুর চড়িয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে, 'বাঁচতে যদি চাও, রাজনীতি দূরে সরাও', 'ঔরঙ্গজেবের চামড়া, গুটিয়ে দেব আমরা'-এর মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী স্লোগান।

## ভোটের লক্ষ্যে এখন থেকেই উদ্যোগী ফ্যাম

**কলকাতা, ২৩ মার্চ :** অন্যান্য বিধানসভা নির্বাচন থেকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করছে বিজেপি। এই অবস্থায় রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে তৃণমূলের সামাজিকমাধ্যমকে আরও সক্রিয় হতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিল 'হ্যাশট্যাগ ফ্যাম ফর টিএমসি'। রবিবার বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার কলতান ভবনে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বিজেপির আইটি সেল যেভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে পোস্ট করছে, তার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। বহু ক্ষেত্রে অন্য জায়গার ভিডিও এই রাজ্যের বলেও প্রচার করা হচ্ছে। ওই ফেক ভিডিও চিহ্নিত করে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের গত ১৪ বছরের উন্নয়নের ফিরিস্তিও তুলে ধরা হবে।

তৃণমূলের আলাদা আইটি সেল রয়েছে। কিন্তু এই সংগঠন পৃথকভাবে সামাজিকমাধ্যমে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে।

শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতায় 'অধিনায়ক অভিষেক' লেখা হলুদ রঙের পতাকায় ছেয়ে যায়। শনিবার মমতার ছবি দেওয়া 'সর্বাধিনায়িকা জয়তু' লেখা বড় বড় ব্যানার ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে টাঙানো হয়। এদিন বৈঠকের মঞ্চেও মমতার পাশাপাশি অভিষেকের ছবি দেওয়া ছিল। এই সংগঠন যে পৃথকভাবে তৃণমূলের সমর্থনে রাস্তায় নামছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

*আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থানের ১০০০ দিন। রবিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল*

# ইটের বদলে পাটকেল, বার্তা পদ্ম সভাপতির

### রামনবমী উপলক্ষ্যে অশান্তির আশঙ্কা

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২৩ মার্চ :** রামনবমীতে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সোদপুরের সভা থেকে এই অভিযোগ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রামনবমীর দিন আক্রান্ত হলে ইটের বদলে পাটকেল দেওয়ার নিদানও দিলেন তিনি। এদিন সুকান্ত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী রামনবমীতে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছেন। কেউ অশান্তি পাকাতে এলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। প্রয়োজনে ইটের বদলে পাটকেল দিতে হবে।'

সম্প্রতি পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েছেন সোমনাথ দে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, আরজি করের নিগৃহীতা 'অভয়ার' দেহ সঠিকভাবে ময়নাতদন্তের আগেই তড়িঘড়ি দাহ করে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত সোমনাথকে চেয়ারম্যান করার পরই আরজি কর ইস্যুকে স্থানীয় রাজনীতিতে আবার প্রাসঙ্গিকতা পেতে এদিন সোদপুরের ঘোলা মোড় থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল করেছে বিজেপি। মিছিলের শেষে অস্থায়ী সভামঞ্চ থেকে সুকান্ত বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে প্রকৃত সত্য যাতে বেরিয়ে না আসে, তার জন্য 'অভয়ার' বাবা-মায়ের থেকে কার্যত ছিনিয়ে নিয়ে তড়িঘড়ি মৃতদেহ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এই সোমনাথ। সবাই জানে সেই নির্দেশ কার ছিল। নিজেকে বাঁচাতেই সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চেয়ারম্যান করে সোমনাথকে তারই পুরস্কার দেওয়া হল।' সোমনাথের সঙ্গেই তথ্য লোপাট কাণ্ডে অভিযুক্ত পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ এবং সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়কে নিশানা করে এদিন সুকান্তর হুঁশিয়ারি, 'রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তিন মাসের মধ্যে এঁদের জেলে ভরব।'

আরজি কর কাণ্ডে সেভাবে দাঁত ফোটাতে পারেনি বিজেপি। আন্দোলনের রাশ ছিল বরাবরই সিপিএম তথা বামেদের হাতে। বিজেপির অভিযোগ, অভিযুক্ত সোমনাথকে চেয়ারম্যান করার পরও তা নিয়ে সেভাবে সুর চড়াতে দেখা যাচ্ছে না সিপিএমকে।

সিপিএমের এই ভূমিকাকে এদিন কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, 'এখানে বিজেপিকে হারিয়ে তৃণমূলের সৌগত রায়কে জেতাতে সাহায্য করেছে সিপিএম। সিপিএম হল ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুচতুরভাবে হিন্দু-মুসলিম ভোট ভাগ করে তারই সুযোগ নিচ্ছেন।' তাঁর মতে, হিন্দুরা ধর্মনিরপেক্ষ। তার জন্যই হিন্দুদের বারবার উদ্বাস্তু হতে হয়। বরাবরই হিন্দু ভোট বিভাজন করে তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য সিপিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিজেপি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোটের সেই বিভাজনকে রুখে দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করাই লক্ষ্য বিজেপির। রামনবমীকে কেন্দ্র করে সেই হিন্দু ভোট একজোট করার পরিকল্পনা নিয়েছে গেরুয়া শিবির। সোদপুরের মঞ্চ থেকে এদিন সেই বার্তাও দিয়েছেন সুকান্ত। রামনবমীর দিনে আইপিএল ম্যাচ কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে চলে যাওয়াকে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা হিসেবে দাবি করে এদিন সুকান্ত বলেন, 'গুয়াহাটিতে কি রামনবমী হবে না? সেখানকার সরকার যদি রামনবমীর দিনে ম্যাচ করতে পারেন, তাহলে কলকাতা পারবে না কেন? এজন্য অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীই দায়ী।'

যদিও তৃণমূলের মতে, রামনবমীতে মিছিল যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয়, তাই কলকাতায় আইপিএল ম্যাচের দিন বদলের দাবি জানিয়ে সরব হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষরা। এখন কলকাতা থেকে ম্যাচ গুয়াহাটিতে সরে যেতেই তাকে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা হিসেবে তুলে ধরে হাওয়া গরম করতে চাইছে বিজেপি।

## মৌজাভিত্তিক ভূ-মানচিত্র তৈরি শুরু

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৩ মার্চ :** নতুন মৌজাভিত্তিক ভূ-মানচিত্র তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রথম পর্যায়ে ড্রোনের মাধ্যমে রাজ্যের পুরসভা এলাকাগুলির মানচিত্র তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা বা জিআইএসের মাধ্যমে সমস্ত পুরসভার মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রায় ১০০ বছর পর এই মৌজাভিত্তিক ভূ-মানচিত্র তৈরির কাজ করছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গের ফালাকাটায় ড্রোন ব্যবহার করে জমি জরিপের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন সেখানে জিও রেফারেন্সের কাজ চলছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও ব্যারাকপুর মহকুমা ও বিধাননগর পুরসভা এলাকার কাজও দ্রুত তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পুরদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, বৈদ্যবাটী এলাকায় জিআইএস ভিত্তিক ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও ডানকুনি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর এলাকায় প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯২৫ সালে ভূ-মানচিত্র তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারপর ভৌগোলিক অবস্থার অনেক বদল হয়েছে। ভারত ভাগের পর বেশ কিছু অংশ বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। ফলে সীমান্ত এলাকায় মানচিত্র সঠিক না থাকায় জমি বেচাকেনার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়াও অনেক জলাভূমি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথবা নতুন করে জলাভূমি তৈরি হয়েছে। আবার নদীর গতিপথও বদল হয়েছে। এই অবস্থায় দ্রুত ভূ-মানচিত্র তৈরি করা না হলে আগামী দিনে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। সেই কারণে রাজ্য মন্ত্রীসভা নতুন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ভূ-মানচিত্র তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়।

২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে গোটা রাজ্যের ভূ-মানচিত্র তৈরির কাজ শেষ করে ফেলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে মানচিত্রে যাতে কোনওরকম ভুল না হয়, তার জন্য একাধিকবার পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও খড়্গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞদেরও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন ম্যাপ তৈরি হয়ে গেলে জমির মাপজোক করা আরও সহজ হবে। সেক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার দপ্তরেরও কাজে গতি আসবে। এখন নতুন ম্যাপ না থাকায় পুরোনো ম্যাপের ওপর ভরসা করতে হচ্ছে। কিন্তু তাতে অনেক ভুলের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, ইংলিশবাজার পুর এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে ম্যাপিংয়ের কাজ শুরু হবে।

## সদস্য সংগ্রহ থমকে

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ২৩ মার্চ :** বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তবে এখনও নয়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দায়িত্বে আসার পর নতুন কমিটি ঘোষণা করতে পারেনি বিধান ভবন। এই কারণে থমকে রয়েছে তাদের সদস্য সংগ্রহ অভিযান। সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নির্ধারণে হাইকমান্ডের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন প্রদেশ নেতৃত্ব। তখনই নতুন কমিটি ঘোষণার প্রসঙ্গ উঠেছে। সূত্রের খবর, চলতি মাসেই কমিটি ঘোষণা করে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে এখনই সমূলে পুরোনো কমিটিতে বিশেষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে নতুন মুখ ও পুরোনো অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে কমিটি তৈরি হবে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। তবে এর জন্য সদস্য সংগ্রহের কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার কথায়, 'নতুন কমিটি ঘোষণা না হলে কে কমিটিতে থাকছে, আর কে থাকবে না তা বোঝা যাচ্ছে না। ফলে লক্ষ্য অনুযায়ী সদস্য সংগ্রহের বিষয়টিও পিছিয়ে যাচ্ছে। তবে এই মাসেই নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা করে দেওয়া হবে।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামো অনুযায়ী কাজ চলছে। আমাদের মূল লক্ষ্যই এখন সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা।'

# উত্তরের মিনুর প্রশিক্ষণে স্বনির্ভরতা দক্ষিণে

**চিত্ত মাহাতো**

**মেদিনীপুর, ২৩ মার্চ :** মেদিনীপুরের মেয়ে-বৌদের কেক বানানো শিখিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছেন উত্তরবঙ্গের মেয়ে মিনু ছেত্রী। মিনুর বড় হয়ে ওঠা, স্কুল-কলেজে পড়াশোনা সবই দার্জিলিংয়ে।

১৬ বছর আগে বিবাহসূত্রে মেদিনীপুর শহরে এসেছেন তিনি। স্বামী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। শ্বশুরবাড়িতে এসে এই পাহাড়ি মেয়েটি চুপচাপ বসে থাকতে পারেননি। নিজে কিছু করার পাশাপাশি যাতে অন্য মহিলারাও উপকৃত হন সেজন্য কলকাতার একটি সংস্থায় কেক তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে মেদিনীপুরে ঘরে বসেই কেক তৈরি করে উপার্জন করা শুরু করেন। মিনুর কথায়, 'মেরি কমকে দেখে শিখেছি মেয়েদের কখনও থেমে যেতে নেই। সাফল্য অর্জন করা এবং সেটা ধরে রাখার কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হবে।' মিনু কেক তৈরি করে একাধিক প্রতিযোগিতায় যেমন পুরস্কার জিতেছেন, তেমনই জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোয়ে যাওয়ারও সুযোগ পেয়েছেন।

মিনু চাইতেন তাঁর মতো এখানকার গৃহবধূরাও কেক তৈরি করে উপার্জন করুন। প্রথমে পাড়াপ্রতিবেশীদের ধরে এনে শেখাতেন। শুরুর দিকে তাঁর শিক্ষার্থী ছিলেন ১০ জন মহিলা। তারপর আর কাউকে ডেকে আনতে হয়নি। প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ক্রমে ভিড় বাড়তে থাকে। এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে প্রায় দুই হাজার মহিলা কেক তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা সকলেই এখন সফলভাবে জন্মদিন, রিসেপশন বা ছোট কোনও অনুষ্ঠানের অর্ডার নিয়ে কেক তৈরি করে বিক্রি করছেন।

*মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন মিনু ছেত্রী। মেদিনীপুরে।*

শুধু মেদিনীপুর শহরই নয়, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, খড়্গপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা থেকেও মহিলারা কেক তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে মিনুর কাছে আসছেন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও আসছেন। মিনুর প্রশিক্ষণকেন্দ্রের অন্দরমহল রীতিমতো স্কুলের শ্রেণিকক্ষের মতো। কেক তৈরির সরঞ্জামে ঠাসা। মিনু জানান, তাঁদের তৈরি কেকে কোনও প্রিজারভেটিভ দেওয়া হয় না। স্বাস্থ্যকর সব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। তবে দু'দিনের মধ্যে খেতে হবে।

কেক তৈরির পাশাপাশি মিনু এখন আরও একটি জিনিস শেখাচ্ছেন তা হল রেজিন আর্ট। বরকনের বিয়ের মালা, ফুল, কনের মুকুট রেজিন নামে এক রাসায়নিকে ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর তা দম্পতির বিয়ের ফোটোফ্রেমের চারপাশের আঠা দিয়ে লাগানো হয়, যা বছরের পর বছর একইভাবে থেকে যাবে। শোকেসে বা টেবিলে শোভা পাবে। হাত থেকে পড়লেও ভাঙবে না।

## আটকে রেলপ্রকল্প

**কলকাতা, ২৩ মার্চ :** জমির অভাবে রাজ্যে চালু থাকা রেল প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করা যাচ্ছে না। সেই কারণে ওই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ করে রেলের হাতে হস্তান্তর করার জন্য নবান্নকে চিঠি দিল কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক।

চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে এই মুহূর্তে ৪৩টি রেলপ্রকল্প চালু রয়েছে। তার জন্য ৪০৯৩ হেক্টর জমির প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত ১০৮৬ একর জমি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। বাকি জমির ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছে রেলমন্ত্রক। যদিও রাজ্য জমি দিতে পারেনি বলে কেন্দ্রীয় সরকার যে দাবি করেছে তা সঠিক নয় বলেই মনে করছে নবান্ন।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৩ সংখ্যা, সোমবার, ১০ চৈত্র ১৪৩১

# সর্বব্যাপী নীতিহীনতা

রাজনীতিতে দলবদলের প্রসঙ্গ উঠলে 'আয়ারাম গয়ারাম' কাহিনী আসবেই। বহুলপ্রচলিত শব্দবন্ধনীটি এখনও সমান প্রাসঙ্গিক। ১৯৬৭ সালে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী নির্দল প্রার্থী গয়া লাল একইদিনে প্রথমে যোগ দেন কংগ্রেসে, তারপর সংযুক্ত মোর্চায়, শেষে ফের কংগ্রেসে। ৯ ঘণ্টায় তাঁর তিন-তিনবার দলবদলের রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে পারেনি। সেই থেকে দলবদলুদের 'আয়ারাম গয়ারাম' বলার চল।

সম্প্রতি হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল যেরকম নাটকীয়ভাবে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, সেটা চমকপ্রদ। তাপসী সিপিএম ছেড়ে বিজেপির বিধায়ক হন। সম্প্রতি বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বিধানসভায় এসে বিরোধী দলনেতার ঘরে বাকি বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে সময় কাটান। তারপর তাঁদের সঙ্গে লাঞ্চ করেন এবং তারপর সোজা তৃণমূল ভবনে গিয়ে নাম লেখান ঘাসফুলে।

২০২১-এর নির্বাচনে বাংলায় ৭৭ বিজেপি বিধায়ক নির্বাচিত হলেও খসতে খসতে এখন সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৬৫। বিধানসভা ভোটের এখনও বছরখানেক দেরি। ততদিনে সংখ্যাটা আরও কমবে কি না, তা ভবিষ্যৎই বলবে। রাজনীতিতে সততা, দায়বদ্ধতা, আনুগত্যের অত্যন্ত অভাব বলে এই সমস্যা। সিপিএম ছেড়ে বিজেপি, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল, তৃণমূল থেকে কংগ্রেস, কংগ্রেস থেকে তৃণমূল- দৃষ্টান্ত অজস্র। এ যেন মিউজিক্যাল চেয়ার!

রাজনীতিতে দলবদলের মতোই গুরুত্বপূর্ণ সৌজন্য ও কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। বিধানচন্দ্র রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলেন জ্যোতি বসু। একদিন বিধান রায়ের অনুপস্থিতিতে জ্যোতিবাবু সরকারপক্ষের মুণ্ডপাত করছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর বিধানবাবু সভায় ঢুকেই তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার বাবা গুরুতর অসুস্থ, আমি দেখে এসেছি। তুমি এখনই বাড়ি চলে যাও।' আবার বহু পরে জ্যোতিবাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখন প্রাক্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব এবং সৌজন্যের অজস্র গল্প আছে।

বাবুল সুপ্রিয় তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বাবুলকে দেখেই তাঁর গাড়িতে উঠতে অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌজন্য বজায় রেখে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওই গাড়িতে ওঠেন। তারপর ভিক্টোরিয়ার সামনে ঝালমুড়ি খান দুজনে। দশ-বারো বছর আগেও শাসক-বিরোধী পক্ষের এই সৌজন্য সম্পর্কের আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

সভার মধ্যে পরস্পরকে আক্রমণে তৃণমূল ও বিজেপি উভয়পক্ষ শালীনতা, শোভনীয়তা ছাড়াচ্ছে। যেটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। এতে সৌজন্য বলে কিছু থাকছে না। যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বিরাট বাধা। হিন্দু ভোট টানতে কখনও মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, 'আমি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান।' কখনও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, 'তৃণমূলের সংখ্যালঘু বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে।' তৃণমূলের হুমায়ুন কবীর ও সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীরা আবার মুর্শিদাবাদে ঢুকতে না দেওয়া এবং ঠ্যাং খোঁড়া করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

হুমায়ুনকে অবশ্য দল শোকজ করেছে। সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের মন্তব্যও। তৃণমূলের কিছু বিধায়কও সভায় এবং বাইরে অপরিষদীয় ও বিদ্বেষমূলক কথা বলছেন। অথচ অভব্য আচরণের অভিযোগে বিরোধী বিধায়কদেরই শুধু সাসপেন্ড করেন অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত সবসময় নিরপেক্ষ থাকে বলা যাবে না। সব মিলিয়ে বিধানসভার পরিবেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ থাকছে না।

অথচ জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব অনেক। তাঁদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। বাকসংযম থাকাও জরুরি। এ রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস। সংবেদনশীল বিষয়ে অনেক ভেবেচিন্তে মুখ খোলা দরকার। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সেই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব চোখে পড়ছে। শাসক-বিরোধী, দু'তরফেই একই সমস্যা। পরিষদীয় রাজনীতির মান নিম্নমুখী। অদূরভবিষ্যতে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটবে, এমন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।

## অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

**-ভগবান**

# ঘুম নেই, ঘুম নেই নারীদের চোখে

নোটে স্বামীকে লিখেছেন স্ত্রী। 'তোমার জন্য রান্না রেখেছি। খেয়ে নিও প্লিজ।' ভাত নয়, এটা মহিলাদের চিতার ভস্ম।



**মৌমিতা আলম**



"আহার নিদ্রা ভয়, যতই বাড়াবে ততই হয়..."

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে, নানি সবসময় তাই বলতেন। তারপর জুড়ে দিতেন, 'মুই দশটা ছাওয়ার মাও, নিন্দিবার সারাজীবন সময়ে পাও নাই' - বলেই এক তৃপ্তির হাসি হাসতেন। যেন না ঘুমোতে পারাটাই তাঁর স্বাভাবিক ছিল, আর না ঘুমোতে পেরে তিনি এক মহান কাজ করেছেন! সবকিছুর মতো ঘুমও ত্যাগ করবে নারীরা-- পিতৃতন্ত্র নামক শোষণযন্ত্র আমার নানির মাথায় গুঁজে দিয়েছিল এই ধারণা।

আমায় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, শেষ কবে ভালো করে ঘুমিয়েছেন, আমি উত্তরের খোঁজে মাথা চুলকাব। তারপর হয়তো উত্তর দেব, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

শান্তির ঘুম ঘুমোনো সম্ভব কেমন করে! একজন একাকিনী মা, সঙ্গে রুটিরুজির জন্য যুদ্ধ- সময় দরিদ্রতার চরম শিকার আমি। চব্বিশ ঘণ্টার বিরামহীন যুদ্ধ। চোখে কালি, রিক্ত ক্লান্ত শরীর। না পাওয়া যায় আমার অনুপস্থিতিতে বাচ্চা দেখাশোনার প্রশিক্ষিত লোক, না আছে কাছেপিঠে তেমন কোনও বাচ্চা দেখার মতো সরকারি পরিকাঠামো। আর বড় বড় শহরে কিছু প্রতিষ্ঠান থাকলেও, সেসবের সুবিধে নিতে গেলে যা আয় করা দরকার, তাও করেন না বেশিরভাগ নারী।

আরএসমেড নামক একটি সংস্থা মানুষের ঘুম নিয়ে করা সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানিয়েছে, ভারতীয়রা প্রতি সপ্তাহে তিনদিন 'রেস্টোরেটিভ স্লিপ' থেকে বঞ্চিত। রেস্টোরেটিভ স্লিপ অর্থাৎ যা সহজ করে বললে বোঝায় গভীর ঘুম। যে ঘুম থেকে উঠে চনমনে লাগবে মন ও শরীর। আর প্রত্যাশামতোই এই সমীক্ষা আরও জানাচ্ছে, পুরুষদের থেকে নারীদের ঘুম কম হয়। নারীরা পুরুষদের থেকে বেশি ঘুম সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন।

হরমোনাল সমস্যা, মেনোপজ নারীদের জন্য সমস্যা আরও জটিল করে তোলে। বিশ্বে মেনোপজ পিরিয়ডে থাকা ৪৪% নারী সপ্তাহে অন্তত তিনবার নিদ্রাহীনতায় ভোগেন। নন-মেনোপজ মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা ৩৩%। সমীক্ষায় পড়লাম, ভারতে নিদ্রাহীনতায় ভোগার জন্য মহিলারা (১৭%) পুরুষদের (১২%) থেকে বেশি অসুস্থতাজনিত ছুটি নেন।

ভারতীয় পরিবারে বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও বাচ্চা দেখার প্রাথমিক দায়িত্ব আজও নারীদের। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর নারীদেরও মুক্তি নেই। টাইম ইউজ সার্ভে ২০২৪-এর সমীক্ষা (যা মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিটিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন প্রকাশ করে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) অনুযায়ী, নারীরা যখন বিনা বেতনের গৃহস্থালির কাজে সময় খরচ করে ২৮৮ মিনিট, পুরুষরা সেখানে খরচ করে ৮৮ মিনিট!

নব্য উদারীকরণের অর্থনীতিতে যখন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম, তখন বাড়ির অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা মেটাতে নারীকে বাইরে বেরিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে পরিবার আগের মতো বাধা হয়তো দেয় না। তবে বাইরে কাজ করছে বলে অফিস ফেরত নারীর হাতে কেউ চায়ের কাপ তুলে দেয় না। যেমন পরিবারের পুরুষটির ক্ষেত্রে হয়। বাড়ির সমস্ত কাজ, সন্তানপালনের দায়িত্ব সামলেই বাইরের কাজ করতে হয় নারীদের। আর এতে মানসিক চাপ বাড়ছে নারীদের। একেই কর্মস্থলের চাপ আর তারপর গৃহস্থালির চাপ।

আর মানসিক চাপ হল নিদ্রাহীনতার এক প্রধান কারণ। সারাক্ষণ ঘড়ির কাঁটা কানের সামনে টিকটিক করলে নারীরা ঘুমোবেন কখন? নারীরা আয় করছেন, কিন্তু খরচ করে কে? পরিবারের সমস্ত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন তো পুরুষরা।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা নারীদের অবস্থা আরও মারাত্মক। যাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত মূলধারার আলোচনায়, তাঁদের সম্পর্কে কোনও তথ্য খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। A Study On Problem Faced By The Women Workers In The Unorganised (construction) Sector In Trichy District, । Dec Special Issue ২০১৪)-এ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা নারীদের কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার শিকার হতে হয় বেশি। তাঁরা বাড়িতেও গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হন বেশি। এত চাপ নিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা একটি নারীর সুখের ঘুম আসবে কী করে?

পরিবেশ দূষণ থেকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নারীদের জন্য সমস্যা আরও জটিল করে তুলছে। অত্যধিক গরমে এক ঝুপড়িতে থাকা নারী-- যাঁকে সকাল হলেই দু'ক্রোশ হেঁটে জলের খোঁজে বেরোতে হয় অথবা জলের লাইনে দাঁড়াতে হয়, কারণ পাশের নদীটির জল হয় দূষিত, নয় শুকিয়ে গেছে, তাঁর সারারাত কাটে অনিশ্চয়তায়। নিশ্চিন্ত ঘুমে নয়। এই গিগ ইকনমির যুগে, মেয়েদের কম ঘুমের জন্য বন্ধ্যাত্ব থেকে আলজাইমার্স রোগের শিকার হতে হচ্ছে বেশি করে। দক্ষিণপন্থী রাজনীতির হাত ধরে শক্ত হচ্ছে কর্পোরেটদের একচেটিয়া আধিপত্য। সারাদিন কম পয়সায় শপিং মলে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা কর্মীর না আছে চাকরির নিশ্চয়তা, না আছে তার ন্যায্য অধিকার। তার আবার শান্তির ঘুম? পাঠক কল্পনা করুন।

আমরা প্রতিদিন শুনতে পাই, নারী ক্ষমতায়নের গালভরা শব্দ, নেতাদের ভাষণ। আমরা কন্যাসন্তানদের শেখাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে, আর্থিক স্বনির্ভর হতে। কিন্তু একজন নারী যখন বাইরে কাজে বেরোবেন, তাঁর জন্য যোগ্য পরিকাঠামো নির্মাণের কথা বলি না। আমরা আমাদের পুত্রসন্তানদের শেখাই না গৃহস্থালির কাজ। বাইরে এবং ঘরে – দু'ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে হাঁফিয়ে উঠছেন নারীরা। ক্ষমতায়ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে শোষণ।

মায়ের উপরেই ভারতীয় পরিবারগুলোতে ন্যস্ত বাচ্চা বড় করার দায়িত্ব। সেই মা বাচ্চা রেখে বাইরে কাজে বেরোলে বাচ্চা দেখবে কী? দরকার ক্রেশের। কিন্তু ক্রেশ কোথায়? কাগজে-কলমে কোথাও থাকলেও, বাস্তবে ক্রেশের উপস্থিতি নেই। এই ক্ষেত্রে বাইরে কাজ করতে যাওয়া নারীদের প্রথম ভরসা বাড়ির লোকজন বা আয়ামাসি। মা হওয়ার প্রথম কিছু বছর তো শুধুই ঘুমহীন রাত- মাতৃদুগ্ধ পান করানো থেকে বাচ্চার অসুস্থতা সামলানো।

ওই যে নানি বলতেন, মায়েদের ঘুম কীসের!

সব কর্মক্ষেত্রের মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ সমান নয়। কিছু কিছু রাজ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাইল্ড কেয়ার লিভ চালু হলেও, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ পুরুষ বা পুরুষালি মানসিকতার ধারক-বাহক। সেখানে সিসিএল চাইতে গেলে মনে হয় ছুটি নয়, তাঁদের হৃৎপিণ্ড চাইছি। এই অভিজ্ঞতা যে কোনও প্রতিষ্ঠানে কর্মরতা নারীর। পুরুষ সহকর্মী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনে করেন মহিলা কর্মী বাড়তি সুযোগ পাচ্ছেন। না আছে আমাদের সমাজে পুরুষদের কোনও লিঙ্গসমতার পাঠ, না আছে জেন্ডার সেনসিটিভ মন।

পুঁজিবাদ নিজের স্বার্থেই বাঁচিয়ে রাখে পিতৃতন্ত্র, তা নারীদের অবস্থা জটিল করে তুলছে ক্রমশ। আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের আবার ক্ষমতায় আসার পর যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, তা বিপন্ন করে তুলেছে আমাদের দেশ থেকে ওই দেশে কাজ করা নারীদের। এইচওয়ানবি ভিসায় কাজ করা ডেটা সায়েন্টিস্ট জ্যোতি (নাম পরিবর্তিত) বলছিলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সবসময় পারফরমেন্সের চাপ, একাকিত্ব তাকে নিদ্রাহীন রাখে বহু রাত। সে ভুগছে ফাইব্রোমেলজিয়া বলে এক রোগে। যে রোগের এক মূল কারণ চাপ।

কবে পারবে নারীরা একটু শান্তিতে ঘুমোতে? নাকি এই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় শুধুই নারীদের ভবিতব্য গাজিয়াবাদের কেন্দ্রীয় স্কুলের শিক্ষক অন্বিতা শর্মার মতো? যিনি গত সোমবার আত্মহত্যা করে রেখে গিয়েছেন একটি দীর্ঘ সুইসাইড নোট। তিনি হাঁফিয়ে উঠেছিলেন, "চাকরিজীবী এক পরিচারিকা স্ত্রীর" রোল পালন করতে করতে। চাকরিজীবী গৃহকর্মে সুনিপুণা পাত্রী চাইয়ের- পিতৃতান্ত্রিক দাবির শিকার অন্বিতা। স্বামীর উদ্দেশে তাঁর সুইসাইড নোটের শেষ লাইনটা, পাঠক পড়ে দেখুন বারবার - "গৌরব কৌশিক, তোমার জন্য রান্না করে রেখেছি। খেয়ে নিও প্লিজ।" এটা ভাত নয়, এটা পিতৃতন্ত্রের জন্য বেড়ে রাখা মহিলাদের চিতার ভস্ম।

খেয়ে নাও পিতৃতন্ত্র প্লিজ।

*(লেখক ময়নাগুড়ির শিক্ষক। সাহিত্যিক)*

## আজ

### ২০২২



অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

### ২০০৫



আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি যন্ত্রসংগীতশিল্পী ভি বালসারা।

## আলোচিত



ব্যাকরণ ঠিক রাখো। ভাষাটা শিখে যাবে। তৃণমূলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নেত্রী। অভিষেক সেনাপতি। এব্যাপারে কারও কোনও সন্দেহ আছে? দিদিই অভিষেকের হাতে ব্যাটন দিয়েছেন। এখানে আসল তৃণমূল দলটা। মমতা বনাম অভিষেক নয়, মমতা ও অভিষেক।

- বাবুল সুপ্রিয়

## ভাইরাল/১



সম্প্রতি অক্টোপাসকে হাঙরের পিঠে চড়ে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। বিস্মিত গবেষকরা। ওই অক্টোপাস সমুদ্রের নীচে থাকে। আর হাঙর থাকে ওপরে। কীভাবে অক্টোপাস হাঙরের পিঠে উঠল তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলছে 'শার্কটোপাস'।

## ভাইরাল/২



কুকুরছানাকে নিয়ে গাছে উঠে পড়ে বাঁদরটি। ছানাকে জাপটে ধরে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। সবাই ভেবেছিল ছানার ক্ষতি করবে বাঁদর। কিন্তু কিছু পরে নীচে এসে বাচ্চাটিকে ছেড়ে দেয়। অবাক নেটনাগরিকরা।

## জনমন জনমত

### আইপিএলে টিকিটের দাম এত কেন

২০২৫ সালে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) ম্যাচগুলির টিকিটের মূল্য বেড়েছে, যা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইডেন গার্ডেন্সের কেকেআরের ম্যাচগুলির সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ৯০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১৫০ টাকা বেশি। অন্যদিকে, সর্বোচ্চ টিকিটের মূল্য ৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে খেলা উপভোগ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

ক্রিকেট সবসময় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে সমানভাবে জনপ্রিয় এবং ইডেন গার্ডেন্সের মতো ঐতিহবাহী স্টেডিয়ামে খেলা দেখার ইচ্ছে সকলেরই থাকে। তবে টিকিটের উচ্চমূল্যের কারণে অনেকের পক্ষে সেই ইচ্ছে পূরণ করা সম্ভব হয় না।

কেকেআর কর্তৃপক্ষের উচিত টিকিটের মূল্য নির্ধারণে সাধারণ দর্শকদের আর্থিক সক্ষমতাকে বিবেচনা করা। টিকিটের মূল্য কমিয়ে বা বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের জন্য খেলা দেখার সুযোগ বাড়ানো যেতে পারে। এতে স্টেডিয়ামে দর্শকের সংখ্যা বাড়বে এবং দলও সমর্থকদের থেকে আরও উৎসাহ পাবে। তাই টিকিটের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা উচিত, যাতে সবাই এই খেলা উপভোগ করতে পারেন এবং আমাদের ক্রিকেট সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হয়।

**রীতম হালদার, সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।**

### বাঙালি মিষ্টির দোকান কমছে

শিলিগুড়িতে কয়েক বছর আগেও বাঙালি মিষ্টির ব্যবসার রমরমা ছিল। এখন বাঙালি মিষ্টির দোকান অনেক কমে গিয়েছে। স্বাদ, গন্ধ, বর্ণই হোক কিংবা প্যাকেজিং- কোনওটাতেই বাঙালি মিষ্টির দোকান পেরে উঠছে না। নতুন প্রজন্ম মিষ্টি বিশেষ করে রসালো মিষ্টি একদমই পছন্দ করে না। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পছন্দ একাধিক অবাঙালি দোকানের মতিচুর লাড্ডু, কাজু বরফি, মিল্ক কেক ইত্যাদি। এইসব দোকান থেকে অনলাইনেও মিষ্টি ও নমকিন কেনা যায়।



বাঙালি দোকান মার খাচ্ছে আধুনিকীকরণের অভাবে আর সঠিক প্যাকেটজাত-পদ্ধতি না মানার জন্য। প্যাকেজিং একটা শিল্প। প্যাকেট ভালো না হলে বাসে, ট্রেনে বা বিমানে পরিবহণে বিরাট অন্তরায় তৈরি হয়।

**অসীমকুমার ভদ্র, শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# আর কবে ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের কাজ

পরিবেশগত বিষয়কে উপেক্ষা করে ভুটানে পরপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায়। সবাই নিশ্চুপ।



**সুকল্যাণ ভট্টাচার্য্য**

ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন সংক্রান্ত কোনও আলোচনা সাম্প্রতিক সংসদ অধিবেশনে হয়নি। বিগত ইন্দো-ভুটান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে সভাতেও আলোচনার সূত্রায়ন হয়নি।

উত্তরবঙ্গের তিন প্রাক্তন সাংসদ তারিণী রায়, জিতেন দাস ও মিনতি সেন, এই বিষয়ে সংসদে একসময় প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক থাকাকালীন দেবপ্রসাদ রায় এই নিয়ে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন। বর্তমান আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এই বিষয়ে বিধানসভায় ধারাবাহিকভাবে সরব। রাজ্য বিধানসভায় যৌথ নদী কমিশন গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। রাজ্য থেকে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল বিষয়টি নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করবে বলে জানা গেলেও এখনও পর্যন্ত ফলপ্রসূ কর্মসূচি নেই।

ভারত সরকার ভুটানের সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত যে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করেছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। সেক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টের শর্তাবলি কতদূর মানা হয়েছে, তা নিয়েও জিজ্ঞাসা আছে।

প্রসঙ্গগুলো যাঁদের যে স্থানে তোলা উচিত, তাঁরা নির্বাক! কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের ২০২৩-'২৪ এর রিপোর্টেরও কোথাও যৌথ নদী কমিশন স্থাপন করার ইঙ্গিত পর্যন্তও নেই। এই বছর ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের ৮৩তম সভায়ও এই প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনাও হয়নি। সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটিও এখনও পর্যন্ত নির্বাক। ইন্দো-ভুটান জয়েন্ট টেকনিকাল টিমের সপ্তম বৈঠকেও (৬ অক্টোবর ২০২৩) ফলপ্রসূ কোনও সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসেনি। যা পরিস্থিতি, তাতে খুব সত্বর এই কমিশন গঠিত হচ্ছে না!



মাঝে মাঝে এই সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কথা সুকৌশলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অনেকটা 'ললিপপ' দেখানোর মতো! এই বছরের ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ইন্দো-ভুটান নদী বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের দশম বৈঠকেও যৌথ নদী কমিশনের কোনও প্রসঙ্গ আলোচিত হয়নি। ভুটানে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায়। যৌথ নদী কমিশন তৈরি হলে পরিবেশগত বিষয়কে যেভাবে উপেক্ষা করে ওই প্রকল্পগুলো গড়ে উঠছে, তা সম্ভব হওয়া কঠিন!

১৯৮০ সালে গঠিত ব্রহ্মপুত্র বোর্ড থেকে আজ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাত্র ৯১ কোটি টাকা পাওয়া গেছে! এই নিয়ে সংসদে আওয়াজ কবে উঠবে? ইন্দো-ভুটান জয়েন্ট টেকনিকাল টিমের প্রত্যক্ষ পরামর্শদানের উপর ভিত্তি করে আজ পর্যন্ত ভারত ও ভুটানের মধ্যে ৩৬ হাইড্রো মেট্রোলজিক্যাল স্টেশন বসানো গিয়েছে। পাহাড়ি নদীর অন্যতম বিশিষ্টতা 'হড়পা'। সেই তথ্য আদানপ্রদানেরও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি। ১৯৪৯-এর ইন্দো-ভুটান বন্ধুত্ব চুক্তি ও ১৯৫০-এর ইন্দো-নেপাল চুক্তিরও পুনর্মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি। বিষয়টি নিয়ে সব দিক থেকে ভেবেই এগোতে হবে।

ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন কবে বাস্তবতার মুখ দেখবে, তার কোনও ঠিক নেই! উত্তরবঙ্গের মানুষের 'জল-যন্ত্রণা'র নিদারুণ কষ্ট কবে ঘুচবে, কেউ জানে না! ড্রেজিং আর যত্রতত্র বাঁধ দিয়ে এই সমস্যা মিটতে পারে না। এই সহজ-সরল সত্যটি যথাযথভাবে বুঝে যত তাড়াতাড়ি যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়, ততই মঙ্গল!

*(লেখক বানারহাটের স্কুল শিক্ষক)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৬

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ৫ | ৬ |
| ৭ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ৮ | | | |
| ৯ | | | ১০ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ★ | | ★ | ১১ | | ১২ |
| ১৩ | | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | | ★ | ১৫ | | |

**পাশাপাশি** : ১। উত্তর ভারতে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের দরবারি নৃত্য শৈলী ৪। মূল চারটি দিকের অন্যতম ৫। পূর্ণিমা তিথি, প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ৭। চাঁদ ৮। পেটের রোগের পক্ষে উপকারি শাকবিশেষ ৯। প্রয়াত, লোকান্তরিত ১১। সহায়তা, উৎসাহ ১৩। শরীর, বিশাল মোটাসোটা চেহারা ১৪। আকাশ, শূন্য ১৫। নয় ফোঁটাওয়ালা তাস।

**উপর-নীচ** : ১। কখন, কোনও সময়ে ২। কদম ফুলের মতো দেখতে মিঠাইবিশেষ ৩। বিয়েতে অর্থ ও যৌতুক দেওয়ার রীতি ৬। গল্প, উপন্যাস ৯। প্রভু, কর্তা ১০। কল্পিত, অবাস্তব ১১। মনের যা কাজ, ভাবনাচিন্তা ১২। চামড়ায় ছাওয়া এক ধরনের তালবাদ্যযন্ত্র।

### সমাধান ■ ৪০৯৫

**পাশাপাশি** : ১। গলিঘুঁজি ৩। ধনিক ৫। তত্ত্বতালাশ ৭। জিগির ৯। তকমা ১১। বাজারদর ১৪। শতক ১৫। ইন্দিবর।

**উপর-নীচ** : ১। গলাবাজি ২। জিরাত ৩। ধলতা ৪। কপিশ ৬। লাজুক ৮। গিরিজা ১০। মাতব্বর ১১। বাগীশ ১২। রক্ষক ১৩। রসুই।

## বিন্দুবিসর্গ

## হাস্যকর-অবিশ্বাস্য, দাবি বিচারপতি ভার্মার

# পোড়া টাকার স্তূপের ছবি প্রকাশ্যে

**নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ :** গুদামঘরে পোড়া নোটের স্তূপ! সেই ছবি আপলোড করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে। সঙ্গে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়ের তদন্ত রিপোর্ট। তারপরেও নিজের সরকারি বাসভবন থেকে টাকা উদ্ধারের কথা অস্বীকার করেছেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা। তাঁর দাবি, তিনি পুরোপুরি নির্দোষ। আগুন লাগার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। স্ত্রীর সঙ্গে ভোপাল গিয়েছিলেন। ছবিতে যে পোড়া নোটের স্তূপ দেখা যাচ্ছে সেই সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই। ওইসব টাকার বান্ডিল তিনি কোনওদিন দেখেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর গুদাম থেকে যে বস্তা বস্তা টাকা উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা নাকি বাড়ির কর্মীরাও বুঝতে পারেননি। গোটা ঘটনাকে 'ষড়যন্ত্র' বলে উল্লেখ করেছেন বিচারপতি ভার্মা।

তিনি বলেন, 'আমাকে যেটা অবাক করেছে তা হল, পুড়ে যাওয়া নোটের একটি বস্তাও নজরে আসেনি। যেগুলি উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। আমি স্পষ্টভাবে জোর দিয়ে বলছি, আমার মেয়ে, ব্যক্তিগত সহায়ক বা বাড়ির কর্মীদের কাউকে এই তথাকথিত পোড়া নোটের বস্তা দেখানো হয়নি।' বিচারপতি আরও বলেন, 'আমার কর্মীরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে পাওয়া নোট সরানো হয়নি।' তাঁর কথায়, 'এই নগদ টাকা আমাদের, এমন ধারণা পুরোপুরি হাস্যকর। গৃহকর্মীদের থাকার জায়গার কাছে অবস্থিত গুদামঘরে টাকা পাওয়া গিয়েছে। ওই ঘরটিতে যে কেউ ঢুকতে পারে। এরকম একটি জায়গায় নগদ রাখা অবিশ্বাস্য।' স্পষ্টতই টাকা উদ্ধারের ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন তিনি বলেছেন, তাঁর সম্মানহানির জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

তিনি নিজের পক্ষে যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করলেও ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নগদ কাণ্ডের তদন্ত করেছেন তিনি। তাঁর রিপোর্টটি ইতিমধ্যে পোড়া নোটের ছবির সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'পুলিশ কমিশনার তাঁর ১৬ মার্চের প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বাসভবনের নিরাপত্তাকর্মীর বয়ান অনুসারে, ১৫ মার্চ সকালে যে ঘরে আগুন লেগেছিল সেখান থেকে ধ্বংসাবশেষ এবং অন্যান্য পোড়া জিনিসপত্র আংশিকভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমার তদন্তে বাংলোর কর্মী, মালি এবং পূর্তকর্মীরা বাদে অন্য কোনও ব্যক্তির প্রবেশের সম্ভাবনার বিষয়টি উঠে আসেনি।... আমার মতে এ ব্যাপারে আরও তদন্তের প্রয়োজন।'

*বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার গুদামে আগুনে পুড়ে যাওয়া নোটের বান্ডিলের সেই ছবি প্রকাশিত।*

> এই নগদ টাকা আমাদের, এমন ধারণা পুরোপুরি হাস্যকর। গৃহকর্মীদের থাকার জায়গার কাছে অবস্থিত গুদামে টাকা পাওয়া গিয়েছে। ওই ঘরটিতে যে কেউ ঢুকতে পারে। এরকম একটি জায়গায় নগদ রাখা অবিশ্বাস্য। আমার সম্মানহানির জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।
>
> **যশবন্ত ভার্মা**
> *দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি*

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং রাজধানী শহরের পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় অরোরা ছবিগুলি সংগ্রহ করেছেন। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই কলেজিয়ামের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। কলেজিয়ামের সিদ্ধান্ত অনুসারে রিপোর্টটি আপলোড করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে। এদিকে বিচারপতি ভার্মার বাড়ির কাছে আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে বেশ কিছু ৫০০ টাকার পোড়া নোট তাঁদের নজরে এসেছে বলে দাবি করেছেন জনাকয়েক সাফাইকর্মী। তবে সেগুলি কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

# কনকনে ঠান্ডার মধ্যে লন্ডনে মমতা

## ভারতীয় হাইকমিশনের অনুষ্ঠানে থাকছেন আজ

*দুবাই থেকে লন্ডনগামী বিমানে মমতাকে কেক উপহার বিমান কর্তৃপক্ষের।*

**লন্ডন ও কলকাতা, ২৩ মার্চ :** পৃথিবীর বৃহত্তম এয়ারবাস এ৩৮০ যখন লন্ডনের আকাশে প্রবেশ করছে তখন বাইরে তুমুল বৃষ্টি। তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রির কাছাকাছি। রবিবার ভারতীয় সময় বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ হিথরো বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমানের চাকা ছুঁল। শনিবার সন্ধ্যায় দুবাই হয়ে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেন মমতা। সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, শিল্পসচিব বন্দনা যাদব, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব গৌতম সান্যাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা পীযূষ পান্ডে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে লন্ডন সফরে গিয়েছেন মমতা। সোমবার তিনি ভারতীয় হাইকমিশনের আমন্ত্রণে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে থাকা দেবী দুর্গার কপালে টিপও পরালেন মমতা। দুবাই বিমানবন্দরে লাউঞ্জে যখন তিনি বসেছিলেন, তখন তাঁর চোখে পড়ে দুই গুজরাটি তরুণী মেহেন্দি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নাচছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে উৎসাহ দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দফায় দফায় চলে সেলফি তোলার হুজুগ।

বণিকসভার বৈঠকেও মমতা যোগ দেবেন মঙ্গলবার। তাই সময় নষ্ট না করে বিমানে যাওয়ার সময় প্রতিটি ফাইলে চোখ বুলিয়ে নেন। প্রয়োজনমতো ডেকে নেন মুখ্যসচিব ও শিল্পসচিবকে। প্রশাসনের এই শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে তিনি দফায় দফায় বৈঠকও করেন। আগামী সাতদিনের কর্মসূচিতে তিনি বুধবার একটি বাণিজ্য সম্মেলনেও যোগ দেবেন। বৃহস্পতিবার 'বাংলার নারীর ক্ষমতায়ন ও সাফল্য' শীর্ষক আলোচনায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবেন। শুক্রবার কলকাতার উদ্দেশে তিনি রওনা দেবেন। আগামী কয়েকদিন ঠাসা কর্মসূচিতে বাংলার শিল্প, বাণিজ্য থেকে শুরু করে অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই তুলে ধরা হবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে।

হিথরো বিমানবন্দর থেকে কিছুটা দূরে বাকিংহাম প্যালেস। সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেল। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীরা উঠেছেন। দুবাইয়ের লন্ডনগামী বিমানে ওঠার পর তাঁর সম্মানে একটি বিশাল কেক উপহার দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। ওই কেক বিমানের অন্যান্য বিমানযাত্রীর মধ্যেও ভাগ করে দেওয়া হয়। দুবাই বিমানবন্দরের লাউঞ্জে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। বিদেশ সফর থেকে লগ্নি টানাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান লক্ষ্য। তাই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে লন্ডনের যে প্রতিনিধি দল এসেছিল, তাঁদের দেওয়া প্রস্তাবগুলি বিমানেই খতিয়ে দেখেন মমতা। সেই মতো পদক্ষেপ করতে তিনি মুখ্যসচিবকে নির্দেশও দেন।

## কেরলে বিজেপি সভাপতি বদল

**তিরুবনন্তপুরম, ২৩ মার্চ :** বিধানসভা ভোটের একবছর আগে কেরলে সভাপতি পদে রদবদল ঘটালেন বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। কে সুরেন্দ্রনকে সরিয়ে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি হচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। রবিবার দলের কোর কমিটির বৈঠকে সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। সোমবার বিজেপির রাজ্য কাউন্সিলের বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে।

আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপি যাতে গোষ্ঠীকোন্দলকে দূরে সরিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে পারে, সেজন্য আগাগোড়াই নতুন মুখের সন্ধানে ছিল গেরুয়া শিবির। যেহেতু সামনে বিধানসভা ভোট তাই এই পরিস্থিতিতে সভাপতি পদে রদবদলের ঝুঁকি নিতে চাইছিল না বিজেপি। কিন্তু শেষমেশ সেই ঝুঁকি নিয়ে মোদি-শা-রা বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেরলে আপাতত সংগঠনকে এককাট্টা করাই তাঁদের লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, কেরলকে নিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যে ভিন্ন পরিকল্পনা কাজ করছে, সেটাও স্পষ্ট। রাজীব চন্দ্রশেখর সেই অর্থে বিজেপির কট্টর মুখ বলে কোনওদিনই পরিচিত ছিলেন না।

কর্ণাটক থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ গতবছর লোকসভা ভোটে তিরুবনন্তপুরমে কংগ্রেসের শশী থারুরের কাছে মাত্র ১৬০৭৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। কেরল বিজেপিতে বর্তমানে দুটি গোষ্ঠী রয়েছে-একটি বিদায়ি সভাপতি কে সুরেন্দ্রনের নেতৃত্বাধীন এবং অপরটি বর্ষীয়ান নেতা পিকে কৃষ্ণদাসের নেতৃত্বাধীন। চন্দ্রশেখর এই গোষ্ঠীদুটির থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে চলেন।

## ভার্জিনিয়ায় খুন বাবা-মেয়ে

**রিচমন্ড, ২৩ মার্চ :** মার্কিন মুলুকে মর্মান্তিক মৃত্যু হল অনাবাসী ভারতীয় বাবা ও মেয়ের। ভার্জিনিয়ার অ্যাকোম্যাক কাউন্টির একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এক ব্যক্তি বচসার জেরে গুলি চালালে প্রৌঢ় বাবা (৫৬) ও তাঁর তরুণী মেয়ে (২৪)-র মৃত্যু হয়। ওই স্টোরের কর্মী ছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার সকালে দোকান খোলার পরই এই হামলার ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জর্জ ফ্রেজিয়ার ডেভন ওয়ার্টন (৪৪) ওইদিন সকালে দোকানে আসেন মদ কিনতে। তিনি জানতে চান কেন দোকান রাতভর বন্ধ ছিল। এরপর তিনি বন্দুক বের করে বাবা-মেয়েকে তাক করে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান প্রদীপ প্যাটেল। তাঁর মেয়ে ঊর্মি হাসপাতালে মারা যান। পুলিশ অভিযুক্ত ওয়ার্টনের বিরুদ্ধে 'প্রথম ডিগ্রি হত্যা' সহ বিভিন্ন গুরুতর অপরাধে মামলা দায়ের করেছে। ৬ বছর আগে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁরা।

# সুশান্ত মৃত্যু মামলায় ইতি টানল সিবিআই

**নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ :** অবশেষে যাবতীয় জট কাটল অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে। রাজপুতের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বছর পর সিবিআই দুটি পৃথক মামলা বন্ধের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। দুটি মামলার একটি ছিল 'আত্মহত্যায় প্ররোচনা', অন্যটি 'ভুল ওষুধের প্রেসক্রিপশন' সংক্রান্ত। প্রথম মামলা পাটনার বিশেষ আদালতে এবং দ্বিতীয়টি মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতে চলছিল। তদন্ত শেষে সিবিআই জানিয়েছে, 'আত্মহত্যার জন্য কাউকে দায়ী করার মতো কোনও প্রমাণ মেলেনি। ফরেন্সিক রিপোর্টে মেলেনি বিষ প্রয়োগ বা শ্বাসরোধের কোন ইঙ্গিতও।'

২০২০ সালের ১৪ জুন অভিনেতার মৃত্যুর পর তোলপাড় হয় গোটা দেশ। এরপর প্রায় পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। আত্মহত্যা নয়, সুশান্তকে খুন করা হয় বলেই অভিযোগ জানান অভিনেতার বাবা। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিলেন সুশান্তের প্রেমিকা অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী। সেই সময় হাজতবাসও হয় রিয়া ও তাঁর ভাইয়ের। শনিবার মুম্বই আদালতকে সিবিআই এই মামলার অন্তিম রিপোর্ট জমা দেয়। প্রাথমিকভাবে, মামলাটি আত্মহত্যা বলেই জানানো হয়েছিল। চূড়ান্ত রিপোর্টে সেটাই নিশ্চিত করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সুশান্তের মামলা বন্ধ হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই নিজের মক্কেল রিয়ার হয়ে সুর চড়ানোর পাশাপাশি সিবিআইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আইনজীবী সতীশ মানেশিন্ডে। তিনি বলেন, 'আমরা সিবিআইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা এই মামলার প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে তারপর মামলাটি বন্ধ করেছে।' মানেশিন্ডে তীব্র নিন্দা করেন গণমাধ্যমের ভূমিকারও। তাঁর কথায়, 'সমাজমাধ্যম এবং গণমাধ্যমে যে পরিমাণে মিথ্যা ছড়ানো হয়েছে তা ভয়াবহ।'

## ওয়াকফ বিল সংবিধানের ওপর আঘাত কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ :** ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলকে ভারতীয় সংবিধানের ওপর আঘাত বলে আক্রমণ শানাল কংগ্রেস। রবিবার দলের প্রচার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমাদের বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত সমাজের শতাব্দীপ্রাচীন সামাজিক সম্প্রীতির বাঁধনের ক্ষতি করার যে লাগাতার প্রয়াস বিজেপি করে যাচ্ছে, সেই রণকৌশলের অংশ হল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। এই বিল সংবিধানের ওপর আঘাত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজেপির রণকৌশলের অংশ হল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালানো এবং তাদের সম্পর্কে একটি মিথ্যা ধারণা তৈরি করা। এই বিল ভুলে ভর্তি।' ওয়াকফ বিল নিয়ে ইতিমধ্যে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি। রমেশের অভিযোগ, ওই কমিটিতে নতুন বিল

নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোনও আলোচনা করাই হয়নি। এমনটা সংসদীয় রীতিনীতির পরিপন্থী।

সংশোধিত বিলটি কেন ভুলে ভরা তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ বলেন, পুরোনো আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ সম্পত্তির দেখভাল করার জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল সেগুলির মর্যাদা, গঠনকাঠামো এবং কর্তৃত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ওই সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের পদক্ষেপ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তিনি জানান, ওয়াকফের উদ্দেশ্যে কারা জমি দান করতে পারবেন তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে ধোঁয়াশা তৈরি করার পাশাপাশি ওয়াকফের সংজ্ঞাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

## নীতীশের ইফতার আমন্ত্রণ নাকচ মুসলিম সংগঠনের

**পাটনা, ২৩ মার্চ :** বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর ইফতার আমন্ত্রণ খারিজ করে দিল ইমারাত শাহরিয়া নামে একটি মুসলিম সংগঠন। ওয়াকফ সংশোধনী বিলে নীতীশ সমর্থন করায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই সংগঠনটি। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায় তাদের অনুগামীর সংখ্যা যথেষ্ট। রবিবার পাটনার ১ নম্বর অ্যানে মার্গে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিলেন নীতীশ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, বিধানসভার স্পিকার নন্দকিশোর যাদব প্রমুখ।

মুসলিম সংগঠনটির তরফে বলা হয়েছে, ২৩ মার্চের সরকারি ইফতারে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওয়াকফ বিলে আপনার সমর্থনের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইমারাত শাহরিয়ার অভিযোগ, ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের যে প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন, সেটাই এখন আর মানছেন না তিনি। সংগঠনটি বলেছে, 'আপনি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা এবং সংখ্যালঘু অধিকারের কথা বলে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে এবং অসাংবিধানিক, বেআইনি একটি বিলে সমর্থন জানিয়ে আপনি আপনার নিজের অবস্থান বদলে দিয়েছেন।'

এদিকে ভোটকুশলী তথা জনসুরজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর তথা পিকে মুখ্যমন্ত্রীকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে তোপ দেগেছেন। এদিকে বিহারের নবনিযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার এবং এআইসিসির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা কৃষ্ণ আলাভারুকে নিয়ে রবিবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান পবন খেরা।

## সম্ভাল হিংসায় গ্রেপ্তার হলেন মসজিদের প্রধান

**সম্ভাল, ২৩ মার্চ :** আদালতের নির্দেশে গত ২৪ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের শাহি জামা মসজিদে সমীক্ষার কাজে গিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। সেখানে হামলা চালান স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়। ২৯ জন পুলিশকর্মী ও বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হন। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে রবিবার শাহি জামা মসজিদের প্রধান জাফর আলিকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)।

এর আগে তাঁকে একাধিকবার তদন্তকারীদের সামনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবার হাজিরা এড়িয়ে যান জাফর আলি। শেষপর্যন্ত রবিবার হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

## রাফা ছাড়তে চাপ প্যালেস্তিনীয়দের

**গাজা, ২৩ মার্চ :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুরে সুর মিলিয়ে প্যালেস্তিনীয়দের গাজার প্রতিবেশী আরব দেশগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এবার সেই বার্তা কার্যকর করার ইঙ্গিত মিলল। রবিবার দক্ষিণ গাজার সবচেয়ে বড় শহর রাফার একাংশ থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সরে যেতে বলেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। বাহিনীর মুখপাত্র আভিচায় আদ্রেই এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'আমাদের সেনা রাফার তাল-আল-সুলতান এলাকায় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে আক্রমণ করেছে। সেখানকার বাসিন্দাদের বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে গাজার উত্তরে নিরাপদ অঞ্চলে চলে যেতে বলা হয়েছে।'

হামাসের সঙ্গে প্রথম পর্বের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে গাজায় সেনা অভিযানে গতি এনেছে ইজরায়েল। তাদের হামলায় গত এক সপ্তাহে ৬০০-র মারা গিয়েছেন। গাজার একমাত্র ক্যানসার হাসপাতালটিও ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

# বিনা দোষে কাতারে আটক ভারতীয়

**নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ :** কাতারে তিন মাস ধরে অমিত গুপ্ত নামে এক ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে আটকে রাখা হয়েছে। টেক মাহিন্দ্রার কাতার শাখার প্রধান ওই তরুণ গুজরাটের বাসিন্দা। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, বিনা দোষে বন্দি করে রাখা হয়েছে অমিতকে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। যোগাযোগ করেছেন বিদেশমন্ত্রক এবং কাতারের রাজধানী দোহায় ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও।

অমিতের বাবা-মা থাকেন গুজরাটের ভদোদরায়। পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী অমিত বহুজাতিক সংস্থা টেক মাহিন্দ্রার কর্মী। তিনি কাতারে বসবাস করছেন ২০১৩ সাল থেকে। আটক তরুণের মা পুষ্পা গুপ্ত জানিয়েছেন, গত ১ জানুয়ারি কোনও অভিযোগ ছাড়াই অমিতকে আটক করে সে দেশের পুলিশ। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত হেপাজতেই অমিত। অমিতের বাবা-মা ভদোদরার সাংসদ হেমাঙ্গ যোশির সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা বলেছেন।

পরিবারের দাবি, গত ১ জানুয়ারি কাতারের এক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন অমিত। সেখানেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর ৪৮ ঘণ্টা কিছু খেতে না দিয়ে তাঁকে থানায় বসিয়ে রাখা হয়। কী কারণে ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা সে দেশের প্রশাসন স্পষ্টভাবে জানায়নি। অমিতের আটক হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁর মা বলেন, 'কোম্পানির কেউ হয়তো কিছু করেছে, কিন্তু তিনি (অমিত) যেহেতু সংস্থার স্থানীয় প্রধান, তাই তাকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

অমিতের স্ত্রী-ও কাতারেই থাকেন। অমিতের বাবা জানান, পুত্রবধূ কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করেছেন। ভারতীয় দূতাবাস ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সহযোগিতা শুরু করেছে।

কেন্দ্রের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির আটক হওয়ার বিষয়টি কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের নজরে রয়েছে। দূতাবাস থেকে ওই তরুণের পরিবারকে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী কেন্দ্রের আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি মামলার তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়ে আটক করা হয়েছে ওই তরুণকে। তবে মামলাটি কী নিয়ে এবং অমিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী, তা স্পষ্ট নয়।

## যুগলের মৃত্যুতে খুলল সীমান্তের সেতু

**শ্রীনগর, ২৩ মার্চ :** ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে যুক্ত করেছে কামান সেতু। দীর্ঘ ৬ বছর বন্ধ থাকার পর শনিবার খোলা হল সেই সেতু।

তবে সামরিক কারণে বা বাণিজ্যের জন্য নয়, সেতুটি খোলা হল লাশ পরিবহণের জন্য। ৫ মার্চ ঝিলম নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বাসগ্রানের এক তরুণ এবং কামালকোটের একজন তরুণী। জলের তোড়ে তাঁরা ভেসে যান। শেষপর্যন্ত পাক অধিকৃত কাশ্মীরের চিনারি থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার করা হয়। দেহ ২টি ফেরত পেতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ভারতীয় সেনা। দু-পক্ষের আলোচনায় ঠিক হয় কামান সেতু দিয়ে দেহ ২টি ভারতে নিয়ে আসা হবে। সেই মতো এদিন কামান সেতুতে পাক প্রশাসনের তরফে দেহগুলি ভারতীয় সেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মৃতদের পরিবারের সদস্যরা।

## চোকসিকে ফেরানোর চেষ্টা

**নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ :** পিএনবি জালিয়াতি কাণ্ডের অন্যতম মূল পান্ডা মেহুল চোকসিকে বেলজিয়াম থেকে ফেরানোর চিন্তাভাবনা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওই জালিয়াত বর্তমানে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বেলজিয়ামের অন্তরীপে বাস করছেন। সেদেশের রেসিডেন্সি কার্ডও রয়েছে মেহুলের। বেলজিয়াম সরকার যাতে চোকসিকে প্রত্যর্পণ করে তার জন্য ভারত সরকারের তরফে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

# মাদকের দাবি সাহিল, মুসকানের

**লখনউ, ২৩ মার্চ :** জেল বড় কঠিন ঠাঁই। বাইরে যতটা খোশমেজাজে থাকা যায়, জেলের পাঁচিলের ওপারের পরিস্থিতি তার চেয়ে একেবারেই আলাদা। মিরাটে স্বামী সৌরভ রাজপুত হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত স্ত্রী মুসকান ও তার প্রেমিক সাহিল জেলের ভিতর পড়ে গিয়েছে মহাসংকটে। দু'জনই মাদকাসক্ত এবং জেলে থাকার পর থেকে তীব্রভাবে মাদকের জন্য আকুল হয়ে পড়েছে তারা। গাঁজার ছিলিমে টান দেওয়ার সুযোগ না পেলে খাবারদাবার মুখে তুলবে না বলে তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষকে।

দু'জনকেই আপাতত মিরাটের চৌধুরী চরণ সিং জেলা কারাগারের মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, স্বাভাবিক হতে দুই অভিযুক্তের কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ দিন সময় লাগবে। মুসকানের

**পাশে নেই পরিবার, আইনজীবী চেয়ে আর্জি**

পরিবারের অভিযোগ, সাহিলই তাদের মেয়েকে মাদক সেবনের পথে ঠেলে দিয়েছে।

জেল সুপার বীরেশরাজ শর্মা জানিয়েছেন, কারাগারে সমস্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুবিধা রয়েছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে সৌরভ হত্যায় অভিযুক্তদের। তাদের মাদক ছাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। এরপর কাউন্সেলিং করা হবে।

অন্যদিকে পরিবার পাশে না থাকায় মামলা লড়তে সরকারি আইনজীবী চেয়ে আবেদন করেছে মুসকান। জেল সুপার জানিয়েছেন, জেল এক হলেও মুসকান এবং সাহিলকে আলাদা ব্যারাকে রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'শনিবার মুসকান আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁর ব্যারাকে ফোন করে যোগাযোগ করি। তখন তিনি আমাকে জানান, তাঁর পরিবার বিরক্ত। তাঁর হয়ে মামলা লড়বে না। তাই তাঁকে যেন সরকারের তরফে কোনও আইনজীবীর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আমরা আদালতে সেই কথা জানিয়ে একটি আবেদন পাঠিয়েছি। প্রত্যেক অভিযুক্তেরই আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'

সুস্থ থাকুন

# প্যারাসিটামল নিয়ে আতঙ্ক নয়

ভারতের ডিপার্টমেন্ট অফ ড্রাগ কন্ট্রোল থেকে বহু সংখ্যক ওষুধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই অবস্থায় অনেকের মনেই দ্বিধা দেখা দিয়েছে যে, প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যথা ও জ্বরে ব্যবহৃত নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং আপাত নিরাপদ প্যারাসিটামলও কী এই গোত্রের মধ্যে পড়ে? সেই দ্বিধার নিরসনে কলম ধরলেন জেনারেল ফিজিশিয়ান

**ডাঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য**

সরকারের তরফে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ এবং ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন-এর (যেখানে বিভিন্ন উপাদানের ওষুধকে যুক্ত করে একটি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়) যে তালিকা আছে সেখানে ৩৮ নম্বরে বলা হয়েছে, 'Fixed dose combination of Metoclopramide with systemically absorbed drugs except fixed dose combination of metoclopramide with aspirin/paracetamol.' (বমি কমানোর ওষুধ মেটোক্লোপ্রামাইড অ্যাসপিরিন বা প্যারাসিটামলের সঙ্গে যৌগ ছাড়া অন্য সব ওষুধের ক্ষেত্রে যৌগ নিষিদ্ধ হয়েছে)। যাইহোক, যেসব ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণের জন্য যে কেউ এই লিংকটি অনুসরণ করতে পারেন, বিস্তৃত বিবরণ পেয়ে যাবেন – https://drugs.delhi.gov.in/drugs/banned-drugs.

## প্যারাসিটামলের ইতিহাস

প্যারাসিটামল ওষুধটির (অণুটিরও বটে) জন্ম আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে, ১৮৭৮ সালে এক আমেরিকান রসায়নবিদের হাতে। কোনও কোনও তথ্য থেকে অনুমান করা হয়, ১৮৫২ সালেই এ ওষুধটি আবিষ্কৃত হয়েছিল এক ফরাসি রসায়নবিদের হাতে। আবিষ্কারের গোড়া থেকেই এই সরল চেহারার অণুটি ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটি কারণে– (১) এটা এমন একধরনের ওষুধ যা কোনওরকম নির্ভরশীলতা তৈরি করে না, (২) জ্বর কমানোর ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য, (৩) স্বাভাবিক ডোজে ও সুস্থ শরীরে এর কোনও ক্ষতিকারক প্রভাব নেই, এবং (৪) মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের ব্যথার ক্ষেত্রেও এই ওষুধ যথেষ্ট কার্যকরী।

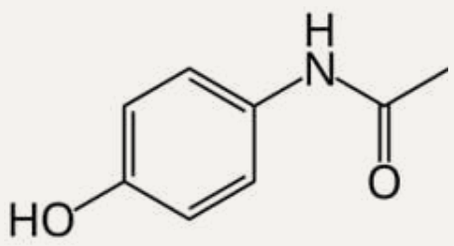

(প্যারাসিটামল অণুর গঠন)

সমগ্র বিশ্ব একে প্যারাসিটামল হিসেবে জানলেও আমেরিকায় এর নাম অ্যাসিটামিনোফেন। এই ওষুধকে মাইগ্রেনের ব্যথায় ব্যবহার করা যায়। ব্যবহার করা যায় বিভিন্ন ধরনের টেনশনজনিত মাথাব্যথার উপশমকারী ওষুধ হিসেবে। ১৯৫০ সাল নাগাদ প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধের দোকান থেকে বিপুল হারে এই ওষুধ বিক্রি শুরু হয়, কারণ সাধারণভাবে এ ওষুধের ব্যবহারে কোনও ক্ষতি নেই।

২০২২ সালের হিসেব বলছে, আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি যেসব ওষুধ প্রেসক্রাইব করা হয় তার মধ্যে ১১৪তম স্থানে রয়েছে প্যারাসিটামল তথা অ্যাসিটামিনোফেন। ২০২০ সালে ৫০ লক্ষের বেশি প্রেসক্রিপশন হয়েছে ওষুধটির। এখানে প্রশ্ন উঠবে, সম্প্রতি এই ওষুধের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে হঠাৎ করে ভারতে শোরগোল উঠল কেন? এর সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় কেন হঠাৎ করে এক-এক সময় 'মব লিঞ্চিং'-এর মতো গণ উন্মাদনা তৈরি হয়।

## প্যারাসিটামল : বাস্তব, অতি কথা ও গণমানসিকতা

এটা খুব ভাসাভাসাভাবে বুঝতে গেলেও বায়োকেমিস্ট্রির সর্বজনবোধ্য সামান্য ধারণা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। নীচের ডায়াগ্রাম দুটো দেখা যাক।

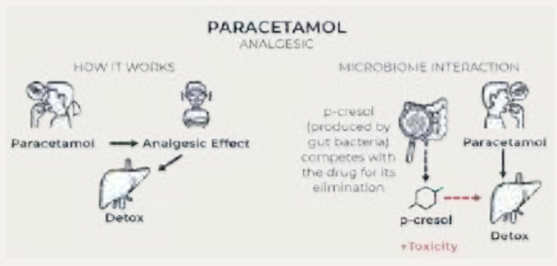


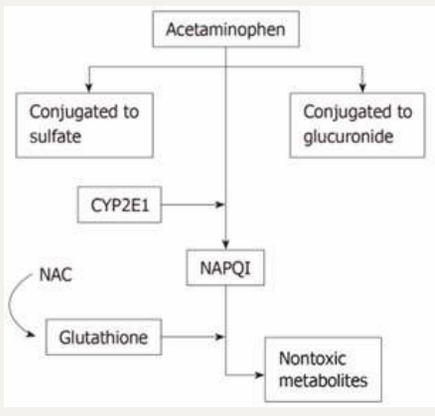


এই ডায়াগ্রাম দুটি থেকে সহজেই বোঝা যায়, শেষ অবধি ওষুধটি লিভারে গিয়ে 'নির্বিষ' হয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় দুটি পথে– (১) সরাসরি লিভারের হস্তক্ষেপে, (২) আমাদের অন্ত্রে যে বিভিন্ন ধরনের অণুজীব থাকে, তাদেরও এই 'নির্বিষ' হওয়ার প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকার মান্য সংস্থা এফডিএ (ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অতি দুর্লভ (হয়তো ১ কোটিতে ১ জন) পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়– একধরনের ত্বকের রোগ (স্টিভেন-জনসন সিন্ড্রোম) হয় এবং টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস অর্থাৎ উপরি ত্বকের চামড়া খসে পড়ে।

ওয়ার্ল্ড জার্নাল অফ হেপাটোলজি (এপ্রিল, ২০২০)-তে প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, সুস্থ স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার অধিকারী যে কোনও মানুষ দিনে ৪ গ্রাম অবধি প্যারাসিটামল খেতে পারেন। যে ডোজে প্যারাসিটামল লিভারের চূড়ান্ত ক্ষতি করে সেই ডোজ হল ১৬ গ্রাম।

ফলে মাভৈ! প্যারাসিটামলকে অপরাধী করবেন না নিজের সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে অপরাধ আড়াল করার জন্য। তাহলে কী ক্ষতি হয় লিভারে? লিভারে অসংখ্য এনজাইম এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় যৌগ থাকে যেগুলো প্যারাসিটামলকে 'নির্বিষ' (ডিটক্সিফাই) করে। স্বাভাবিক অবস্থায় অক্ষতিকারক প্যারাসিটামলের উপজাত পদার্থ রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে ৯০ শতাংশ কিডনি দিয়ে দেহের বাইরে চলে যায়। কিন্তু তার আগের নির্বীষকরণ প্রক্রিয়া চলে লিভারে। যদি ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ একদিনে ১৬ গ্রামের আশপাশে প্যারাসিটামল খেয়ে ফেলেন তাহলে কী হতে পারে? আমরা নীচের দুটি ডায়াগ্রাম দেখব।

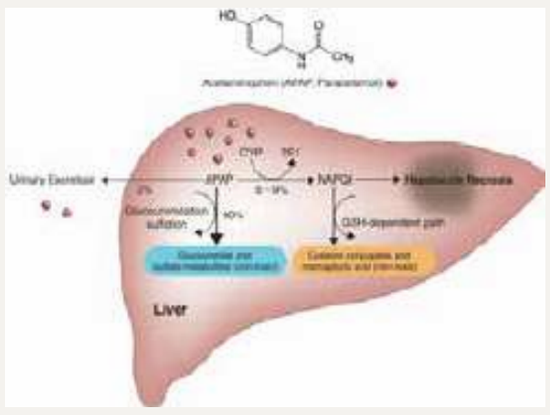


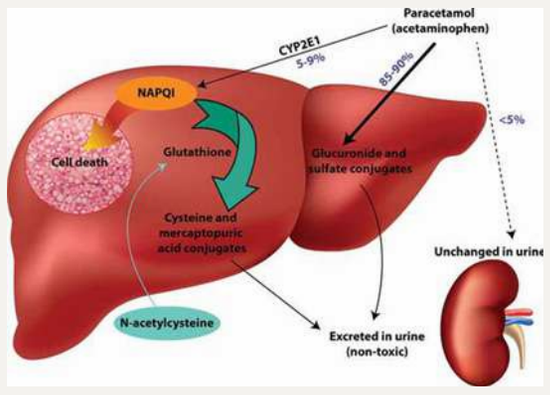


## কিছু সতর্কবার্তা

কয়েক ধরনের ওষুধের সঙ্গে প্যারাসিটামলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। সে ব্যাপারে রোগীকে এবং তাঁর পরিজনকে সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে ডাক্তারবাবুকেও। এইসব ওষুধের মধ্যে রয়েছে- (১) মৃগীতে ব্যবহৃত কিছু ওষুধ, যেমন টেগ্রেটল, (২) যক্ষ্মায় ব্যবহৃত ওষুধ, যেমন রিফামপিসিন, (৩) হার্টের রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ওয়ারফেরিন, (৪) অ্যালকোহল, এবং (৫) মিল্ক থিসল যা বিভিন্ন লিভারের অসুখে ব্যবহার করা হয়।

পরিশেষে বলব, দিনে ২ গ্রাম মাত্রার মধ্যে (কখনও ৪ গ্রাম অবধি) প্যারাসিটামল নিশ্চিন্তে খেতে পারেন, যদি আপনার অন্য কোনও রোগ না থাকে। অন্য কোনও রোগ থাকলে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

# জেন-জি'র মানসিক সুস্থতায় করণীয়

প্রায় সব বয়সের মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এজন্য দায়ী পরিবর্তিত জীবনধারা। সমীক্ষা বলছে, এরমধ্যে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেন-জি। এখনকার তরুণ প্রজন্ম সাংঘাতিক চাপ, উদ্বেগ ও ডিপ্রেশনের সম্মুখীন, অনেকে বার্নআউটের অভিযোগও করে, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রমবর্ধমান শিক্ষাগত চাপ, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক মাধ্যমে বুঁদ হয়ে থাকা, কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক তুলনা ও বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা জেন-জি'র মানসিক চাপের মহামারিকে যেন নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় তরুণদের মধ্যে চাপ ও দুশ্চিন্তা যে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে, সে বিষয়ে সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষাতেও আলোকপাত করা হয়েছে।

এই অবস্থায় জেন-জি'রা দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের পাশাপাশি তাদের অনুভূতি, আবেগ ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করতে পারে। যেমন –

### জার্নালিং

নিজের চিন্তা, আবেগ, অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সব থেকে সেরা উপায় জার্নালিং। সেইসঙ্গে আপনার ভাবনাকে আপনার মনের মতো করে কোনও ভয় ছাড়াই উপস্থাপন করার সহজ উপায় এই জার্নালিং বা লিখে রাখার প্রক্রিয়া। মানসিক সমস্যাজনিত উপসর্গকে নিয়ন্ত্রণ করে জার্নালিং, সেইসঙ্গে মেজাজও ভালো রাখে। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত জার্নালিং উপসর্গ ট্র্যাক করে, ট্রিগারগুলো চিনতে এবং সেগুলো ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এছাড়া নিজের সঙ্গে ইতিবাচক কথা বলতে, নেতিবাচক চিন্তাভাবনা শনাক্ত করতে এবং সেগুলো দূর করতে সাহায্য করে জার্নালিং।

### বই পড়া

বিভিন্ন ভালো অভ্যাসের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস অন্যতম, যা মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি একটি ধ্যানমূলক কার্যকলাপ, যা একটি কাজে মনোনিবেশ রাখতে সাহায্য করে এবং স্ট্রেস কমায়। এছাড়া বই পড়া মনকে সৃজনশীল করে তোলে। ফলে আপনি যা পড়ছেন সেটা কল্পনাও করতে পারেন। এছাড়া ডিমেনশিয়া ও অ্যালজাইমার্সের মতো রোগের লক্ষণও কমাতে সাহায্য করে।

### শরীরচর্চা

নিয়মিত ওয়ার্কআউট ও ব্যায়াম ডিপ্রেশন, উদ্বেগ, এমনকি এডিএইচডি'র উপসর্গেও গভীর এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মডারেট শারীরিক কার্যকলাপ স্ট্রেস কমাতে, স্মৃতিশক্তির উন্নতিতে এবং অনিদ্রা মোকাবিলায় সাহায্য করে। গবেষণা বলছে, শরীরচর্চা অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট মেডিকেশনের মতো কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই হালকা থেকে মধ্যম মানের ডিপ্রেশনের চিকিৎসায় কার্যকরী। সুতরাং, নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত শরীরচর্চা করুন।

### স্বাস্থ্যকর ও ঘরে তৈরি খাবার খান

অন্যান্য অঙ্গের মতো আমাদের মস্তিষ্কও আমরা যা খাই তাতে সাড়া দেয়। মস্তিষ্কের সুস্থতায় বিভিন্ন ভিটামিন, মিনারেল ও অন্যান্য পুষ্টির প্রয়োজন হয়। যদি মস্তিষ্ক এইসব প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পায় তাহলে সে যথাযথভাবে কাজ করতে পারবে না। ফলে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়বে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, জেন-জির বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত। তারা জাংক ফুড, মিষ্টি জাতীয় খাবার, সোডা বেশি খায়। এই সবই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। তাই সবথেকে ভালো ঘরে তৈরি এমন খাবার খাওয়া, যা ভিটামিন, ম্যাগনেসিয়াম, ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেটে সমৃদ্ধ থাকবে। এই ধরনের খাবারে স্ট্রেস ও ডিপ্রেশনের উপসর্গের অনেকটাই উপশম হয়।

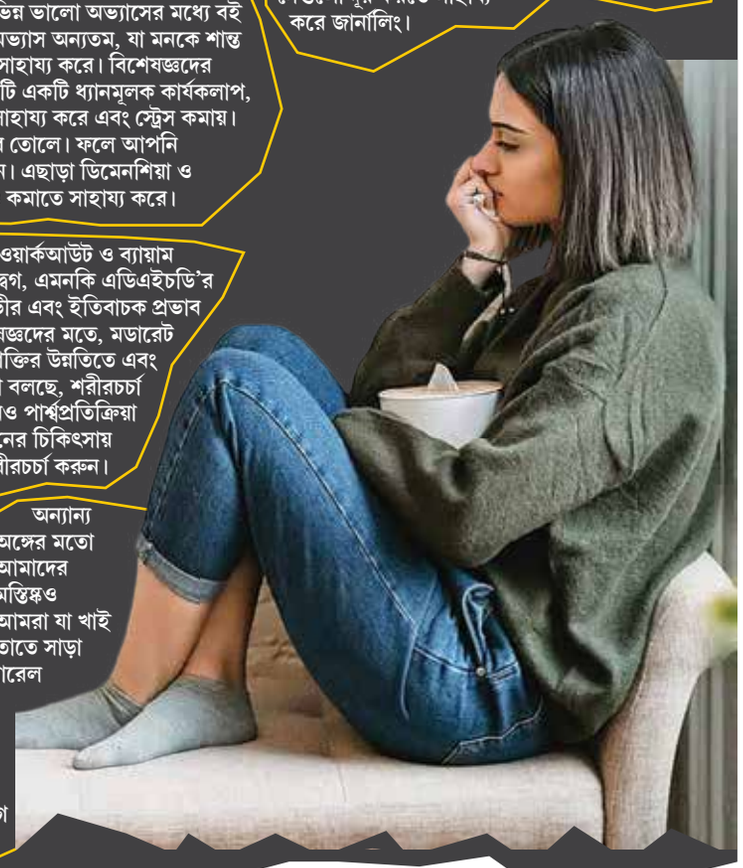

# ভালোবেসে অতিরিক্ত তরমুজ নয়

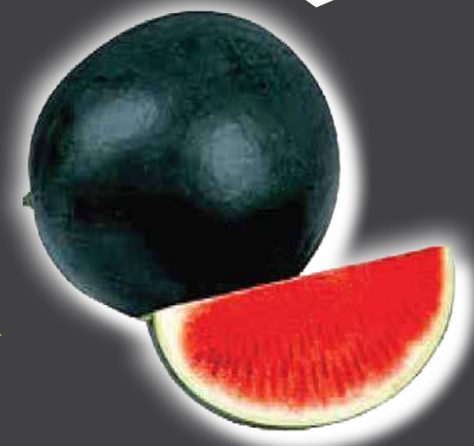

বাজার এখন তরমুজে ছেয়েছে। তরমুজ শুধু খেতে সুস্বাদুই নয়, শরীর-স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। এতে প্রচুর ভিটামিন এ, বি৬, সি, পটাশিয়াম, লাইকোপেন ও সিট্রুলিনের মতো উপাদান থাকে। যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁদের জন্য তরমুজ আদর্শ খাবার হিসেবে বিবেচিত হয়। তরমুজের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও খুব বেশি তরমুজ খাওয়া ঠিক নয়। কারণ -

### শরীরে অতিরিক্ত জল

বেশি তরমুজ খেলে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে শরীর থেকে সোডিয়ামের পরিমাণ কমে যায়। শরীর থেকে যদি এই জল বেরোতে না পারে, তখন নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে পা ফুলে যাওয়া, ক্লান্ত বোধ করা বা কিডনি দুর্বল হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে।

### গ্লুকোজের স্তর বাড়ায়

যাঁদের ডায়াবিটিসের সমস্যা আছে, তাঁদের বেশি তরমুজ খাওয়া ঠিক নয়। তাঁদের রক্তে চিনির মাত্রা বাড়িয়ে দেয় তরমুজ। এটিকে স্বাস্থ্যকর ফল হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৭২। তাই ডায়াবিটিকরা নিয়মিত তরমুজ খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

### হৃদরোগ

তরমুজে প্রচুর পটাশিয়াম থাকে, যা শরীর ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তরমুজ খেলে হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে। এছাড়া হাড় ও মাংসপেশি শক্তিশালী হয়। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় পটাশিয়াম শরীরে গেলে হৃদযন্ত্রে নানা সমস্যা যেমন অনিয়মিত হৃদস্পন্দন দেখা দিতে পারে, নাড়ির গতি কমে যেতে পারে।

### যকৃতে প্রদাহ

যাঁরা মদ্যপান করেন তাঁদের তরমুজ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বেশি পরিমাণে তরমুজ খেলে তাঁদের যকৃতে প্রদাহ হতে পারে। এতে প্রচুর লাইকোপেন থাকায় অ্যালকোহলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রদাহ তৈরি করে। যকৃতে এ ধরনের প্রদাহ যথেষ্ট ক্ষতিকর।

### হজমে গণ্ডগোল

তরমুজে প্রচুর জল ও ডায়েটারি ফাইবার থাকে। বেশি পরিমাণে তরমুজ খেলে হজমে গণ্ডগোল হতে পারে। বিশেষ করে ডায়ারিয়া, খাবার হজম না হওয়া, গ্যাসের মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়। এতে চিনির যৌগ হিসেবে পরিচিত সরবিটল থাকে, যাতে গ্যাসের সমস্যা ও পাতলা পায়খানা হতে পারে।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

## ছোট্ট তারা

স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী দেবাংশী সরকার পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কন ও নাচে পারদর্শী। একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে পুরস্কৃত হয়েছে।

## নকল ওষুধ চিনতে সচেতনতা

**আলিপুরদুয়ার ও জয়গাঁ, ২৩ মার্চ :** নকল ওষুধে ছেয়ে গিয়েছে জেলার বিভিন্ন এলাকা। এবার সেই ওষুধ বিক্রির বিরুদ্ধে রবিবার সচেতনতামূলক কর্মসূচি করল 'বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট' আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটি ও কালচিনি ব্লক বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। সঠিক ওষুধ চেনার উপায়ও বলে দেন সদস্যরা। ট্যাবলেট বা সিরাপ জাতীয় ওষুধের গায়ে থাকবে কিউআর কোড। যা স্মার্টফোনের মাধ্যমে স্ক্যান করলে মিলবে ওষুধ সম্পর্কিত তথ্য। কিউআর কোড যে ওষুধের প্যাকেটে থাকবে না, তা নকল বলে ধরে নিতে হবে। কোনও দোকানে যদি একটিও কিউআর কোড ছাড়া ওষুধ থাকে, তাহলে সেখান থেকে ওষুধ কিনতে মানা করা হয় সংগঠনের তরফে।

সংগঠনের সদস্যরা আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতামূলক বার্তা দেন। 'বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট' আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সভাপতি পরিতোষ দেবনাথ বলেন, 'চারদিকে ভেজাল ওষুধের বিক্রির খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিছু লাভের জন্য শহরের ব্যবসায়ীরাও এতে জড়িত হয়ে থাকতে পারে। ওষুধের গুণগতমানের সঙ্গে আপস করা চলবে না।'

ভুটান সীমান্ত জয়গাঁ ও তার আশপাশের এলাকায় অনেক দোকানেই বিক্রি হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ। এই দোকানগুলির বিরুদ্ধে রবিবার গর্জে ওঠেন কালচিনি ব্লক বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। ভুটানগেটের সামনে সচেতনতা শিবির হয়। পরবর্তীতে একটি র‍্যালি জয়গাঁর অলিগলি পরিক্রমা করে। সংগঠনের কালচিনি ব্লক সম্পাদক অনিল আগরওয়াল বলেন, 'যারা নকল ওষুধ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি করছে, তারা অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এরকম কাজ আমরা মেনে নিই না।'

### জরুরি তথ্য

**মজুত রক্ত**

রবিবার বিকেল ৫টা অবধি

- **আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**
  - এ পজিটিভ - ২
  - বি পজিটিভ - ৩
  - ও পজিটিভ - ৫
  - এবি পজিটিভ - ১
  - এ নেগেটিভ - ৩
  - বি নেগেটিভ - ০
  - ও নেগেটিভ - ০
  - এবি নেগেটিভ - ০
- **ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ১
  - বি পজিটিভ - ০
  - ও পজিটিভ - ১
  - এবি পজিটিভ - ০
  - এ নেগেটিভ - ১
  - বি নেগেটিভ - ০
  - ও নেগেটিভ - ১
  - এবি নেগেটিভ - ০
- **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ০
  - বি পজিটিভ - ০
  - ও পজিটিভ - ০
  - এবি পজিটিভ - ০
  - এ নেগেটিভ - ০
  - বি নেগেটিভ - ০
  - ও নেগেটিভ - ০
  - এবি নেগেটিভ - ০

# মেলেনি এনওসি, আটকে কাজ

## বীর বিরসা মুন্ডা বাস টার্মিনাস

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**বীরপাড়া, ২৩ মার্চ :** মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে পথশ্রী প্রকল্পে ৩২ লক্ষ ২ হাজার ৬৩১ টাকায় বীরপাড়ায় বীর বিরসা মুন্ডা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসের রাস্তাটি কংক্রিটের করার কাজ শুরু হয়েছিল গত বছরের ৬ মার্চে। রাস্তাটির একটি অংশ নির্মিত হয়েছে। আরেকটি অংশ বানানোর কথা একটি জ্বালানি তেল সরবরাহকারী সংস্থার জমির ওপর দিয়ে। পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রের খবর, রাস্তা তৈরিতে ওই সংস্থার 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) প্রয়োজন। তা না মেলাতেই রাস্তা তৈরির কাজ মাঝপথে আটকে রয়েছে।

২০১৬ সালে বীরপাড়া চৌপথির কাছে মজদুর ক্লাবের জমিতে বীর বিরসা মুন্ডা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসের উদ্বোধন করা হয়। আগে ওখানে দুটি রাস্তা ছিল। টার্মিনাস তৈরির পর দেখা যায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে থেকে ওই টার্মিনাসে ঢোকার পশ্চিমদিকের রাস্তাটির বেশিরভাগই দখল হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়রা ঘর, শৌচাগারের অংশ বাড়িয়ে দখল করে রেখেছেন রাস্তার অনেকটা অংশ।

রাস্তা দখলের খবর এবং বাস টার্মিনাসের বেহাল দশার খবর কয়েক দফায় প্রকাশিত হতেই পদক্ষেপ করে পঞ্চায়েত সমিতি। রাস্তা তৈরিতে টাকা বরাদ্দের পর দখলদারদের সঙ্গে বৈঠক করে ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত সমিতি। দখলদাররা জায়গা ছেড়েও দেন, জানান পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলম।

সাজিদ বলছেন, 'টার্মিনাসের পশ্চিম অংশে ওই রাস্তাটির একাংশ তেল সরবরাহকারী সংস্থার জমিতে রয়েছে। এনওসি চেয়ে একাধিকবার ওই সংস্থার মাদারিহাট স্টেশনে আবেদন করেছি। সংস্থার মাদারিহাট স্টেশনের তরফে জানানো হয়েছে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সবুজ সংকেত দিলেই এনওসি দেওয়া হবে। তহবিলে টাকা রয়েছে। অথচ এনওসি না পাওয়ায় রাস্তার ওই অংশটুকু তৈরি করা যাচ্ছে না।'

বীরপাড়া টার্মিনাস হয়ে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, জয়গাঁ, কালচিনি, ফালাকাটা ও মালবাজার রুটে কয়েকশো বাস চলাচল করে। ফালাকাটা রুটের ছোট গাড়িগুলি ওই টার্মিনাস থেকেই যাত্রা শুরু এবং শেষ করে। ফলে টার্মিনাসের রাস্তায় যানবাহনের ভিড় থাকেই। ওই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে ছিল। ২০২২-এ ৩ দিন টার্মিনাস বয়কট করে লাভ না হওয়ায় ২০২৪-এর ১ জানুয়ারি থেকেই ওই টার্মিনাসটি ফের বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় বাস মালিকদের সংগঠন। এরপরই টার্মিনাস সংস্কারে পদক্ষেপ করে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ। ৩৫০ মিটার দীর্ঘ ও ২৪ ফুট চওড়া রাস্তাটি কংক্রিট করতে ৩২ লক্ষেরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়। যাত্রী প্রতীক্ষালয়, আলোর ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন কাজ করতে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর ৩৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৮৩৩ টাকা বরাদ্দ করে। তবে অন্য কাজ হলেও রাস্তার কাজ এখনও থমকে।

বাস মালিকদের সংগঠন বীরপাড়া ডুয়ার্স মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোতি খানের কথায়, 'পশ্চিমদিকের রাস্তাটি সম্প্রসারিত করে কংক্রিটের করা হলে চৌপথিতে যানজট সমস্যাও কমবে। কারণ তখন যানবাহন ঢোকা এবং বেরোনোর ক্ষেত্রে ওয়ান ওয়ে পদ্ধতি চালু করা যাবে।'

*এনওসি না মেলায় বীরপাড়ায় বাস টার্মিনাসের এই রাস্তাটির সম্প্রসারণের কাজ আটকে রয়েছে।*

### বীরপাড়ায় ভোগান্তি

**বীরপাড়া চৌপথির কাছে মজদুর ক্লাবের জমিতে বীর বিরসা মুন্ডা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসের উদ্বোধন করা হয় ২০১৬-এ**

**ওখানে আগে দুটি রাস্তা ছিল**

**৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে থেকে ওই টার্মিনাসে ঢোকার পশ্চিমদিকের রাস্তাটির বেশিরভাগই দখল হয়ে গিয়েছে**

**সেখানে ঘর, শৌচাগারের অংশ বাড়িয়ে দখল করে রেখেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা**

> টার্মিনাসের পশ্চিম অংশে ওই রাস্তাটির একাংশ তেল সরবরাহকারী সংস্থার জমিতে রয়েছে। এনওসি চেয়ে একাধিকবার ওই সংস্থার মাদারিহাট স্টেশনে আবেদন করেছি। সংস্থার মাদারিহাট স্টেশনের তরফে জানানো হয়েছে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সবুজ সংকেত দিলেই এনওসি দেওয়া হবে। এনওসি না পাওয়ায় রাস্তার ওই অংশটুকু তৈরি করা যাচ্ছে না।
>
> – সাজিদ আলম *পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ*

*বড়বাজার এলাকায় রাস্তার উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি, যার জেরে বাড়ছে যানজট। - সংবাদচিত্র*

# ট্যাক্সিস্ট্যান্ড সরানোর দাবি

**পল্লব ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ :** শহরের অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা হিসেবে পরিচিত বড়বাজার ও সংলগ্ন এলাকা। সেখানেই রয়েছে রেলগেট। মাঝেমধ্যেই যানজটে নাজেহাল অবস্থা হয় জনসাধারণের। সেই এলাকাতেই আবার রয়েছে একটি ট্যাক্সিস্ট্যান্ড। রাস্তার একপাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকে ছোট গাড়ি। পাশেই রয়েছে একটা সরু গলি, স্থানীয়রা ওদিক দিয়েই যাতায়াত করেন। কিন্তু এখন সেই ট্যাক্সিস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে গলিপথের সামনেও গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় একের পর এক। ফলে রাস্তাও ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হচ্ছে। সমস্যা শুধু তাই নয়, যানজটও বাড়ছে দিনদিন। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডটিতে থাকা গাড়িগুলো সেভাবে ভাড়াও পায় না। তাই স্ট্যান্ডটিকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন চালক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

আলিপুরদুয়ার শহরের অন্য জায়গার মতো বড়বাজার এলাকাতেও রয়েছে একটি ট্যাক্সিস্ট্যান্ড। এই স্ট্যান্ড দীর্ঘদিনের পুরোনো। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ধীরে ধীরে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। বড় গাড়ি যাওয়ার সময় আটকে পড়ছে, দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। স্থানীয় শবনী সরকার বললেন, 'গাড়িগুলিকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিলে এলাকা অনেকটা ফাঁকা হবে আর নিত্যদিনের যাতায়াতেও সুবিধে হবে। যানজট সমস্যাও মিটবে।'

> স্ট্যান্ডটিকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে পুরসভা থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছে। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, এই স্ট্যান্ড যাতে অন্য জায়গায় সরানো হয়। এতে সবারই সুবিধে হয়। আজকাল বুকিংয়ের মাধ্যমেই ভাড়া বেশি হচ্ছে, কেউ আর স্ট্যান্ডে আসছেন না। আমরাও যাত্রী পাচ্ছি না।
>
> **মনা মণ্ডল,** *গাড়িচালক*

দীর্ঘদিন ধরে গাড়ি চালান মনা মণ্ডল। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন সময়ে স্ট্যান্ডটিকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে পুরসভা থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছে। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, এই স্ট্যান্ড যাতে অন্য জায়গায় সরানো হয়। এতে সবারই সুবিধে হয়। আজকাল বুকিংয়ের মাধ্যমেই ভাড়া বেশি হচ্ছে, কেউ আর স্ট্যান্ডে আসছেন না। আমরাও যাত্রী পাচ্ছি না।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক গাড়িচালকের কথায়, 'এই এলাকা দিনভর ব্যস্ত। সারাদিন গাড়ি, লোকজনের যাতায়াত চলে। ফলে গাড়িগুলি দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য অনেকসময় যানজটের পরিমাণ বেড়ে যায়। রেলগেট এলাকায় ফ্লাইওভার করার দাবি তোলা হয়েছিল বহুদিন আগে। কখনও ফ্লাইওভার হলে সেখান থেকে সরে যেতে হবেই আমাদের। ছয় মাস আগে পুরসভার তরফে সেই এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছিল। তখন আমাদের আধিকারিকরা জানিয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যে অন্যত্র জায়গা দেওয়া হবে, কিন্তু আজও সেই বিষয়ে কিছুই জানি না আমরা। প্রশাসনের এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। এতে সকলেরই লাভ হবে।' এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'যানজটের একটা সমস্যা তো আছেই। তবে ট্যাক্সিস্ট্যান্ড সরানোর বিষয়টা দেখা হচ্ছে।'

## রঙিন পথে

*বসন্তের ছোঁয়া। আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডের কাছে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।*

## বসন্ত উৎসব

**ফালাকাটা**

**ফালাকাটা, ২৩ মার্চ :** দোল-হোলি আগেই শেষ হয়েছে। তবুও এখন ভরা বসন্ত। রবিবার ফালাকাটার একটি মহিলা সংগঠন ও একটি আবৃত্তি সংস্থা নিজস্বভাবে বসন্ত উৎসব পালন করল। ফালাকাটা 'মাধব আবৃত্তি মালঞ্চ'-এর আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কক্ষে নাচে, গানে, কথায়, কবিতায়, আবৃত্তিতে বসন্ত উৎসব পালন করা হয়। পাশাপাশি বাবুপাড়ার মহিলাদের সংগঠন অগ্নিবীণার উদ্যোগেও বসন্ত উৎসব পালন করা হয়।

মাধব আবৃত্তি মালঞ্চের কর্ণধার নারায়ণ দত্ত বলেন, 'রঙের উৎসবে শুধু বাহ্যিক রঙে নয় আপামর মানুষের মন-প্রাণ-হৃদয় রঞ্জিত হোক প্রেম ভালোবাসা ও নির্মল আনন্দের রঙে। এই বার্তাকে ছড়িয়ে দিতেই সংস্থার ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের নিয়ে বসন্ত উৎসব পালন করা হয়।'

মহিলা সংগঠন অগ্নিবীণার সভাপতি সবাণী সিনহা বলেন, 'মানুষের সুস্থ মনের মেলবন্ধনের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর আমরা বসন্ত উৎসবের আয়োজন করছি।' উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষক নারায়ণ দত্ত, বিশেষ অতিথি অভিজিৎ পাল, অসীম দাস। নৃত্য পরিবেশন করে ছোট্ট শিল্পী রীদিপ্তা ঘোষ, শবর দাস। গান করে বর্ণিকা দাস, নন্দিতা সরকার, অমিয়া সরকাররা। সবশেষে হয় মিষ্টিমুখ।

বাবুপাড়া দুর্গাবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে বসন্ত উৎসব করে অগ্নিবীণা। এদিন সংগঠনের মহিলারা হলুদ শাড়ি পরে সেজে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পরে দুর্গাবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন তাঁরা।

## কমিটি গঠন

**ফালাকাটা, ২৩ মার্চ :** ফালাকাটায় ভুয়ো ভোটার ধরতে কমিটি গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ফালাকাটা টাউন ক্লাবকক্ষে এর জন্য জরুরি সভা ডাকে ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। সভায় টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে ভুয়ো ভোটার ও বহিরাগত ভোটার চিহ্নিত করার পদ্ধতিও আলোচনা করা হয়। টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, 'শহরের ১৮টি ওয়ার্ডে ভুয়ো ভোটার ও বহিরাগত ভোটার চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই এদিন ১৮টি ওয়ার্ডের ৪১ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সোমবার থেকে এই কমিটির সদস্যরা এলাকার কাউন্সিলারদের নিয়ে ওয়ার্ডে ঘুরবেন।'

## অনুষ্ঠান

**বীরপাড়া, ২৩ মার্চ :** বীরপাড়ার সুভাষপল্লির নেতাজি পাঠাগারের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় শনি এবং রবিবার। শনিবার দিনভর প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সন্ধ্যায় হয় 'মেধাযুদ্ধ' শীর্ষক কুইজ প্রতিযোগিতা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে কুইজ প্রতিযোগিতাটি প্রশংসা কুড়োয়। রবিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ শুরু হয় অনুষ্ঠান। এদিন সলিল চৌধুরীকে নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়াও সংগীতানুষ্ঠান হয়। রাতে মঞ্চস্থ হয় নাটক 'আঁধি'।

## শহিদ দিবস

**বীরপাড়া ও ফালাকাটা, ২৩ মার্চ :** রবিবার বীরপাড়া চৌপথিতে ভগৎ সিংয়ের ৯৫তম শহিদ দিবস পালন করে এআইইউটিইউসি ও ছাত্র সংগঠন ডিএসও। ছিলেন এআইইউটিইউসির জেলা সম্পাদক মৃণালকান্তি রায়, শ্রমিক নেতা গোপাল খেশ, গোপীনাথ ছেত্রী। ডিএসওর তরফে ভগৎ সিংয়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিশাল রায়, বিবেক রায়রা। এসএফআইয়ের ফালাকাটা ৩ নম্বর লোকাল কমিটির তরফেও শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে বড়ডোবা নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়।

*বীরপাড়ায় নেতাজি পাঠাগারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য।*

## স্মাইল ট্রেইন ও আনন্দলোকের উদ্যোগ

**নিউজ ব্যুরো, ২৩ মার্চ :** স্মাইল ট্রেইন ও আনন্দলোক হসপিটালের যৌথ উদ্যোগে ক্লেফট লিপ ও ক্লেফট প্যালেট (মুখের তালু কাটা ও ঠোঁট কাটা) নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় রবিবার। আলিপুরদুয়ার শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্র মঞ্চে এই শিবিরটি হয়। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলার ৪৫০ জন আশাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ক্লেফট লিপ ও ক্লেফট প্যালেট মূলত নিউট্রিশনের অভাবে হয়ে থাকে। অনেকসময় আবার জেনেটিক সমস্যাও থাকে। আশাকর্মীদের সঙ্গে এই রোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। কারও মধ্যে রোগটি দেখা দিলে যাতে তাকে সরাসরি আনন্দলোক হসপিটালে পাঠানো হয়, এই বিষয়ে আশাকর্মীদের জানানো হয়। বিনামূল্যে আনন্দলোকে এর চিকিৎসা হয়।

রবিবার ক্লেফট রোগ থেকে সেরে ওঠা এক খুদে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে। উপস্থিত ছিলেন স্মাইলের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ডাঃ নীলা ভট্টাচার্য, আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দলোক হসপিটালের এমডি ডাঃ সুশান্তকুমার রায় সহ জেলার অন্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

*আলিপুরদুয়ারের রবীন্দ্র মঞ্চে সচেতনতামূলক শিবির।*

# আলিপুরদুয়ারে পরপর নাট্যোৎসব ও নাট্যমেলা

**আয়ুষ্মান চক্রবর্তী**

**আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ :** আলিপুরদুয়ারে নাটকের চর্চা বজায় রাখতে আয়োজন হতে চলেছে নাট্যোৎসব ও নাট্যমেলার। আলিপুরদুয়ার নবাঙ্কুর নাট্যজনের পরিচালনায় এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির আর্থিক সহযোগিতায় 'বক্সা জয়ন্তী নাট্যোৎসব ২০২৫' শুরু হতে চলছে। প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠীও তাদের তৃতীয় বর্ষের 'সমকণ্ঠ নাট্যমেলা ২০২৫' আয়োজন করতে চলেছে এপ্রিলের প্রথমদিকে।

আলিপুরদুয়ারে নাটকের চর্চা বহু বছর ধরেই চলছিল। মাঝে তা একটু ফিকে হয়ে গেলেও এখন আবার ঘনঘন নাট্য উৎসব হচ্ছে। পুরোনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে ও নাট্যচর্চাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতেই এই উদ্যোগ।

২৮ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে হতে চলা এই 'বক্সা জয়ন্তী নাট্যোৎসব ২০২৫' এবার তৃতীয় বর্ষে পড়ল। আয়োজকদের তরফে জানা গিয়েছে, প্রথম দিনে রঘুনাথগঞ্জ থিয়েটার গ্রুপের 'ঘরে ফেরা', কোচবিহারের ভেটাগুড়ির কালকূট নাট্য সংস্থার 'কর্কট' ও মাখলা শিল্পকের 'খোলা জানালা' নাটক রয়েছে। দ্বিতীয় দিনে থাকছে আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠীর 'পিশাচকাল', আলিপুরদুয়ার নবাঙ্কুর নাট্যজনের 'বাঁধ ভেঙে দাও', জলপাইগুড়ি রূপায়ণের 'পাগল' নাটক রয়েছে। সেইসঙ্গে শেষ দিনে থাকছে পলাশবাড়ি ভাবনা নাট্যমের 'চরিত্রবান চোর' নাটক, দ্বিতীয় নাটক রয়েছে কোচবিহার বর্ণনার 'শাস্তি' এবং আলিপুরদুয়ার নবাঙ্কুর নাট্যজনের 'শবাগার' নাটক। সেইসঙ্গে আগামী ২৯ মার্চ শিকড়ের থিয়েটার-এর ওপর সেমিনার রয়েছে। আমন্ত্রিত নৃত্যানুষ্ঠানও থাকছে। ওই নাট্যগোষ্ঠীর সম্পাদক রাজীব রায় বলেন, 'অলিপুরদুয়ারের নাট্যপ্রেমীরা এই আয়োজনে খুশি হবেন আশা করছি। নাট্যদলগুলোকে আহ্বান জানিয়েছি। আমাদের এই ভাবনা আশা করি সকলের খুব ভালো লাগবে।'

নবাঙ্কুর নাট্যজনের মতো আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠী তাদের তৃতীয় বর্ষের 'সমকণ্ঠ নাট্যমেলা ২০২৫' আয়োজন করতে চলেছে ৮ ও ৯ এপ্রিল। আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি চত্বরে 'খুশি দত্ত ও রতন সাহা স্মৃতিমঞ্চে' এই আয়োজন হবে। উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চাকে আরও বেশি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ভাবনা। ৭ এপ্রিল অর্থাৎ এই নাট্যমেলার আগের দিন 'নাটকের জন্য হাঁটুন' শীর্ষক শোভাযাত্রা রয়েছে। ৮ এপ্রিল অর্থাৎ নাট্যমেলার প্রথম দিন পলাশবাড়ি ভাবনা নাট্যমের 'পিপাসা,' আলিপুরদুয়ার নবাঙ্কুর নাট্যজনের 'শবাগার', সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠীর 'পিশাচকাল' রয়েছে। শেষ দিনে কোচবিহারের ইন্দ্রায়ুধের 'জ্বালা,' কালকূট নাট্য সংস্থার 'ভারী' এবং মালদার বিশানের 'বানরের থাবা' নাটক রয়েছে। সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠীর সম্পাদক সিন্টু দত্ত বলেন, 'নাটকের মাধ্যমে সমাজের ভালোমন্দ দিক ফুটিয়ে তোলা যায়। থিয়েটার হল জীবন্ত দর্শন। নতুন প্রজন্মকে নাটকমুখী করার লক্ষ্য নিয়েই আমাদের এই নাট্যমেলার আয়োজন। প্রতিবারের মতো এবারও আশা করছি ভালো সাড়া পাব।'

*আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠী ও নবাঙ্কুর নাট্যজনের মহড়া। রবিবার। - সংবাদচিত্র*

# ডাম্পার আটকে দিলেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা

পিকাই দেবনাথ

**কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ মার্চ :** অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলায় শনিবার রাতে খড়ডাঙ্গা-১ নম্বর অঞ্চলের উত্তর নারারথলির সিমলাবাড়ি এলাকায় বাসিন্দারা ডাম্পার আটকে দেন। রায়ডাক-২ নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলায় সেখানেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। এমনকি ডাম্পারচালক ও গ্রামবাসীদের মধ্যে হাতাহাতিও হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রায়ডাক-২ নদী থেকে বালি-পাথর তুলে সুদর্শন চৌপথি হয়ে খোয়ারডাঙ্গা বাজার পেরিয়ে সেই ডাম্পার চলাচল করে। ওই এলাকা দিয়ে রাতের দিকে দ্রুতগতিতে ডাম্পার চলাচল করায় রীতিমতো দুর্ঘটনার আতঙ্কে থাকেন গ্রামবাসীরা। এমনকি বিকট আওয়াজে ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটে। যত রাত বাড়ে, ততই এই আওয়াজ বাড়তে থাকে।

স্থানীয় রণজিৎ মালগিরি বলেন, 'এই ডাম্পারের আওয়াজে রাতে ঘুমোনো যায় না। আমরা ডাম্পারচালককে কিছু বলতে গেলে বালি মাফিয়ার হুমকির মুখে পড়ি। তার সঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ তো আছেই। প্রশাসনের কাছে একটাই আর্জি এই এলাকায় ডাম্পার চলাচল বন্ধ করা হোক।'

মৃত্যুঞ্জয় মাহাতোর কথায়, 'নদী খনন করে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। দিন-দিন এমন করায় নদীর গতিপথ বদলে যাচ্ছে। পরিবেশে এর প্রভাব পড়বে। কিন্তু এত সমস্যা দেখেও পুলিশ ও প্রশাসন উদাসীন। আমাদের দাবি, তারা দ্রুত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।' এই নদীখনন বন্ধ না হলে বড় আন্দোলনে শামিল হওয়ার হুমকি দিয়েছেন গ্রামবাসী।

এ বিষয়ে কুমারগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক তথা বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ওরাওঁ বলেন, 'নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলার বিষয়টি আমি বিধানসভায় বলেছি। এখন এই পুরো বিষয়টি বিচারাধীন। সবসময় গ্রামবাসীদের পাশে রয়েছি।' এ বিষয়ে কুমারগ্রাম ব্লকের বিএলএলআরও দীপক দাসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল বলেন, 'এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা এখনও কোনওরকম লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি।'

# মাটি পাচারে ঘরঘরিয়ায় বাঁধ

**পুণ্ডিবাড়ি, ২৩ মার্চ :** পাচারে যাতে সুবিধা হয়, সেজন্য নদীর গতিপথই বদলে দিতে চাইছে মাটি মাফিয়ারা। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়খাতায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেখানে ঘরঘরিয়া নদীর বুক থেকে দীর্ঘদিন ধরেই দেদারে চলছে মাটি পাচার। বাণেশ্বর এলাকার দু-একজন সেই কারবার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। আর সেই মাটি পাচারের সুবিধার জন্য তারা নদীর স্থায়ী বাঁধ কেটে রাস্তা তৈরি করে নিয়েছে। যার ফলে আগামী বর্ষায় সেই দুর্বল নদীবাঁধ যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। পাশাপাশি নদীর ভাঙনে অনেকে কৃষিজমি হারানোর আশঙ্কাও করছেন।

নদীর বাঁক বদলে দেওয়ার সেই চেষ্টা আপাতত অবশ্য গ্রামবাসীরা আটকে দিয়েছেন। তবে কতদিন তাঁরা মাটি মাফিয়াদের আটকে রাখতে পারবেন, নিজেরাও জানেন না। এব্যাপারে জানতে চেয়ে কোচবিহার-২ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক নারায়ণ দাসকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। স্থানীয়দের অভিযোগ, তাঁদের এলাকায় মাটি কারবারিরা দিনের পর দিন ঘরঘরিয়া নদী থেকে যেভাবে মাটি কাটছে, তার ফলে নদী তার নিজস্ব গতিপথ হারাতে বসেছে।

## বার্ষিক সম্মেলন

**বারবিশা, ২৩ মার্চ :** বারবিশা দক্ষিণ রামপুর সারদাপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রবিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর কুমারগ্রাম ব্লক কমিটির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন হল। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২২৫ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি সম্মেলনে অংশ নেন। বিশেষভাবে সক্ষমদের স্বার্থ, অধিকার এবং দাবি আদায়ে বারবিশার বিভিন্ন রাস্তায় সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা মিছিলে হাঁটেন। বাবুল সাহাকে সভাপতি, মৃদুলকান্তি সাহাকে সম্পাদক এবং রতন আচার্যকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩ বছরের জন্য মোট ২৯ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

## রক্তদান শিবির

**ফালাকাটা, ২৩ মার্চ :** ফালাকাটা হাটখোলা ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় রক্তদান শিবির হল রবিবার। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লক্ষ্মণকুমার দে-র স্মরণে এই আয়োজন। ফালাকাটা ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় এই শিবির হয়। ক্লাবের কর্মকর্তা চন্দন সাহাচৌধুরী বলেন, 'এদিন দুজন মহিলা সহ মোট ৪৬ জন রক্তদান করেন।'

## দুর্ঘটনা

**শামুকতলা, ২৩ মার্চ :** রবিবার শামুকতলা থানার ৩১সি জাতীয় সড়কের চেপানি এলাকায় একটি সিমেন্টবোঝাই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। কেউ আহত হননি। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

## বিসর্জন

**শালকুমারহাট, ২৩ মার্চ :** রবিবার শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পেল্কাকুড়ায় তেরো হাত শ্মশানকালী প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। ১ চৈত্র ধুমধাম করে শ্মশানকালীর পুজো হয়। তারপর চলে কালীমেলা। তবে এখন শুখা মরশুম। তাই পাম্প চালিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় বলে কমিটির সভাপতি অনিল বর্মন জানিয়েছেন।

## কাজের সূচনা

**কালচিনি, ২৩ মার্চ :** রবিবার কালচিনির ভাটপাড়া চা বাগানে রাস্তা সংস্কারের কাজের ফিতে কেটে সূচনা করলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। ভাটপাড়া বি ফ্যাক্টরি চৌপথি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার পেভার্স ব্লকের রাস্তাটির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

### দেড় মাস ধরে কালভার্ট ভাঙা

# বর্ষায় ভোগান্তির আশঙ্কা

সুভাষ বর্মন

**ফালাকাটা, ২৩ মার্চ :** এক বছর আগে পাকা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়ে মাঝপথে আটকে রয়েছে। শিশাগোড় বাসস্ট্যান্ড থেকে দক্ষিণদিকে বালুরঘাট পর্যন্ত রাস্তাটিতে একটি বাম আমলের কালভার্ট ছিল। পুনরায় সেটিকে নির্মাণের জন্য মাস দেড়েক আগে কালভার্টটিকে ভেঙে ফেলা হয়। ভেঙে ফেলাই সার, কারণ এতদিনেও কালভার্ট তৈরির কাজ শুরু হতে দেখা গেল না।

ভাঙা কালভার্টের পাশ দিয়ে বাইক, সাইকেল, টোটো নিয়ে যাতায়াত করছেন এলাকাবাসী। এদিকে সামনেই বর্ষাকাল। বর্ষার আগে কালভার্টের কাজ শেষ না হলে চরম ভোগান্তিতে পড়বেন কালীপুর, পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি, লাফাবাড়ি, মাছুয়াটারি গ্রামের বহু মানুষ। জেলা পরিষদের তরফে অবশ্য বিষয়টি দেখার আশ্বাস মিলেছে।



ভাঙা কালভার্টের পাশ দিয়ে যাতায়াত। ফালাকাটার কালীপুরে।

ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের শিশাগোড় বাসস্ট্যান্ড থেকে দক্ষিণদিকে ব্যাংকপাড়া, কালীপুর, মুসলিমটারি হয়ে একটি রাস্তা গিয়েছে বালুরঘাট পর্যন্ত। এক বছর আগে প্রায় ৬ কিমি এই রাস্তাটি পাকা করার কাজ শুরু হয়। রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এই রাস্তাটির জন্য ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। স্থানীয়রা জানালেন, কাজ শুরুর পর কয়েক মাস কাজ হয়েছিল। এই রাস্তায় ব্যাংকপাড়ার শেষপ্রান্তে একটি বড় নালার ওপর ছিল একটি কালভার্ট। এতদিন ওই কালভার্টের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতেন কয়েকটি গ্রামের মানুষ। কালভার্টটি ভেঙে ফের তৈরির শুরু না হওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন এলাকাবাসী। ব্যাংকপাড়ার দুলাল মণ্ডলের চাষের জমি রয়েছে কালীপুরে। দুলালের কথায়, 'বর্ষাকালে বারবার জমিতে যেতে হয়। কালভার্টটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। নতুন কালভার্টের কাজও হচ্ছে না। এভাবে থাকলে তো বর্ষায় যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাবে।' কালীপুরের সোমারু বর্মন রোজ টোটো নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। তাঁর গলাতেও একই অভিযোগের সুর। জানালেন, এখন ভাঙা কালভার্টের পাশ দিয়ে কোনওরকমে যাতায়াত করা যাচ্ছে। বর্ষাকালে তো সেটা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য ঝন্টু সরকারের তোপ, 'এখন যদি নতুন কালভার্টের কাজ না-ই হয়, তাহলে পুরোনো কালভার্টটি এত আগে কেন ভেঙে ফেলা হল? দু-আড়াই মাস পরেই বর্ষা। দ্রুত কাজ না হলে বর্ষায় চার গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়বেন।'

নতুন রাস্তার কাজের সূচনার সময় উপস্থিত ছিলেন এই এলাকা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায়। তাঁকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বললেন, 'মানুষ এই সমস্যার কথা জানিয়েছেন। রাস্তায় দ্রুত পিচ দেওয়ার কাজ শুরুর চেষ্টা চলছে। তার আগে নতুন কালভার্টের কাজ শুরু হবে।'

# সাফারি পার্কে আসছে সিংহী

রাহুল মজুমদার

**শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ :** শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসছে নয়া অতিথি। আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে নর্থবেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিমাল পার্কে একটি সিংহী আনা হচ্ছে বলে খবর। ২১ মার্চ রাজ্য জু অথরিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি চিঠি দিয়ে অরণ্য ভবনে জানিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি হাওড়ার ডিয়ার পার্ক থেকে দুটি ফিশিং ক্যাট (মেছো বিড়াল) পাঠানো হচ্ছে কোচবিহারের রসিকবিল মিনি চিড়িয়াখানায়। দুটির ক্ষেত্রেই রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপালের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অরণ্য ভবন থেকে সবুজ সংকেত পেলেই সিংহী শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হবে। তবে বিষয়টি নিয়ে পার্ক কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী ফোন ধরেননি, এসএমএসেরও জবাব দেননি।

গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরার সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা থেকে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে একজোড়া সিংহ নিয়ে আসা হয়েছিল। ওই সিংহ এবং সিংহীর নাম নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়। এমনকি সিংহীর নাম পরিবর্তন নিয়ে মামলাও দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে। যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করা হয়েছে নাম। এরপর সিংহীর ফলস প্রেগন্যান্সিও হয়।

সাফারি পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, জোড়া সিংহকে জনসমক্ষে আনার প্রক্রিয়া চলছে ঠিকই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা পরিবেশের সঙ্গে সেভাবে খাপ খাওয়াতে পারেনি। পাশাপাশি এনক্লোজারের কাজও চলছিল। সেকারণে এতদিন সিংহ জুটিকে প্রকাশ্যে আনা যায়নি।

এদিকে, সিংহীর হরমোনাল ট্রিটমেন্ট চলায় প্রজনন হচ্ছে না। যে কারণে রাজ্য জু অথরিটি আরও একটি সিংহীকে বেঙ্গল সাফারি পার্কে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। বাঘের মতো সাফারি পার্কে সিংহের সফল প্রজননের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ।




বেঙ্গল সাফারি পার্কে প্রবেশের অপেক্ষায় দর্শনার্থীরা। রবিবার। -সূত্রধর

## বৈষ্ণবনগরে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত ৩

**মোথাবাড়ি ও বৈষ্ণবনগর, ২৩ মার্চ :** সামনেই ইদ। তাই অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন এক তরুণ। ফরাক্কা স্টেশন থেকে তাঁকে নিয়ে বাইকে রওনা দেন দুই বন্ধু। সেখানেই ঘটে গেল অঘটন। বাড়ি ফেরা হল না কারও। রবিবার সকালে ১৮ মাইলের কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিন বন্ধু। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। তাঁদের বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না।

মৃতরা হলেন, সাবির আলাম(২২), রমজান শেখ (২২) ও সাদিকুল ইসলাম(২৪)। প্রত্যেকের বাড়ি মোথাবাড়ির মেহারাপুর নতুন পাড়ায়। সাবির ছ'মাস আগে অন্ধ্রপ্রদেশে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। রমজান এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। সাদিকুল ইসলামও পরিযায়ী শ্রমিক। কিছুদিন আগে বাড়ি এসেছেন। ইদ উপলক্ষ্যে এদিন বাড়ি ফিরছিলেন সাবির। তাঁকে আনতেই সাদিকুল ও রমজান হেলমেটহীন অবস্থায় বাইক নিয়ে ফরাক্কা স্টেশনে যান। সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ এখনও প্রচারের শীর্ষে। তবু তাতে যে আদপে কর্ণপাতই করছে না কেউ, এই দুর্ঘটনা যেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বৈষ্ণবনগর থানার ওসি বিপ্লব হালদারের বক্তব্য, 'এত দুর্ঘটনা ঘটছে কিন্তু একশ্রেণির তরুণ কিছুতেই ট্রাফিক নিয়ম মানছে না। ফলে দুর্ঘটনা ও মৃত্যু দুটোই বাড়ছে। ওরা রং রুটে, হেলমেট না পরে বাইক চালাচ্ছিল।'

মৃত রামজানের বাবা সাদিকাতুল ইসলামের শোক, 'আজ ভোর ৪ টায় উঠে রান্নাবান্না করেছি। তারপর খেয়েদেয়ে রোজা রাখি। ছেলেটো হঠাৎ বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায়। বলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুকে নিয়ে ফিরে আসছি। কিন্তু এক ঘন্টা পর ও নয়, মর্মান্তিক খবরটা এলো।' তাঁর আফসোস, 'এত করে বলতাম হেলমেট পড়ে বাইক চালা। কিন্তু কখনও সেটা শোনেনি। হেলমেট পরলে হয়তো ছেলেগুলো বেঁচে যেত।' আইএনটিটিইউসির কালিয়াচক-২ ব্লক সভাপতি মহম্মদ ফারুক আবদুল্লার আশ্বাস, মৃতদের মধ্যে যে ভিনরাজ্য থেকে আসছিল, তার নাম নথিভুক্ত আছে। তার পরিবার সবরকম সুযোগসুবিধা পাবে। বাকি দুজনের পরিবারকে সাহায্য করবে শ্রমিক সংগঠন।

## সিটের নীচে

*প্রথম পাতার পর*

এসটিএফের কাছে। এদিন ভোরে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে আসা সেই লরিটিকে অসম-বাংলা সীমানায় নাকা চেকিং পয়েন্টে দাঁড় করায় এসটিএফ। তল্লাশি চালাতে চক্ষু চড়কগাছ! চালকের বসার আসনের নীচে গোপন কুঠুরি নজরে আসে তদন্তকারীদের। সেখান থেকে গোলাপি, কমলা ও সবুজ রংয়ের চার প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে মিলেছে তিনটি মোবাইল ফোন এবং নগদ ২,৬৯০ টাকা। এই ঘটনার পেছনে আর কারা জড়িত, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। এদিন নাকা চেকিংয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি এসটিএফের আধিকারিক জয়দেব ঘোষ সহ অন্য কর্তারা।

পুলিশের অনুমান, এই প্রথম নয়। এর আগেও অসম-বাংলা সীমানা দিয়ে হেরোইন, ইয়াবা, গাঁজা পাচারের চেষ্টা চালিয়েছে পাচারকারীরা। এদিকে, পরপর মাদক বাজেয়াপ্ত হতেই অনেকে আশঙ্কা করছেন যে, দিনের পর দিন মাদক পাচারের করিডর হয়ে উঠেছে অসম-বাংলা সীমানার বক্সিরহাট এলাকা। বাইরের রাজ্য থেকে আসা এসব সামগ্রী বক্সিরহাট করিডর হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে। আবার কখনও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি থেকে এই করিডর দিয়েই মাদক পৌঁছে যাচ্ছে অন্যান্য রাজ্যেও।

শনিবার সন্ধ্যায় নাকা চেকিং চলাকালীন ২০০ গ্রাম নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ নুরজামাল আলি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশ। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের নেতৃত্বে পিকনিধারা এলাকায় নাকা চেকিং চলছিল। সেসময় পুলিশ দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সাদ্দাম। এরপর পুলিশ তাকে আটক করে, হেলমেটের ভেতর থেকে ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বাজেয়াপ্ত করে।

## কাঁটায় সংকটে

*প্রথম পাতার পর*

গেয়ে তৃণমূলের চা শ্রমিক সংগঠনের সহ সভাপতি উত্তম সাহা বলছেন, 'এতদিন মসৃণভাবেই বাগান চালিয়েছে মেরিকো। কিন্তু গত বছর অনাবৃষ্টি সহ নানা কারণে কোটি কোটি টাকা লোকসান হয় সংস্থাটির। আমরা বাগানগুলির তিরিশ বছরের লিজের দাবি নিয়ে ক্যাবিনেটের দ্বারস্থ হয়েছি।' চা বাগান নিয়ে রাজনীতি না করে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি দেখার আহ্বান তাঁর। এদিকে, কয়েক মাস আগেই উপনির্বাচনের সময় চা বলয় চষে বেড়িয়েছেন তৃণমূল নেতারা। এখন তো তাঁরাও বাগানগুলি এড়িয়ে যাচ্ছেন অস্বস্তিতে পড়ার ভয়ে।

# এক ট্রাকে পৌনে দু'কোটির মদ

*প্রথম পাতার পর*

হাসিমারা ও নাগরাকাটার দুজন কারবারি ঘটনাস্থলে হাজির ছিল। যদিও ধরা পড়েনি। তাদের খোঁজ শুরু হয়েছে।

শনিবার রাতে অভিযান চালানো হলেও, সেই মদবোঝাই ট্রাকটি কিন্তু গত দু'দিন ধরে নিমতি দোমোহনির একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে রাস্তার পাশে পার্ক করা ছিল। মদের কারবারিদের উদ্দেশ্য ছিল অল্প অল্প করে মদের বোতল ট্রাক থেকে নামিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া হবে। গোপন সূত্রে সেই খবর পায় আবগারি দপ্তরের জয়গাঁ শাখা। পরবর্তীতে জেলার আবগারি দপ্তরের অন্য শাখার আধিকারিক ও কর্মীরা মিলে অভিযান চালান। জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড় করানো অবস্থায় ট্রাকে তল্লাশি চালানোয় সমস্যা হতে পারে। তাই ট্রাকটিকে প্রথমে জয়গাঁয় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ট্রাকের ভেতরে থাকা সিমেন্টের ইট সরাতেই চিচিং ফাঁক!

আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে প্রায় ৬ কোটি টাকার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। টাকার অঙ্কে তার পরেই রয়েছে এই অভিযান। ওই ট্রাকে প্রায় ৬ হাজার লিটার মদ পাচার করা হচ্ছিল।

ভুটানি মদের মতোই অরুণাচলপ্রদেশে মদের দাম অনেকটাই সস্তা। তাই ভুটানের রুটে মদ পাচারে সমস্যা হওয়ায় চোরাকারবারিরা অরুণাচলপ্রদেশ থেকে পাচারে ঝুঁকেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আবগারি দপ্তরের জেলা সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানিয়েছেন, অবৈধ মদ পাচার রুখতে সবরকম পদক্ষেপ চলবে।

# গুমরে মরছে দিনাজপুর ও মালদা

*প্রথম পাতার পর*

দক্ষিণ দিনাজপুরের কথাই ধরা যাক। এক বাণগড় ছাড়া এই জেলার বাইরের কোনও ব্যক্তি আর অন্য কোনও ভ্রমণ স্থানের নাম বলতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই দক্ষিণ দিনাজপুরে রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক স্থান যা আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন প্রান্তিক জেলা বলেই এই অবস্থা। সেটা ভুল নয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ঐতিহাসিক বিশেষত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সর্বাধিক অংশ রয়েছে গঙ্গারামপুরে। তারপরেও এখনও অবধি বাণগড়কে কেন্দ্র করে তৈরি হল না কোনও সংগ্রহশালা। সেটা হলে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত মূর্তি সহ প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা যেত আরও ভালোভাবে। একটি সংগ্রহশালা পর্যটনের জন্য অনেক সম্ভাবনা তৈরি করে। বহু পর্যটনস্থলে আমরা শুধুমাত্র সংগ্রহশালা দেখতেই ভিড় করি। এছাড়াও রয়েছে পঞ্চরথ মন্দির, বিরূপাক্ষ বাণেশ্বর মন্দির, আতাশাহের দরগা, কালদিঘি ও ধলদিঘি প্রভৃতি। এগুলো সব গুরুত্বের বিচারে এক একটি পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারত। মালদা জেলাতেও এরূপ প্রচুর ঐতিহাসিক স্থাপত্য রয়েছে যেগুলো অল্প হলেও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে প্রচারিত হয়েছে এবং পর্যটক যাচ্ছেন। কিন্তু সেদিক থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর একেবারেই পিছিয়ে রয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় একটি ঐতিহাসিক মূর্তি বা ইট পাওয়া গেলেও সেখানে গড়ে ওঠে পর্যটনকেন্দ্র। নেতা, মন্ত্রীরা কে কার আগে সেখানে পৌঁছোবেন তার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অথচ আজও বাণগড় অসংরক্ষিত (দেখভালের দায়িত্বে কেউ নেই) স্থান হবার কারণে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর পেছনে বড় কারণ হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ঠেলাঠেলি। একে অপরকে শুধু দোষারোপ করে দায় সারছে আর ভোটের মুখে নির্বাচনি ললিপপ হিসেবে বাণগড়কে ব্যবহার করছে। বারবার শুনছি বরাদ্দ হচ্ছে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কাজ হচ্ছে না এবং খননকার্য শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পরিদর্শনের পরেও বাণগড়ের ভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি।

সবমিলিয়ে পর্যটনের প্রসারে ব্রাত্য উত্তরবঙ্গের মধ্যেই কার্যত দুয়োরানির দশা দুই দিনাজপুর এবং মালদা জেলার। সুধীজনেরা এবার এগিয়ে এসে একটু আওয়াজ করুন, যাতে নেতা ও প্রশাসনের বাবুদের কানে সেই শব্দ পৌঁছায়।

# প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে প্রৌঢ়ের মৃত্যু

**তুফানগঞ্জ, ২৩ মার্চ :** সাতসকালে বেপরোয়া গতির তাণ্ডব তুফানগঞ্জে। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে সেই গতির বলি হলেন এক প্রৌঢ়। রবিবার ভোরে কামারপট্টি রোডে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। তারাই গুরুতর জখম ওই ব্যক্তিকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। সাতসকালে এমন মর্মান্তিক ঘটনার খবর চাউর হতেই এলাকায় শোকের ছায়া নামে। তুফানগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নিধারা মনোজ কুমার জানান, দুর্ঘটনায় এক প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে। সিসিটিভির ক্যামেরার সূত্র ধরে গাড়িটি চিহ্নিত করার কাজ চলছে। একইসঙ্গে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ পথে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিতে চলেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রাজেশ্বর শর্মা (৫৭)। বাড়ি তুফানগঞ্জ শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কামারপট্টিতে। অন্যদিনের মতো এদিনও তিনি প্রাতর্ভ্রমণের জন্য রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়ে ছিলেন। সে সময় পাশ দিয়ে আসা একটি ভারী গাড়ি তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায়। তিনি ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে সেখানে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতের ভাইপো সন্তোষ শর্মা জানান, রাস্তায় হইচই শুনে বেরিয়ে এসে দেখি কাকার নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। দেহ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার আগেই সব শেষ। মৃতের প্রতিবেশী রবি শর্মা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'রাত ১১টা বাজতে না বাজতেই রাস্তাটি দিয়ে বেপরোয়াভাবে ট্রাক, লরি, ডাম্পার চলাচল করে। সকাল ছ'টা পর্যন্ত এই দৌরাত্ম্য চলে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দিয়ে দৈনিক অগণিত মানুষ যাতায়াত করেন। গাড়িগুলির গতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশি নজরদারি ও টহল জরুরি।'

এদিন দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় মানুষজন রাস্তায় নেমে আসেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁরা ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন। এর জেরে ওই সড়কে বেশ কিছুক্ষণের জন্য যানজট সৃষ্টি হয়। এ পথে দুর্ঘটনা রোধে স্থানীয় বাসিন্দারা স্পিডব্রেকার বসানোর দাবি তোলেন। তাঁদের দাবি মেনে কিছুক্ষণ পর তুফানগঞ্জ থানার ট্রাফিক ওসি ওই পথে ব্যারিয়ার বসানোর ব্যবস্থা করেন। এরপরই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

সাতসকালে এমন ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রানিরহাট বাজার মোড়ে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের খবর মেলে। ঘটনায় দুই বাইকের চালক বা আরোহী কেউ তেমন গুরুতর জখম না হলেও অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান তাঁরা। সব মিলিয়ে শহরের রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রী তথা প্রবীণ নাগরিকরা।

৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দিলীপ দে বলেন, 'ডাক্তারের পরামর্শে সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখন শহরের রাস্তায় হাঁটার উপায় নেই। হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, এই বুঝি বেপরোয়া কোনও গাড়ি পিষে দিয়ে চলে যাবে। পথ নিরাপত্তা বাড়াতে পুলিশের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া জরুরি।'

# জানতেন জয়শংকর

*প্রথম পাতার পর*

বিদেশমন্ত্রী কমিটিকে জানিয়েছেন, বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফরের সময় থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে কেন্দ্র। তবে আগামী মাসের ২-৪ তারিখ বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ইউনূসের দেখা হবে কি না, সে সম্পর্কে কিছু জানাতে চাননি জয়শংকর।

বাংলাদেশে অবশ্য নতুন করে রাজনৈতিক সংকটের মেঘ ঘনাচ্ছে। আওয়ামি লিগের সংশোধিত গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক পুনর্বাসন দিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী লাগাতার চাপ দিচ্ছে বলে জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লা সম্প্রতি ফেসবুক পোস্টে দাবি করেছেন। সেই দাবি অবশ্য খারিজ করে দিয়েছে সেনার সদর দপ্তর।

সেনা সদরের বিবৃতিতে বরং 'হাসনাত আবদুল্লার পোস্টটি রাজনৈতিক স্টান্টবাজি ছাড়া কিছু নয়' বলে মন্তব্য করা হয়েছে। ২৭ বছর বয়সি ছাত্র নেতার বক্তব্যকে 'অত্যন্ত হাস্যকর এবং অপরিণত গল্পের সম্ভার' বলেও মন্তব্য করেছে বাংলাদেশ সেনা। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে তাঁদের বৈঠকের পর হাসনাত ও সারজিস আলমের ভিন্ন ভিন্ন ফেসবুক পোস্ট নিয়ে আবার নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির অন্দরে প্রবল অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

দলের অনেকে ওই পোস্টগুলিকে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অর্জনের রাজনীতি বলে মনে করেছেন। দলের মধ্যে আলোচনা না করে এরকম মন্তব্য করায় প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। সেনা ও ছাত্র নেতাদের এই স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে বিএনপি'র পক্ষ থেকে ইউনূস সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সংবিধানের প্রস্তাবনা পরিবর্তন করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে একই বন্ধনীতে রাখায় তাদের আপত্তি আছে।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছে রবিবার সেই আপত্তি জানিয়ে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সংবিধানের প্রস্তাবনার খসড়ায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানকে একই বন্ধনীতে রাখা ঠিক হয়নি। সংবিধানের প্রস্তাবনাই আগের মতোই থাকা দরকার। জুলাই অভ্যুত্থানকে সংবিধানের অন্যত্র বা তফশিল অংশে রাখা যেতে পারে।

# উত্তরের আলু চাষে গাঢ় হচ্ছে লোকসানের ছায়া

**ধূপগুড়ি, ২৩ মার্চ :** রাজ্য সরকার সহায়কমূল্য বেঁধে দিয়েছে কেজি প্রতি ৯ টাকা। অথচ মাত্র ৭ থেকে সাড়ে ৭ টাকা কেজি দরে সাদা জ্যোতি আলু বেচতে বাধ্য হচ্ছেন উত্তরের কৃষকরা। গত বছর এই সময়ে ১২ থেকে ১৪ টাকায় আলু বিক্রি হয়েছিল। যার তুলনায় এবারে দাম প্রায় অর্ধেক। একদিকে যেমন দক্ষিণবঙ্গ ও অসম সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে উত্তরবঙ্গের আলুর চাহিদা পড়ে যাওয়াকে কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে, তেমনই স্থানীয় বড় আড়তদার ও মজুতদারদের আলু কেনার অনীহাকেও অনেকে আলুর পড়তি বাজারদরের কারণ হিসেবে তুলে ধরছেন। মোটের ওপর দাম পড়ে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন লাখ লাখ আলুচাষি।

কৃষক ও ব্যবসায়ীদের তরফে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, চলতি মরশুমে আলুর অতিরিক্ত ফলন না হলেও গতবারের তুলনায় তেমন ঘাটতি নেই। তবে গতবছর দক্ষিণবঙ্গের বর্ধমান, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলোতে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতির কারণে উত্তরবঙ্গ থেকে বিশাল পরিমাণ আলু কিনেছিলেন দক্ষিণবঙ্গের মজুতদার ও ব্যবসায়ীরা। এবার রাজ্যের দক্ষিণ অংশে আলুর ফলন ভালো হওয়ায় উত্তরের আলুর চাহিদা তলানিতে।

পাইকার ও ফড়েদের দাবি, উত্তরবঙ্গ থেকে গত বছর দক্ষিণের জেলাগুলোয় যে পরিমাণ আলু গিয়েছিল, এবার তার সিকিভাগ চাহিদাও নেই। একইভাবে দেশের সবথেকে বড় আলু উৎপাদক অঞ্চল উত্তরপ্রদেশের ফারুকাবাদ, আগ্রা, কানপুরের মান্ডিগুলোয় আলুর অধিক ফলন ও সেখানকার গ্রেড করা বাছাই আলু অসম সহ উত্তর-পূর্বে রপ্তানিও একটা বড় কারণ। উত্তরপ্রদেশের গ্রেডেড আলু প্রায় সমান দামে পাওয়ায় উত্তরবঙ্গের জমি থেকে প্যাকেট করা নন-গ্রেডেড আলুর প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন না উত্তর-পূর্বের মজুতদার ও ব্যবসায়ীরা। ফলে লোকসানের আশঙ্কায় উত্তরবঙ্গের মজুতদাররা আলু কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এনিয়ে উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, 'লগ্নি ফেরার ঝুঁকি সহ নানা কারণে ব্যবসায়ীরা আলু কেনায় আগ্রহী নন। কৃষকরাও বর্তমান দরে আলু বেচতে চাইছেন না। শুধু রাজ্য নয়, এই মুহূর্তে দেশের মধ্যে উত্তরবঙ্গে আলুর দর সবথেকে কম।'

গোদের ওপর বিষফোড়া হয়েছে, সরকারি দর ঘোষণা এবং আলু কেনার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও বাস্তবে আলু না কেনা। দাম পড়ে যাওয়ায় বিক্রির বদলে হিমঘরে আলু মজুত করতে চাইছেন কৃষকরা। তবে যাঁরা চাষের জন্যে ঋণ নিয়েছেন, তাঁরা সেই সুযোগও পাচ্ছেন না। ফলে এককথায় অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছেন একাংশ আলুচাষি। এনিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বাম কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি প্রাণগোপাল ভাওয়াল বলেন, 'কাগুজে নির্দেশিকা এবং জটিল পদ্ধতিতে আটকে না থেকে সরকার সমবায়গুলির মাধ্যমে নিজেদের ঘোষিত দরে সরাসরি চাষির থেকে আলু কিনুক। আলুচাষিদের ব্যাপক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে এপ্রিলের গোড়া থেকেই রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে ঝাঁপাব আমরা।'



ধূপগুড়ির এক জমি থেকে আলু তুলে বস্তাবোঝাই করা হচ্ছে। রবিবার।

আশঙ্কা করা হচ্ছে, আগামী এক-দুই সপ্তাহে বাইরে আলুর চাহিদা এবং স্থানীয় স্তরে দাম না বাড়লে, হিমঘরে আলু মজুতের চাহিদা তুঙ্গে উঠতে পারে। তার জেরে বন্ডের হাহাকার হওয়ার সম্ভাবনাও ওড়ানো যাচ্ছে না। হিমঘর ব্যবসায়ীদের দাবি, বর্তমান আলু ঢোকার গতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জেলার সমস্ত স্টোর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে। এর মাঝে কিছুটা হলেও দাম পাচ্ছেন যাঁরা লাল হল্যান্ড আলু চাষ করেছেন। বর্তমানে লাল হল্যান্ড আলু ১০ থেকে ১১ টাকায় বিক্রি করছেন কৃষকরা। তবে সেই চাষ মোট উৎপাদনের তুলনায় এতটাই কম, যার নিরিখে লোকসান সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। সবটা মিলে তলানিতে ঠেকা চাহিদা ও পড়তি দরে উত্তরের আলু চাষে লোকসানের ছায়া ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে।

# জয়ের শপথ নিয়ে নাইটরা গুয়াহাটিতে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

**কলকাতা, ২৩ মার্চ :** রাতটা হতেই পারত তাঁদের। শেষবারের চ্যাম্পিয়নদের দুর্গে শুরুটা খারাপ হয়েছিল, এমন নয়। কিন্তু তারপরই আচমকা ছন্দপতন।

ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়ার শুরু। যার শেষটা প্রায় মধ্যরাতের ইডেন গার্ডেন্সে যখন হল, কয়েক সেকেন্ডের জন্য হসপিটালিটি বক্সের বারান্দায় দেখা গেল গোমড়া মুখের শাহরুখ খানকে। সাধারণত ম্যাচ শেষের পর তিনি মাঠে নামেন। গতরাতের ইডেনে বাজিগর আর মাঠে ঢোকেননি। বরং হসপিটালিটি বক্স থেকেই হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিং খান দেখিয়েছিলেন তাঁর ক্যারিশমা। বাইশ গজের যুদ্ধে তাঁর দল তেমনটা করে দেখাতে পারল না। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম ম্যাচ হেরে আজ দুপুরের বিমানে গুয়াহাটি পৌঁছে গেলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। বুধবার সেখানে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ।

সেই ম্যাচের আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরমহলে এখন নানা অঙ্ক, সমীকরণ ও জল্পনা। দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা, তা নিয়েও বিস্তর আলোচনাও চলছে। ঘরের মাঠে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ব্যর্থতা ভুলে আগামীর লক্ষ্যে নয়া শপথগ্রহণের কাজটা গতরাতে কেকেআর সাজঘরেই হয়ে গিয়েছে। সেখানে কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত পজিটিভ ভাবনা নিয়ে সামনে তাকানোর ডাক দিয়েছেন। দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোও একইভাবে রাহানেদের চাঙ্গা করেছেন। বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচের হার ভুলে সামনে তাকাতে হবে পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে। আইপিএলের দীর্ঘ মরশুমে এমন ওঠাপড়ার মুহূর্ত অনেক আসবে। তোমাদের সবকিছুর জন্য তৈরি থাকতে হবে।' কোচ চান্দু স্যর অধিনায়ক রাহানে ও সুনীল নারায়ণের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেছেন। নাইটদের সামনে তাকানোর লক্ষ্যে বলেছেন, 'হতে পারে ভালো শুরুর পরও প্রথম ম্যাচের ফল আমাদের পক্ষে যায়নি। কিন্তু তার জন্য হাল ছাড়লে চলবে না। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে।'

ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজ নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে নাইট শিবিরে। গতরাতের সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক রাহানে স্পিন সহায়ক পিচের প্রতি তাঁর পছন্দের কথা জানিয়েছিলেন। যার পালটা হিসেবে ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'ইডেনের পিচ অন্তত ২০০ রানের। কেকেআর ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভালো করার পরও বড় রান করতে পারেনি। আরসিবি-র ক্রুণাল পান্ডিয়া, সুযশ শর্মাদের কাছে আটকে গিয়েছে। তাই কেকেআরের স্পিন সহায়ক পিচের অভিযোগ ভিত্তিহীন। আর হ্যাঁ, ইডেনে যেমন পিচ হয়, আগামীদিনেও তেমনই থাকবে।' ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ হারের পরই কেন কেকেআর অধিনায়ক রাহানে পিচ নিয়ে অজুহাতের পথে হাঁটলেন, তা নিয়েও বিস্ময় তৈরি হয়েছে। সাধারণত, রাহানে এমন মন্তব্য করেন না। কেন করলেন, সেটাই অবাক করেছে ক্রিকেটমহলকে।

আজ বিকেলে গুয়াহাটি পৌঁছোনোর পর থেকেই কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের নজর ছিল টিভির দিকে। আরও স্পষ্ট করে বললে, রাজস্থান বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচের দিকে। কারণ, বুধবার গুয়াহাটিতে সঞ্জু স্যামসন, ধ্রুব জুরেল, যশস্বী জয়সওয়ালদের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বিপক্ষ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে রাজস্থান হেরে গেলেও ২৮৭ রানের লক্ষ্যে সঞ্জু, ধ্রুব, সিমরন হেটমেয়ারদের বিস্ফোরক ব্যাটিং নিশ্চিতভাবেই চিন্তা বাড়াবে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের।





*কলকাতা বিমানবন্দরে আজিঙ্কা রাহানে ও ভেঙ্কটেশ আইয়ার। রবিবার।*

> ইডেনের পিচ অন্তত ২০০ রানের। কেকেআর ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভালো করার পরও বড় রান করতে পারেনি। আরসিবির ক্রুণাল পান্ডিয়া, সুযশ শর্মাদের কাছে আটকে গিয়েছে। তাই কেকেআরের স্পিন সহায়ক পিচের অভিযোগ ভিত্তিহীন।
>
> **-সুজন মুখোপাধ্যায়**
> *ইডেন গার্ডেন্সের পিচ কিউরেটার*

# ঈশান বিস্ফোরণে সূর্যোদয়



> দারুণ অনুভূতি। জানতাম আইপিএলে সেঞ্চুরি অপেক্ষা করছে। অবশেষে পেলাম। দলের পরিবেশ দুর্দান্ত। অধিনায়ক আমাকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছে। কামিন্স বলে দেয়, রান পাবে কি পাবে না এই নিয়ে ভাবতে যেও না।
>
> **-ঈশান কিষান**

### আইপিএলে সর্বাধিক দলগত স্কোর

| রান | দল | প্রতিপক্ষ | সাল |
|---|---|---|---|
| ২৮৭/৩ | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | ২০২৪ |
| ২৮৬/৬ | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | রাজস্থান রয়্যালস | ২০২৫ |
| ২৭৭/৩ | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স | ২০২৪ |
| ২৭২/৭ | কলকাতা নাইট রাইডার্স | দিল্লি ক্যাপিটালস | ২০২৪ |
| ২৬৬/৭ | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | দিল্লি ক্যাপিটালস | ২০২৪ |

**সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২৮৬/৬**
**রাজস্থান রয়্যালস-২৪২/৬**

**হায়দরাবাদ, ২৩ মার্চ :** জোফ্রা আর্চারকে ছক্কা হাঁকিয়ে হাফ সেঞ্চুরি।

দলের সাজঘরে দিকে তাকিয়ে ফ্লাইং কিস ছুড়ে দিলেন। শতরানের পর একেবারে 'ভিকট্রি ল্যাপ'। এক হাতে ব্যাট, অপর হাতে হেলমেট নিয়ে ৩০ গজ বৃত্তে কার্যত একপাক দৌড়। ঈশান কিষানের সেঞ্চুরি সেলিব্রেশনের পরতে পরতে আগ্রাসী মেজাজের প্রতিফলন!

স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন, জবাবি ম্যাচে এক ঢিলে একঝাঁক পাখি মারার আস্ফালন। সেটাই ঝরে পড়ল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের নায়ক ঈশানের শরীরী ভাষাতে।

জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকেও ছাঁটাই। এবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও। বাড়তে থাকা চাপটা এক ঝটকায় অনেকটা ঝেড়ে ফেললেন হায়দরাবাদের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই মেগা লিগে নিজের পয়লা নম্বর সেঞ্চুরিতে।

৪৫ বলে শতরান। ৪৭ বলে অপরাজিত ১০৬। পকেটসাইজ ডিনামাইট ঈশানের ১১টি চার ও হাফডজন ছক্কায় সাজানো আতশি ইনিংস ভাগ্য গড়ে দেয় ম্যাচের। জোফ্রা আর্চার (৭৬/০), মহেশ থিকশানা (৫২/২), সন্দীপ শর্মারা (৫১/১) কোথায় বল রাখবেন কার্যত বুঝতেই পারছিলেন না। কখনও কভারের ওপর দিয়ে, কখনও পয়েন্ট কিংবা অনসাইডে হেলায় বল ছিটকে দিলেন বাউন্ডারিতে। কখনও সোজা গ্যালারির ঠিকানায়।

অভিষেক শর্মা (১১ বলে ২৪), ট্রাভিস হেডদের (৩১ বলে ৬৭) ঝোড়ো শুরুর পর ঈশানের পাওয়ার-প্যাক ব্যাটিং ব্যবধান গড়ে দেয়। মাত্র ১ রানের জন্য বাঁচে গতবছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে করা নিজেদের সর্বাধিক ২৮৭/৩ স্কোরের নজির।

নীতীশকুমার রেড্ডি (১৫ বলে ৩০), হেনরিচ ক্লাসেনরাও (১৪ বলে ৩৪) ছন্দে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন। তবে ২৮৬/৬ স্কোরে পৌঁছে দিয়ে ম্যাচের মাঝপথেই জয় নিশ্চিত করে দেয় ঈশান-স্পেশাল। সঞ্জু স্যামসন (৬৬), ধ্রুব জুরেল (৭০), শিমরন হেটমেয়াররা (৪২) মরিয়া চেষ্টা চালালেও প্রায় অসম্ভব ২৮৭-র নাগাল পাননি। ২৪২/৬ স্কোরে আটকে যায় রাজস্থান রয়্যালস।

বেচারা রিয়ান পরাগ। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচেই (সঞ্জু ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলেন) ঈশান-সুনামির মুখে পড়ে যান। বারবার বোলার বদলেও আটকাতে পারেননি যা। রাজস্থান ফিল্ডারদের দর্শক করে একের পর এক বল উড়ে যাচ্ছিল গ্যালারিতে।

ব্যাট হাতেও ব্যর্থ রিয়ান (৪)। একই হাল যশস্বী জয়সওয়ালেরও (১)। দ্বিতীয় ওভারে রিয়ান-যশস্বীকে তিন বলের মধ্যে ফিরিয়ে গোলাপি ব্রিগেডের অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখানোর পথে ইতি টেনে দেন সিমরজিৎ সিং। সঞ্জু-জুরেলদের চেষ্টাতেও ছবিটা বদলায়নি।

ম্যাচ জেতানো ইনিংস শেষে ঈশান বলেছেন, 'দারুণ অনুভূতি। জানতাম আইপিএলে সেঞ্চুরি অপেক্ষা করছে। অবশেষে পেলাম। দলের পরিবেশ দুর্দান্ত। অধিনায়ক আমাকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছে। প্যাট কামিন্স বলে দেয়, রান পাবে কী পাবে না এ নিয়ে ভাবতে যেও না। নিজের খেলাটা খেলো। আশা করি, এই রকম আরও কয়েকটা ইনিংস খেলতে পারব। অভিষেক-হেডের ভালো শুরুটাও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। ওদেরও কৃতিত্ব দিতে হবে।'

### আইপিএলে পাওয়ার প্লে-তে সর্বাধিক স্কোর

| রান | দল | প্রতিপক্ষ | সাল |
|---|---|---|---|
| ১২৫/০ | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | দিল্লি ক্যাপিটালস | ২০২৪ |
| ১০৭/০ | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | লখনউ সুপার জায়েন্টস | ২০২৪ |
| ১০৫/০ | কলকাতা নাইট রাইডার্স | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | ২০১৭ |
| ১০০/২ | চেন্নাই সুপার কিংস | পাঞ্জাব কিংস | ২০১৪ |
| ৯৪/১ | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | রাজস্থান রয়্যালস | ২০২৫ |

# লোকেশ, ঋষভের আজ 'অন্য' যুদ্ধ

**ভাইজাগ, ২৩ মার্চ :** শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে শুরু দামামা বেজে গিয়েছে।

রবিবার একেবারে জোড়া ম্যাচ শুরুতেই রিংটোন সেট অষ্টাদশ আইপিএলে। সোমবার লিগের তৃতীয় দিনে যা বজায় থাকছে লখনউ সুপার জায়েন্টস-দিল্লি ক্যাপিটালস দ্বৈরথ ঘিরে। সৌজন্যে দুই দলের দুই প্রাক্তন লোকেশ রাহুল ও ঋষভ পন্থ।

ঋষভ গতবার দিল্লির অধিনায়ক ছিলেন। এবার টিম লখনউয়ের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। লখনউ জার্সিতে অধিনায়ক ঋষভের অভিষেক ঘটতে চলেছে নিজের পুরোনো দলের বিরুদ্ধেই। ছবিটা প্রায় এক ঋষভ অপরদিকে প্রথমবার দিল্লির জার্সি (২০১৬ সালের পর ১১১টি ম্যাচই খেলেন দিল্লির হয়ে) ছেড়ে অন্য দলের হয়ে খেলবেন। আইপিএল ইতিহাসের সর্বাধিক ২৭ কোটি দরের মর্যাদা রাখার চ্যালেঞ্জ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির হতাশা (পুরো টুর্নামেন্ট রিজার্ভ বেঞ্চে কাটাতে হয়। উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলেন লোকেশ) ঝেড়ে ফেলতে চাইবেন।

অক্ষর প্যাটেল আবার প্রথমবার আইপিএলে নেতৃত্ব দেবেন। ব্যক্তিগত একঝাঁক চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরে বন্দরনগরী ভাইজ্যাগে (দিল্লির দ্বিতীয় হোম) আকর্ষণীয় দ্বৈরথের হাতছানি।



*পুরোনো দল দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের প্রস্তুতিতে লখনউয়ের ঋষভ পন্থ।*

চোট-আঘাতের কারণে টিম লখনউয়ে পরিবর্তন। চোট পেয়ে লিগ থেকে 'আউট' মহসিন খান। বদলি শার্দূল ঠাকুর। নিলামে দল না পেলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বইয়ের হয়ে ফর্মে ছিলেন। গত কয়েকদিন ধরেই লখনউ দলের সঙ্গে অনুশীলন করছিলেন। শেষপর্যন্ত মহসিনের জায়গায় মেগা লিগের দরজা খুলল শার্দূলের।

দিল্লি ক্যাপিটালসের মূল অস্ত্র বোলিং। মিচেল স্টার্ক, মুকেশ কুমার, মোহিত শর্মা, থঙ্গরাসু নটরাজনরা রয়েছেন পেস বিভাগে। অক্ষর-কুলদীপ যাদবের স্পিন জুটি তুরুপের তাস হওয়ার ক্ষমতা রাখে। ঋষভ, নিকোলাস পুরান, ডেভিড মিলার, মিচেল মার্শ সমৃদ্ধ লখনউয়ের ব্যাটিং স্টার্কদের কীভাবে সামলায়, চোখ থাকবে। ঋষভ-লোকেশদের দ্বৈরথে হাজির বাংলার একাধিক তারকা। দিল্লিতে মুকেশের সঙ্গী অভিষেক পোড়েল। জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, ফাফ ডুপ্লেসি, লোকেশ, ট্রিস্টান স্টাবসের সঙ্গে অভিষেকের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং গুরুত্ব পাচ্ছে। লখনউ টিমে সেখানে আকাশ দীপ, শাহবাজ আহমেদ।

ম্যাচের মূল আকর্ষণ লোকেশ বনাম ঋষভ। আগামীকাল শেষ হাসি কে হাসে, সেটাই দেখার।

**INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ**
**দিল্লি ক্যাপিটালস**
বনাম
**লখনউ সুপার জায়েন্টস**
**সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট**
**স্থান : ভাইজাগ**
**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

লোকেশের ক্ষেত্রে। গতবারের লখনউয়ের অধিনায়ক এবার দিল্লি শিবিরে। নেতৃত্বের প্রস্তাব থাকলেও রাজি হননি।

আগামীকাল দল ছাপিয়ে স্পটলাইট লোকেশ, ঋষভে। বিশেষত, লোকেশ রাহুলের জন্য নিশ্চিতভাবে জবাব দেওয়ার ম্যাচ। ২০২৪ সালের লিগে মাঠের মধ্যেই লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার তীব্র রোষের মুখে পড়েন। যা নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়।

লোকেশ দিল্লিতে যোগ দেওয়ার পর বলেও দেন, দলের থেকে তিনি সম্মান ও ভালোবাসা চান। আগামীকাল প্রথম সুযোগেই জবাব দেওয়ার বাড়তি তাগিদ থাকবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফর্মে থাকা লোকেশের।

# মোহিতের সৌজন্যে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ :** কলকাতা হকি প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। রবিবার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলকে। বলা ভালো, গোলরক্ষক মোহিত এইচএসের দুরন্ত পারফরমেন্স সবুজ-মেরুনকে ট্রফি এনে দিল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকে ইস্টবেঙ্গল তুলনায় কিছুটা বেশি আক্রমণাত্মক ছিল। কিন্তু লাল-হলুদের সামনে কার্যত চিনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান মোহনবাগানের গোলরক্ষক মোহিত। চারটি কোয়ার্টার মিলিয়ে অন্তত গোটা আটটি নিশ্চিত গোল বাঁচান। ম্যাচে মোহনবাগানের হয়ে গোল করেন অর্জুন শর্মা, কার্তিক ও রাহিল মহসিন। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন জাহির।

## হকি লিগ

দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পেরে উচ্ছ্বসিত গোলরক্ষক মোহিত। তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগানের হয়ে খেলা আমার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।' মাত্র ৫ বছর বয়সে হকি খেলা শুরু করেন কর্ণাটকের এই ছেলেটি। বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তারপরেও মোহিতকে হকি খেলায় ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। বাবাকে হতাশ করেননি এই গোলরক্ষক। দেশের হয়ে জুনিয়ার বিশ্বকাপ খেলেছেন। বর্তমানে জাতীয় শিবিরে রয়েছেন মোহিত। কিংবদন্তি পিআর শ্রীজেশকে নিজের আদর্শ মনে করেন তিনি। মোহিত বলেছেন, 'শ্রীজেশভাই আমার আদর্শ। ওর কাছ থেকে অনেক পরামর্শ পেয়েছি। এবার দেশের হয়ে খেলতে চাই।'

এবারের লিগ পর্বে মোহনবাগান প্রথম ও ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় স্থানে ছিল। প্রতিযোগিতার নয়া ফর্ম্যাট অনুযায়ী লিগের প্রথম দুই স্থানাধিকারী দলকে নিয়ে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিংয়ের মতো ব্যক্তিত্ব।

## রিহ্যাবে মনবীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ :** স্বস্তি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে। রিহ্যাবে নেমে পড়লেন মনবীর সিং। দলের আশা, ২-৩ দিনের মধ্যেই তিনি অনুশীলনে নেমে পড়তে পারবেন। ফলে তাঁকে ৩ এপ্রিল পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সাহাল আব্দুল সামাদও ফিট। তবে এখনও পুরোপুরি ফিট নন জেমি ম্যাকলারেন। যদিও তাঁকেও ওই ম্যাচে পাওয়া যাবে বলে আশা সবুজ-মেরুন শিবিরের।



*হকি লিগ ফাইনালে গুরবক্স সিংয়ের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।- ডি মণ্ডল*

# কলকাতা-লখনউ ম্যাচ ইডেনেই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ :** ছবিটা বদলাচ্ছে। আর সেই বদলের সঙ্গেই কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকদের মুখের হাসি চওড়া হচ্ছে।

সব ঠিকমতো চললে ৬ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে নির্ধারিত থাকা কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়েন্ট ম্যাচ গুয়াহাটিতে সরছে না। ইডেনেই হতে চলেছে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দিন কয়েক আগে ড্যামেজ কন্ট্রোলের লক্ষ্যে আসরে নেমেছিলেন। চেষ্টা শুরু করেছিলেন, রামনবমী থাকা সত্ত্বেও কেকেআরের ম্যাচ যেন কলকাতার বাইরে না যায়। কলকাতা পুলিশকেও তিনি নিরাপত্তার ব্যাপারে রাজি করিয়ে ফেলেছেন বলে খবর। বড় অঘটন না হলে মহারাজের চেষ্টা সফল হচ্ছে। গতরাতে ইডেনে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ শেষের পর মধ্যরাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন সৌরভ নিজেই। তাঁর কথায়, 'একটু অপেক্ষা করুন, দেখুন না কী হয়। আমার মনে হয় না কলকাতা থেকে আইপিএলের ম্যাচ দেশের অন্য কোনও শহরে সরবে বলে।'

## সৌরভের হস্তক্ষেপে

কীভাবে এমন পালাবদল সম্ভব হল? জানা গিয়েছে, এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক কারণ। যা নিয়ে সিএবি বা কেকেআরের তরফে কেউই মুখ খুলতে চাইছেন না। বাস্তব ছবি যাই হোক না কেন, আপাতত নাইট সমর্থকদের জন্য সুখবর হল, কেকেআর বনাম লখনউ ম্যাচ ইডেনেই হতে চলেছে।

## ইডেনের গ্যালারিতে কুকুরের কামড় ৭ জনকে

# লেংথ বোলিংয়েই বাজিমাত জোশের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ :** স্বপ্নের উড়ানের রাত। আগামীর লক্ষ্যে এগিয়ে চলার রাত।

আর কলকাতা নাইট রাইডার্সকে তাদের ঘরের মাঠে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে হারিয়ে যাত্রাপথের শুরুটা দুর্দান্ত করল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। বিরাট কোহলির রান করার পাশে ফিল সল্টের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটি জমে যাওয়া, জোশ হ্যাজেলউডের পাওয়ার প্লে-তে দুরন্ত বোলিং, মাঝের ওভারে বল হাতে বাঁহাতি স্পিনার ক্রুণাল পান্ডিয়ার চমক দেওয়া- আরসিবি শিবিরে প্রথম ম্যাচ থেকে প্রাপ্তির অভাব নেই।

একলাফে অনেকটা বেড়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাসের পাশে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে আজ সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে চেন্নাই পৌঁছে গেলেন বিরাটরা। মহেন্দ্র সিং ধোনির দলের বিরুদ্ধে ২৮ মার্চ রয়েছে ম্যাচ। তার আগে রবিবার দুপুরে কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে কোহলি, রজত পাতিদাররা হাজির হয়েছিলেন স্পনসরের অনুষ্ঠানে। সেখানে কোহলিদের দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছে। নাইটদের উড়িয়ে দেওয়ার পর গতরাতের ইডেন গার্ডেন্সে আরসিবি-র ব্যাটিং কোচ দীনেশ কার্তিক পুরো দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'শুরুটা দুর্দান্ত হল। এবার এগিয়ে চলার চ্যালেঞ্জটা সবাইকে নিতে হবে। পথ চলার এখনও অনেক বাকি।'

কোহলি ও আরসিবি-র আইপিএল ভাগ্য শেষপর্যন্ত কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে গতরাতের ইডেনে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পাওয়ার পর ক্রুণাল তাঁর সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন। বলেছেন, 'আমার মধ্যে এখনও যে ক্রিকেট রয়েছে, আশা করি সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি। যাঁরা আমায় নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন, তাঁরাও হয়তো এবার বাস্তবটা স্বীকার করবেন।' ক্রুণালের সমালোচকরা আগামীদিনে কী বলবেন, সময় তার জবাব দেবে।



*রবিবার কলকাতায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর একটি অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি, রজত পাতিদার ও দেবদত্ত পাড়িক্কাল। ছবি : ডি মণ্ডল*

তার আগে ক্রুণালের দলের অজি পেসার হ্যাজেলউড গতরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে তাঁর সতীর্থদের স্পিন বোলিংকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ক্রুণাল মাঝের ওভারের সময়ে দারুণ বোলিং করল। কেকেআরের রান আটকে রাখার কাজটা দারুণভাবে করেছে ও।' ক্রুণালের মতো বল হাতে রাতের ইডেনে নজর কেড়েছেন হ্যাজেলউড নিজেও। ইনিংসের শুরু থেকে লেংথ বোলিংয়ের মাধ্যমে তিনি কুইন্টন ডি কক, সুনীল নারায়ণদের আটকে দিয়েছিলেন। নিজের বোলিং প্রসঙ্গে হ্যাজেলউড বলছেন, 'ইডেনের পিচে দারুণ বাউন্স ছিল। নির্দিষ্ট লাইনে বোলিং করে সেটাকেই কাজে লাগিয়েছি। ইডেনে বোলিং করতে বরাবরই পছন্দ করি আমি।'

ইডেনের মতো বাইশ গজ ফের কোন ম্যাচে আবার পাবেন, জানেন না হ্যাজেলউড। তাই অজি পেসার বলছেন, 'আমি পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বোলিং করতে পছন্দ করি। ইডেনেও সেটাই করেছি। উইকেটে এমন বাউন্স থাকলে অনেক পরিকল্পনাই সহজ হয়ে যায়।' এদিকে, গতরাতের কেকেআর বনাম আরসিবি ম্যাচে ইডেনের গ্যালারিতে মোট ৭ জন দর্শককে কুকুরে কামড় দিয়েছে। আজ সিএবি-র তরফে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

# ভারত-পাক ক্রিকেট চাই : জাহির

**মুম্বই, ২৩ মার্চ :** এশিয়ার ব্র্যাডম্যান বলা হত তাঁকে।

ভারতকে সামনে পেলে ব্যাট বরাবর চওড়া। সেই জাহির আব্বাস এবার ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট শুরুর জন্য জোরালো সওয়াল করলেন। মুম্বইয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে হাজির পাক কিংবদন্তির দাবি, 'এশিয়ার দেশগুলি যখন সাফল্য পায়, ভালো লাগে। খুশি হই। ভারত এবং পাকিস্তানের উচিত নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলা।'

বিশেষ বন্ধু, উর্দু কবি ভিকে ত্রিপাঠীর আমন্ত্রণে স্ত্রীকে নিয়ে বলিউড নগরীতে এসেছিলেন জাহির আব্বাস। ঐতিহ্যবাহী 'ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়া'-য় হওয়া যে অনুষ্ঠানে জাহিরের আরও দাবি, 'নিরপেক্ষ দেশে নয়, ভারত-পাকিস্তান নিজেদের দেশেই খেলুক। অতীতে পাকিস্তানে প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় খেলা দেখতে এসেছে দলের সঙ্গে। আবার সেই দিন ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সম্ভব দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট শুরু করাও। কেন হচ্ছে না আমার বোধগম্য নয়। আমরা প্রতিবেশী। দুই দেশই ক্রিকেট পাগল। আমার মতে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট অবিলম্বে শুরু হওয়া উচিত।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের সঙ্গে ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান সফরে যাওয়া প্রাক্তন পেসার কারসন ঘাউড়িও। যে সফরে ভারতীয় স্পিন স্বর্ণযুগের কার্যত ছুটি করে দিয়েছিলেন জাহির। তবে আম্পায়ারিং নিয়েও প্রচুর সমালোচনা, বিতর্ক হয়। ভারতীয় সমর্থকদের টার্গেট ছিলেন পাক আম্পায়ার শকুর রানা।

> হয়তো বলা উচিত নয়, তবে পাকিস্তানে যখন খেলতে গিয়েছিলাম, তখন আসিফ ইকবাল, ইমরান খানদের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন আম্পায়ার শকুর রানা! তৃতীয় টেস্টে যেমন মুস্তাক মহম্মদ নিশ্চিত লেগবিফোর। মিডল স্টাম্পের সামনে পায়ে বল লেগেছে। শকুর রানা আঙুল তুলতে যাচ্ছে, তখন মুস্তাকের চিৎকার, খবরদার। সঙ্গে সঙ্গে আঙুল নেমে যায়। মাঠ থেকে ফিরে সন্ধের পর মুস্তাকভাইয়ের সঙ্গে যা নিয়ে প্রচুর মজা করেছিলাম আমরা। **-কারসন ঘাউড়ি**



ঘাউরি মজার সুরে বলেছেন, 'হয়তো বলা উচিত নয়, তবে পাকিস্তানে যখন খেলতে গিয়েছিলাম, তখন আসিফ ইকবাল, ইমরান খানদের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন আম্পায়ার শকুর রানা! তৃতীয় টেস্টে যেমন মুস্তাক মহম্মদ নিশ্চিত লেগবিফোর। মিডল স্টাম্পের সামনে পায়ে বল লেগেছে। শকুর রানা আঙুল তুলতে যাচ্ছে, তখন মুস্তাকের চিৎকার, খবরদার। সঙ্গে সঙ্গে আঙুল নেমে যায়। মাঠ থেকে ফিরে সন্ধের পর মুস্তাকভাইয়ের সঙ্গে যা নিয়ে প্রচুর মজা করেছিলাম আমরা।'

জাহিরের দাবি, ভারত, পাকিস্তান, দুই দেশের আম্পায়াররাই একটু বেশি দেশপ্রেমিক ছিলেন সেইসময়। এই নিয়ে বেঙ্গালুরু টেস্টেরও উদাহরণ তুলে ধরেন কারসন ঘাউড়ির দাবির পালটা হিসেবে। জাহির আব্বাসের স্ত্রী সামিনা আবার মজার কথা ভাগ করে নেন শ্রোতাদের সঙ্গে। বলেছেন, 'ট্রাফিক রুল ভাঙায় সার্জেন্ট গাড়ি আটকেছে। আমার কাছে কোনও কাগজ ছিল না। বলি, আমি জাহির আব্বাসের স্ত্রী। তিনি মানতে নারাজ। জানিয়েছেন, অনেকেই দাবি করে, সে জাহিরের স্ত্রী!'

# বোর্ড ঠিকমতো কথা বলেনি : সাকিব

**লন্ডন, ২৩ মার্চ :** সম্প্রতি সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশন থেকে মুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনের জন্য তাঁকে রাখা হয়নি বাংলাদেশ দলে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বলা হয়েছিল 'শুধুমাত্র ব্যাটার সাকিবের জায়গা নেই দলে'। এবার বোলিংয়ের ছাড়পত্র পেয়ে মুখ খুললেন ৩৭ বছরের অলরাউন্ডার। তিনি বলেছেন, 'আমার কোনও অভিযোগ নেই। এক্ষেত্রে বোর্ডের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিকমতো হলে আমি খুশি হতাম।' বোলিং অ্যাকশন ঠিক করতে সাকিব ছোটবেলার মেন্টর মহম্মদ সালাহউদ্দিন এবং প্রাক্তন বাংলাদেশী অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটার সিরাজুল্লাহ খাদিমের পরামর্শ নিয়েছিলেন। সেই খাদিমের মন্তব্য, ' ওই ম্যাচে অতিরিক্ত বোলিংয়ের কারণে অ্যাকশনে হয়তো পরিবর্তন হয়েছিল।'

# চিপক-ধাঁধায় পথ হারাল মুম্বই

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স- ১৫৫/৯
চেন্নাই সুপার কিংস- ১৫৮/৬
(১৯.১ ওভারে)

*অর্ধশতরানের পর চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়।*

**চেন্নাই, ২৩ মার্চ :** অষ্টাদশ আইপিএলের বোধনে শাহরুখ খান, শ্রেয়া ঘোষাল, দিশা পাটানিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শনিবার ইডেন গার্ডেন্স মেতে উঠেছিল। আকারে ছোট হলেও রবিবার ম্যাচ শুরুর আগে চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামেও একপ্রস্থ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল। ২০ মিনিটের পারফরমেন্সে চিপকের গ্যালারিকে সুরের মূর্ছনায় ভাসালেন দক্ষিণের মিউজিক কম্পোজার অনিরুদ্ধ রবিচন্দ্রর। যার রেশ বজায় রেখে ৫ বল থাকতে চেন্নাই সুপার কিংস ৪ উইকেটে জয় তুলে নেয়। চিপকের মন্থর পিচের ভুলভুলাইয়ার সঙ্গে স্পিনারদের দাপটে ১৫৫/৯ স্কোরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে আটকে রেখে কাজ অনেকটাই এগিয়ে রেখেছিল চেন্নাই। যার ওপর দাঁড়িয়ে রাচিন রবীন্দ্র (৪৫ বলে অপরাজিত ৬৫) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড় (২৬ বলে ৫৩) দলের জয় আনেন।

আইপিএলের এল ক্লাসিকো। যে ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকে গোটা ক্রিকেট সমাজ। ম্যাচের চতুর্থ বলে রোহিত শর্মাকে (০) তুলে নিয়ে রিংটোন সেট করে দেন খলিল আহমেদ (২৯/৩)। মাঠে নামার আগেই রেকর্ড গড়েছিলেন হিটম্যান। দীনেশ কার্তিককে টপকে আইপিএলে দ্বিতীয় সর্বাধিক ম্যাচ খেলার নজির গড়েন রোহিত (২৫৮ ম্যাচ)। খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফিরে লজ্জার রেকর্ডেও ভাগ বসালেন তিনি। কার্তিক, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে আইপিএলে যুগ্মভাবে সবাধিক ১৮টি শূন্য হয়ে গেল রোহিতের।

খলিল প্রথম স্পেলে রোহিতের নয়া ওপেনিং পার্টনার রায়ান রিকেলটনকে (১৩) তুলে নেওয়ার পর খেল দেখালেন চেন্নাইয়ের আফগান চায়নাম্যান বোলার নুর আহমদ (১৮/৪)। সঙ্গে তাল ঠুকলেন সিএসকে-র আরও দুই তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৩১/১) ও রবীন্দ্র জাদেজা (২১/০)। স্পিন জালে হাসফাঁস অবস্থার মধ্যেও সূর্যকুমার যাদব (২৯) ও তিলক ভার্মা (৩১) দলকে টানার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সূর্যকে ০.১২ সেকেন্ডে স্টাম্পিং করে ৫১ রানের জুটি ভাঙেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ৪৩ বছরের ধোনির ক্ষিপ্রতা দেখে চমকে যান সূর্যও। রুতুরাজ গায়কোয়াড় অধিনায়ক হলেও মাঠে যথারীতি দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন মাহি। শেষদিকে দীপক চাহার (১৫ বলে অপরাজিত ২৮) প্রতিরোধ গড়লেও তাই লাভ হয়নি।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতে ধাক্কা খায় চেন্নাইও। ফিরে যান রাহুল ত্রিপাঠী (২)। তবে দ্রুত খেলা ধরে নেন রুতুরাজ। তাঁর অধিনায়কোচিত ইনিংসে চেন্নাইয়ের জয় যখন নিশ্চিত দেখাচ্ছিল তখনই বল হাতে চমক মুম্বইয়ের চায়নাম্যান স্পিনার ভিগনেশ পুথুরের (৩২/৩)। রুতুরাজ সহ ৩ উইকেট তুলে নিয়ে তিনি চাপ বাড়ান। ব্যর্থ হয়েছেন দীপক হুডা (৩) ও শিবম দুবে (৯) তবে রাচিন একটা দিক আগলে রাখায় সমস্যা হয়নি চেন্নাইয়ের। ১৯.১ ওভারে তারা ৬ উইকেটে ১৫৮ রান তুলে নেয়।

*৪ উইকেট নিয়ে নুর আহমদ।*

## অবসর নিয়ে অবাক দাবি ধোনির

# হুইলচেয়ারে বসলেও ছাড়বে না সিএসকে

**চেন্নাই, ২৩ মার্চ :** তেতাল্লিশ পেরিয়ে চুয়াল্লিশে পা রাখার পথে।

আর কতদিন বাইশ গজে মাহি-মৌতাত? গত কয়েক বছর ধরেই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে আইপিএল সংসারে, ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে রবিবার নয়া আইপিএল অভিযান শুরুর আগে যার জবাবে চাঞ্চল্যকর দাবি স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনির। জানিয়ে দিলেন, হুইলচেয়ারে করে হলেও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে চান!

প্রাথমিকভাবে চলতি আইপিএলের পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন বলে খবর শোনা গিয়েছিল। 'ওয়ান লাস্ট টাইম' লেখা টি-শার্ট পরেও অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। যদিও অবসর প্রশ্নে বারবার হেয়ালি বাড়িয়েছেন মাহি।

মেগা লিগের সম্প্রচার সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমএসের অবাক দাবি, 'যতদিন পারব চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে চাই। এটাই আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি, আমার দল। যদি হুইলচেয়ারেও থাকি, তাহলেও এরা আমায় ছাড়বে না।'

ধোনির এই বক্তব্য অবসর নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে। তাহলে কী এটাই শেষ নয়, আরও কয়েকটা আইপিএলে দেখা যাবে মাহি-ম্যানিয়া। চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও চান আরও ৩-৪ বছর তাদের সঙ্গে থাকুক 'থালা'।

রুতুরাজ বলেছেন, 'মাহিভাই সবসময় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। শচীন তেন্ডুলকারের ৫০ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও দুর্দান্ত ব্যাটিং করছেন। সবাই তা দেখছি। আমার বিশ্বাস, ধোনিও আরও কয়েক বছর খেলা চালিয়ে যেতে পারবে। আগামী আইপিএলেও খেলার সম্ভাবনা থাকছে।'

*বিদ্যুৎগতিতে সূর্যকুমার যাদবকে স্টাম্প করলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। রবিবার।*

> যতদিন পারব চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে চাই। এটাই আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি, আমার দল। যদি হুইলচেয়ারেও থাকি, তাহলেও এরা আমায় ছাড়বে না।
>
> -মহেন্দ্র সিং ধোনি

চেন্নাই দলপতির যুক্তি, কত রান করল, এগুলি সব নয়। ধোনির উপস্থিতিই দলের জন্য বড় প্রাপ্তি। পুরো দলের কাছে অনুপ্রেরণা। অধিনায়ক না হলেও দলের পরিকল্পনা তৈরিতে মূল ভূমিকা থাকে ধোনির। কঠিন সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যাঁর বিকল্প নেই। রুতুরাজের বিশ্বাস, গত মরশুমগুলির মতো নিজের সেরাটাই দেবে। ঠিক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস আসবে মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাট থেকে।

*পর্তুগালের বিরুদ্ধে গোল করে সিউ সেলিব্রেশনে রাসমাস হোজলুন্ড।*

## হোজলুন্ডের সেলিব্রেশনে সম্মানিত রোনাল্ডো

**লিসবন, ২৩ মার্চ :** ডেনমার্কের রাসমাস হোজলুন্ড। আদর্শ মানেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। সম্প্রতি পর্তুগালের বিরুদ্ধে দেশের হয়ে গোল করে দলকে জিতিয়েছেন। আর গোলের পর সিআর সেভেনের কায়দায় তাঁর 'সিউ' সেলিব্রেশন রীতিমতো প্রচারের আলোয়। যদিও তাতে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট নন রোনাল্ডো। রোনাল্ডোর ট্রেডমার্ক সেলিব্রেশন করেন অনেকেই। কিন্তু তাঁর সামনে? হোজলুন্ডই বোধহয় প্রথম। যদিও পর্তুগিজ মহাতারকা এতে নিজেকে সম্মানিত মনে করছেন। ক্রিশ্চিয়ানো বলেছেন, 'আমি জানি, এটা অসম্মান প্রদর্শনের জন্য নয়। গোটা বিশ্বে অনেকেই আমার মতো করে সেলিব্রেশন করে। আমার এইটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে। আমার কাছে এটা সম্মানের ব্যাপার।' একইসঙ্গে ফিরতি ম্যাচে হজলুন্ডের সামনে নিজের 'সিউ' সেলিব্রেশন করতে চান বলে জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, 'আশা করছি আমিও ওর সামনে এটা করতে পারব। সেটাই এখন আমার কাছে চ্যালেঞ্জ।'

## মলডোভাকে পাঁচ গোল হাল্যান্ডদের

**কিশিনাউ, ২৩ মার্চ :** ২৮ বছর পর ফিফা বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে অভিযান শুরু করল নরওয়ে। আর বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচেই মলডোভাকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিলেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা।

ভারতীয় সময় শনিবার রাতের ম্যাচে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো সময়টুকুও দেয়নি নরওয়ে। পঞ্চম মিনিটেই হুলিয়ান রিয়ারসন গোলের খাতা খোলেন। ২৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল হাল্যান্ডের। তার আগেই অবশ্য একটি সুযোগ নষ্ট করেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তারকা। ৩৮ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন থিও অসগার্ড। ম্যাচে চতুর্থ গোলটিও চলে আসে প্রথমার্ধেই। ৪৩ মিনিটে গোল করেন আলেকজান্ডার সোরলোথ। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর মিনিট পনেরোর মধ্যেই কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন অ্যারন ডোনাম।

নরওয়ে শেষবার বিশ্বকাপ খেলেছিল ১৯৯৮ সালে। তখনও পৃথিবীর আলো দেখেননি হাল্যান্ড। কয়েকমাস পর তিনি পা দেবেন পঁচিশে। ক্লাব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সহ প্রায় সমস্ত বড় খেতাবই ছোঁয়া হয়ে গিয়েছে। এবার দেশকে বিশ্বকাপে ফিরিয়ে আনাই তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

# হোটেল থেকে ট্রেনিং, অভিযোগ বাংলাদেশের

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৩ মার্চ :** দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক এখন ঠিক কোন জায়গায় সেই বিষয় খুব পরিষ্কার নয়।

তবে বাংলাদেশ ফুটবল দল শিলংয়ে খেলতে এসে অবশ্য একেবারেই সৌহার্দ্য দেখাচ্ছে না। এদেশে

*হোটেলের ঘরেই স্ট্রেচিংয়ে হামজা চৌধুরীরা।*

> মালদ্বীপকে হারিয়ে খুশি কারণ এতে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল, এশিয়ান কাপে যোগ্যতার্জন করা। তাই এখন বাংলাদেশ, হংকং ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাকি ৬টা ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনালের মতো। যেখানে সব ম্যাচ জিতে মূলপর্বে পৌঁছোতে হবে।
>
> - মানোলো মার্কুয়েজ

পৌঁছোনোর পর থেকে ক্রমাগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ করেই চলেছে বাংলাদেশ দল। বিশেষ করে ট্রেনিং গ্রাউন্ড, মাঠে নৈশালোকের ব্যবস্থা, এই সব নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই তাদের। প্রথমদিন পৌঁছোনোর পরই তাদের হোটেল নিয়েও নাকি সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ। যতগুলো ঘর চাওয়া হয়েছিল, সব নাকি হোটেল কর্তৃপক্ষ শুরুতে দিতে রাজি হয়নি। পরে অবশ্য সেই সমস্যা মেটে। সকলেই আলাদা আলাদা ঘর পেয়ে যায়। এমনকি তাদের সময় অনুযায়ী অনুশীলনের ব্যবস্থা করাও হয়নি বলে ওদেশের সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এমনকি দলের ম্যানেজার এটাও বলেছেন যে, সব দেশই হোম গ্রাউন্ডে খেলার সুবিধা নেওয়ার জন্য অনেককিছুই করে। যা ভারত করছে। তাদের সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে এও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ যখন হোম ম্যাচ খেলবে অর্থাৎ ভারতের অ্যাওয়ে ম্যাচের সময়ে তারাও নিজেদের মতো করে সব কিছু করবে। অর্থাৎ এখন থেকেই ভারতের জন্য যে সমস্যা তৈরি করা হবে, সেই কথা বলে দেওয়া হচ্ছে। মজার কথা হল, নানা অভিযোগ তোলা হলেও ওদেশের সংবাদমাধ্যমকে আবার দলের পক্ষে একথাও বলা হয়েছে যে, বাফুফের (বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন) তরফ থেকে আগে শিলংয়ে কাউকে পাঠানো হয়নি ওখানকার হোটেল, অনুশীলন বা মাঠ দেখার ব্যবস্থা করার জন্য। যা সাধারণত বিভিন্ন দেশ করে থাকে। তাছাড়া নৈশালোক সঠিক সময়ে আলো না জ্বলা নিয়ে অভিযোগ থাকলেও পরে স্বীকার করা হয়েছে যে বিভিন্ন স্তম্ভ জ্বলতে সময় লাগার জন্য আলো কম বলে শুরুতে মনে হয়েছে। ম্যাচ শুরুর আগেই নানা সমস্যার কথা বলে চাপ সৃষ্টির খেলা খেলতে চাইছে বাংলাদেশ।

শুধু তাই নয়, তাদের দলের হামজা চৌধুরীকে দেখে ভারত ভয় পেয়েছে, এমন কথা বলেও আত্মতৃপ্তিতে ভুগছে বাংলাদেশ। বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের শক্তি দেখে ভয় পেয়েই সুনীল ছেত্রীকে ফেরানো হয়েছে। ভারতীয় দল অবশ্য প্রতিপক্ষের এই চাপ সৃষ্টির খেলায় চিন্তিত যেমন নয় তেমনি ওই ফাঁদে পা-ও দিচ্ছে না। বরং মালদ্বীপ ম্যাচ জিতে এখন আত্মবিশ্বাস ফেরালেও আত্মতুষ্টিতে যাতে দল না ভোগে সেদিকেই কড়া নজর এখন মানোলো মার্কুয়েজের। অধিনায়ক সুনীলও বোঝাচ্ছেন তরুণ প্রজন্মকে। মানোলোতে বলেই দিয়েছেন, 'মালদ্বীপকে হারিয়ে খুশি কারণ এতে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল, এশিয়ান কাপে যোগ্যতার্জন করা। তাই এখন বাংলাদেশ, হংকং ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাকি ৬টা ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনালের মতো। যেখানে সব ম্যাচ জিতে মূলপর্বে পৌঁছোতে হবে।' শেষপর্যন্ত সেটা তাঁর দল করে দেখাতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

*অতনু ভট্টাচার্যকে শান-ই মহমেডান সম্মান তুলে দিচ্ছেন মহমেডান কর্তারা।*

# মহমেডান-শ্রাচী সম্পর্ক তলানিতে

## শান-ই মহমেডান পেলেন অতনু, খালেক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ :** সম্পর্ক তলানিতে। সোমবার উত্তপ্ত হতে পারে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-শ্রাচীর বৈঠক।

ফুটবলারদের পাঁচ মাসের বেতন এখনও বাকি। এবার আর ফুটবলাররা নয়, অভিযোগে সরব স্বয়ং মহমেডান কর্তারাই। এতদিন যাঁরা বেতন সমস্যার কথা চেপে রাখতে চেয়েছেন এখন তাঁরাই প্রকাশ্যে বিনিয়োগকারীদের কাঠগড়ায় তুলছেন। রবিবার ক্লাবের এক অনুষ্ঠানের পর শ্রাচীর প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি বলেছেন, 'সবমিলিয়ে ওরা এখনও ১৬ কোটি টাকা দিয়েছে। ফুটবলারদের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া। সেটা কবে মেটানো হবে আমরা তার উত্তর চাই। আর ক্ষমতাই যদি না থাকে তাহলে প্রতিশ্রুতি কেন দেওয়া হয়েছিল তারও জবাব দিতে হবে।' সম্পর্ক কি ভাঙতে পারে? সাদা-কালো কর্তাদের ইঙ্গিত অন্তত সেদিকেই। ক্লাব সভাপতি স্পষ্টই জানিয়েই দিলেন, আগামী মরশুম তো দূর, বকেয়া না মেটানো পর্যন্ত অন্য কোনও বিষয় আলোচনা করতে রাজি নন তাঁরা।

এদিকে, এদিনই ক্লাবের এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শান-ই মহমেডান সম্মান তুলে দেওয়া হল প্রাক্তন ফুটবলার অতনু ভট্টাচার্য ও আব্দুল খালেকের হাতে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বাবুল সুপ্রিয় সহ অন্য বিশিষ্টজনেরা। সাদা-কালো শিবির থেকে এমন সম্মান পেয়ে আপ্লুত অতনু। বলেছেন, 'এতদিন পরও মহমেডান যে আমাকে মনে রেখেছে তার জন্য ক্লাবের কাছে কৃতজ্ঞ।'

# ১১৫ রানে লজ্জার হার পাকিস্তানের

**ওয়েলিংটন, ২৩ মার্চ :** নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে লজ্জার হার পাকিস্তানের। সেই সঙ্গে সিরিজও হাতছাড়া করেছে সলমন আলি আঘার দল। রবিবার তারা কিউয়িদের কাছে ১১৫ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। এটা টি২০ ইতিহাসে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার।

আগের ম্যাচে দুশোর ওপর রান তাড়া করে ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তান। কিন্তু এদিন একরাশ লজ্জা উপহার দিলেন সলমনরা। টসে জিতে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠায় পাকিস্তান। কিউয়িরা ৬ উইকেটে ২২০ রান সংগ্রহ করে। দুই ওপেনার ফিন অ্যালেন (৫০) ও টিম সেইফার্ট (৪৪) ঝোড়ো ব্যাটিং করে রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। পরের দিকে অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল (৪৬) দলের স্কোর দুশো পার করেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে পাক দল। প্রথম তিনটি উইকেট পড়ে মাত্র ৯ রানের মাথায়। ইরফান খান (২৬) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন। তারপরও মাত্র ৫৬ রানেই ৮ উইকেট চলে যায় পাকিস্তানের। তবে আব্দুল সামাদের (৪৪) লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত একশোর গণ্ডি পার করে তারা। ১৬.২ ওভারে পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১১৫ রানে।

**সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড**

এই জয়ের সুবাদে এক ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজ ৩-১ ফলে জিতে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। এদিন ম্যাচ সেরা হয়েছেন ফিন অ্যালেন।

# ইস্টবেঙ্গলকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে শিশির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ :** সিনিয়ার দলের স্ট্রাইকারের অভাব। গোল করার লোক না থাকায় আইএসএল সুপার সিক্স খেলা হয়নি লাল-হলুদের। কিন্তু সম্পূর্ণ উলটো পরিস্থিতি জুনিয়ার দলে। ম্যাচের পর ম্যাচ গোল করে অনূর্ধ্ব-১৫ লাল-হলুদ দলকে মূলপর্বে নিয়ে গিয়েছে একজন বাঙালি স্ট্রাইকার। ছেলেটির নাম শিশির সরকার। এবারের অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ১৫টি গোল করেছে এই স্ট্রাইকার। গতবছর অনূর্ধ্ব-১৩ দলে ট্রায়াল দিয়ে সুযোগ পায় হুগলির এই ছেলেটি। তারপর দুরন্ত পারফরমেন্স করে এই বছর অনূর্ধ্ব-১৫ দলে সুযোগ পেয়েছে শিশির। সেখানেই দুরন্ত পারফরমেন্স করে সবার নজর কেড়ে নিয়েছে এই প্রতিভাবান স্ট্রাইকার। নিজের ফুটবল জীবন সম্পর্কে শিশির বলেছে, 'আমার বাবা দিব্যেন্দু সরকার এককালে ভালো ফুটবল খেলতেন। কিন্তু বড় ফুটবলার হয়ে ওঠা হয়নি। তাই আমি বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। দেশের হয়ে খেলতে চাই।'

বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তারপরেও পরিবার সবসময় শিশিরের সঙ্গে রয়েছে। নেইমার ও সুনীল ছেত্রীকে আদর্শ মেনে চলা এই বঙ্গতনয় লাল-হলুদকে আশা দেখিয়ে চলেছেন।

## হোঁচট খেল লাল-হলুদ

**মুম্বই, ২৩ মার্চ :** ডেভেলপমেন্ট লিগ জাতীয় পর্যায়ে গ্রুপের প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খেল ইস্টবেঙ্গল। জামশেদপুর এফসি-র কাছে ৩-০ গোলে হার লাল-হলুদের। দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণাত্মক খেলতে গিয়েই বিপদে পড়ল বিনো জর্জের ছেলেরা। শেষ ৩০ মিনিটে তিন গোল হজম। জামশেদপুরের হয়ে গোল করলেন রেমসন সিং, মার্জিত সিং ও লমসাংজুয়ালা। অন্য ম্যাচে এফসি গোয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি।

## অনির্বাণের ৬৪

**আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ :** এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন আলিপুরদুয়ার জংশনের রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ডুয়ার্স কাপ আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেটে শনিবার রাতে মেকানিকাল ১৭ রানে ইলেক্ট্রিকালকে হারিয়েছে। ডিআরএসসি মাঠে মেকানিকাল টসে জিতে ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৯৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অনির্বাণ দে ৬৪ রান করেন। সুশান্ত পাট্টাদার ২০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ইলেট্রিকাল ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৭৯ রানে আটকায়। সুশান্ত পাট্টাদার ২৮ রান করেন। রাজেশ লাকরা ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে টিআরডি ১০ রানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে টিআরডি ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৯ রান তোলে। অভিষেক ২২ রান করেন। কুণাল তামাং ১৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ইঞ্জিনিয়ারিং ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৬৯ রানে থামে। কুণাল ২৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা দীপ রায় ৭ রানে নেন ২ উইকেট।

মেডিকেল পরে ১০ উইকেটে কনস্ট্রাকশনকে হারিয়েছে। টসে হেরে কনস্ট্রাকশন ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৪৮ রান তোলে। কাটাঙ্গা ১৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা গোদাম শ্রীনু ১১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে মেডিকেল ৩.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ৫০ রান তুলে নেয়। আমির ৩৮ রান করেন।

## জয়ী ২০২২, '০১

**কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ মার্চ :** কামাখ্যাগুড়ি হাই স্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে রবিবার ২০২২ ব্যাচ ৮ উইকেটে হারিয়েছে ২০০৩-'০৫ ব্যাচকে। ২০০৩-'০৫ প্রথমে ১৪ ওভারে ১১০ রানে অল আউট হয়। ২০২২ জবাবে ১০.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১১১ রান তুলে নেয়। অপরাজিত ৫৩ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন অভিজিৎ পাল। পরের ম্যাচে ২০০১ ব্যাচ ২ রানে হারিয়েছে ২০২৪ ব্যাচকে। ২০০১ প্রথমে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা মুন্না মাহেশ্বরী ৭৬ রান করেন। ২০২৪ জবাবে ৮ উইকেটে ১৩৮ রানে আটকে যায়।

## আজ নামবে আলিপুরদুয়ার

**আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ :** এনসিসি ক্রিকেট বীরভূমের সিউড়িতে সোমবার শুরু হবে। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা দল পৌঁছে সিউড়ি পৌঁছে গিয়েছে। সোমবার আলিপুরদুয়ার নামবে ঝাড়গ্রামের বিরুদ্ধে।

## জিতল বিবেক

**কোচবিহার, ২৩ মার্চ :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার বিবেক সংঘ ২১ রানে মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে বিবেক ৩০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুরজিৎ দাস ৪৩ রান করেন। সাদ্দাম হোসেন ২৫ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে মাথাভাঙ্গা ২৭ ওভারে ১৩৫ রানে সব উইকেট হারায়। সৌম্যজিৎ মুখোপাধ্যায় ৩৪ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন।

*ট্রফি নিয়ে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবের ক্রিকেটাররা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

# চ্যাম্পিয়ন জুবিলি

**আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ :** রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও স্বামীজি ক্লাব বেলতলার যৌথ উদ্যোগে কিডস কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বীরপাড়া জুবিলি ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা সুপার ওভারে ফালাকাটা টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। অরবিন্দনগর মাঠে টাউন টসে জিতে ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৪ রান তোলে। জ্যোতিপ্রিয় দত্ত ৪২ রান করে। আদিত্য শা ৬ রানে নেয় ২ উইকেট। জুবিলি ১৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৪ থামে। ফারহান হোসেন ৩৩ রান করে। সায়ন দাস ১৮ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। সুপার ওভারে জুবিলি ১ উইকেটে ৮ রান তোলে। জবাবে টাউন ২ উইকেটে ৫ রানে আটকে যায়। ফাইনালের সেরা আয়ুষ্মান ওরাওঁ।

## জয়ী নাইট, রাইজিং স্টার

**জামালদহ, ২৩ মার্চ :** জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সমলা ফার্মেসি ও উৎপলকুমার ঘোষ ট্রফি জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার কালীরহাট নাইট রাইডার্স ৫ উইকেটে ৯৮ লায়ন্সকে হারিয়েছে। প্রথমে লায়ন্স ১৪.৪ ওভারে ১২০ রানে অল আউট হয়। মিঠুন কর্মকার ৪১ রান করেন। প্রহ্লাদ হাজরা ১৮ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে নাইট ১৩.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়। কুন্তল বর্মন ৪৬ রানে অপরাজিত থাকেন।

অন্য ম্যাচে জামালদহ রাইজিং স্টার ৬ উইকেটে জামালদহ সুপার কিংসের বিরুদ্ধে জয় পায়। সুপার কিংস প্রথমে ৫ উইকেটে ১৭৫ রান তোলে। দীপঙ্কর বর্মন ও রঘু নাথ রায় ৪৮ রান করেন। জবাবে রাইজিং স্টার ১৩.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অনুপম অধিকারী ৭০ রান করেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
নাসিক-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 53C 60642 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত, আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং ভবিষ্যতের আর্থিক স্থিতি উন্নতিতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

মহারাষ্ট্র, নাসিক - এর একজন বাসিন্দা নিভৃতি নাথু ধারবলে - কে 29.12.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।